

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন্
চকশ্রীকৃষ্ণপুর, কুলবেড়িয়া,

পূর্ব-মেদিনীপুর, ৭২১৬৪৯

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর উইমেন্



২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ ডিসেম্বর ২০২১

SHAHID MATANGINI HAZRA GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE FOR WOMEN

CHAKSHRIKRISHNAPUR, KULBERIA, PURBA MEDINIPUR, PIN: 721649

CONTACT NO.: 03228 262 262





সৃজনী দ্বিতীয়বর্ষে পদার্পন করলো। এই ম্যাগাজিন প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষভাবে শ্রীমতি ইয়াসমিন চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান, ইংরেজি বিভাগ, তাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, মূলত তার প্রচেষ্টায় এবং সহযোগিতায় সঠিক সময়ে এবং নিখরচায় এই ম্যাগাজিনের ডিজিটাল সংস্করণ সম্ভব হয়েছে। শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ ফর ওমেন - এর কোনো লোগো এযাবংকাল ছিল না। লোগো তৈরির কাজে শ্রীমতি অপরূপা ব্যানার্জী, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান, জিওলজি বিভাগ, তার অবদান অনস্বীকার্য। এই লোগো ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আজ ৩১ শে ডিসেম্বর, ২০২১ সৃজনী দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হলো এবং আমি ঘোষণা করছি আজ থেকে এই লোগো দপ্তরের যাবতীয় কাজে ব্যবহৃত হবে।

এই বছর কলেজ ম্যাগাজিনে দুটো নতুন বিভাগ যোগ করা হয়েছে - রেসিপিস এবং হ্যান্ডিক্রাফট। ম্যাগাজিনের বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ ক্ষেত্রে ছাত্রীরা তাদের প্রতিভার নিদর্শন দিয়েছে। এই অসাধারণ প্রচেষ্টার জন্যে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার সকল মেধাবী ছাত্রীদের।

আমার একান্ত ইচ্ছে যে এই ভাবেই আমাদের এই কলেজ ম্যাগাজিন যেন প্রতি বছর প্রকাশিত হয় এবং এর মাধ্যমে ছাত্রীদের বিভিন্ন গুন ও দক্ষতা প্রকাশ পায়।

ড. বিজয় কৃষ্ণ রায়

অধ্যক্ষ

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রী কলেজ ফর ওমেন







ORGANIZATIONAL STRUCTURE

The members of the committee are:

Dr. Bijoy Krishna Roy - Principal

Yasmin Chaudhuri, Assistant Professor in English - Coordinator Debayan Chaudhuri, Assistant Professor in Bengali - Member/Editor

Sachinath Bera, Assistant Professor in Chemistry - Member/Editor

Aparupa Banerjee, Assistant Professor in Geology - Member/Editor

Sayantika Sen, Assistant Professor in English - Member/Editor

Sayanwita Panja, Assistant Professor in Chemistry - Member

Piyasi Biswas, Assistant Professor in Physics - Member

And

Manoj Kumar Barman, Assistant Professor in Sanskrit – Member













		পৃষ্ঠা
Education in Light of NEP 2020		1-7
Vishwa Guru India: In Light of NEP - 2020	মনোজ কুমার বর্মন, সহকারী অধ্যাপক	2
Revelations : উৎসারিত আলো		8-13
মাটি-পৃথিবী	প্রবীর ঘোষ রায়	9
মহানারী: নারীবাদ বাদে নারী	তীর্থেন্দু গাঙ্গুলী	10
Mirror of Life : আয়নামহল		14-34
কোভিড-১৯ এবং ভূগোল	জেবা নোশীন	15
শিকল ভাঙা পাখি	দীপ্তি মণ্ডল	17
মুসলিম সমাজে লিঙ্গ সমস্যা	নাজনিন নাহার, সাহিন নাওয়াজ, সাহানা ইয়াসমিন,	19
	সালমা খাতুন	
দেবী	মন্দিরা দাস	21
নীল নোটিফিকেশন	রিয়া দাস	23
আমার চোখে জিওলজি	সোনাশ্রী পাত্র	25
আমার চোখে আমার কলেজ	সায়ন্তনী গুচ্ছায়িত, প্রাক্তন ছাত্রী	27
Exceptional	Aytihya Das, Ex-Student	29
A Great Lesson	Tagari Bindai	32
নারীর খাদ্য ও স্বাস্থ্য	পায়েল দোলাই	33
Poetic Mosaic : কবিতার কথা		35-47
দূষণ	অঙ্কনা প্রধান	36
মহামারি তোমাকে বিদায়	অনন্যা মাইতি	36
স্মৃতির আলোয়	ইন্দ্রাণী মহাপাত্র, প্রাক্তন ছাত্রী	37
দূর্বার দাম	ঈর্শিতা মিশ্র	37
আমাদের বাবা-মা	কমলা ঘোষ	38
আমার প্রিয়	তনুশ্রী ঘোড়ই	38
অবসর	তমালিকা বর্মন	38
স্বাধীনচেতা নারী	প্রিয়াক্ষা বর্মন	39
মেয়ে বলে	পায়েল দোলাই	39
বাস্তব	পায়েল মান্না	39





বন্দিনী	মোনালিসা বাগ	40
মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে	রিয়া জানা	41
নারী	রিমা কুণ্ডু	42
ঝড়	রীতা জানা	42
মা-কে কিছু দাও	সমন্বিতা ভীম, প্ৰাক্তন ছাত্ৰী	42
শিক্ষার পাতা	সায়ন্তিকা করশর্মা	43
পরীক্ষা	সুপর্ণা সামন্ত	43
নতুন দিগন্তের দিশা	সুস্মিতা বেরা	44
হৃদয়	সোনালী রাউল	44
রঙ্গনাট্য	সোমা বাগ	44
Cuckoo	Unmul Khayer	45
Dreams	Hanifa Khatun	45
সবুজের মরীচিকা	ড. এণাক্ষী দাস, সহকারী অধ্যাপিকা	46
A Desolate Soul	Ina Dhar Roy Dasgupta, Assistant Professor	46
তরুণী গৃহবধূ	সায়ন্তিকা সেন, সহকারী অধ্যাপিকা	47
দূর থেকে কাছে	ইনা ধর রায় দাশগুপ্ত, সহকারী অধ্যাপিকা	47
Colours Galore : রেখায় রঙে		48-54
The Mighty Minds : শক্তিরূপা		55-63
Say No To Discrimination: Let Them Fly	Siuli Maity, Ex-Student	56
Managing Work And Home: Is The Indian	Sressthya Samanta, Ex-Student	59
Working Women Getting A Fair Deal		
Gender Inequality And Other Social Obstacles	Sneha Sahu, Ex-Student	61
In Women's Life		
Insightful Gems : অন্তরে অন্দরে		64-87
কালিদাসের বিজ্ঞানচেতনার তুলনামূলক আলোচনা	ড. দেবব্রত বেরা, সহকারী অধ্যাপক	65
মনুষ্যজীবন ও মৃত্যু	অতসী মহাপাত্র, সহকারী অধ্যাপিকা	68
'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' অধ্যায়নের ক্ষেত্রে একটি	শ্যামাশ্রী রায়, সহকারী অধ্যাপিকা	72
ক্যারিয়ারের নিশ্চিত নির্দেশিকা		
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি গোঁফ দিয়ে যায় চেনা?	সৌতি বসু, সহকারী অধ্যাপিকা	75
ব্যক্তি অভিন্নতাঃ একটি দার্শনিক সমস্যা		
সাহিত্যে বাস্তবতাবোধ ও দুটি বাংলা গল্প	দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সহযোগী অধ্যাপক	79
বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা	দেবায়ন চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক	83
		88-89







Fun with Science	Shreyasi Pattanayak	89
In Focus : ছবির জগৎ		90-94
Journey Journals : যাত্রাপথের আনন্দগান		95-97
অতীতের সরণি বেয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ ভ্রমণ	ড. রঞ্জনা গাঙ্গুলী, সহযোগী অধ্যাপিকা	95
The Science Capsule : বিজ্ঞানকোশ		98-117
Indian Scientific Women Who Shaped History মহাবিশ্বের উৎস সন্ধানে	Dr. Mitali Dewan, Assistant Professor নবেন্দু শেখর কর, সহকারী অধ্যাপক	99 103
প্লাস্টিক	ড. শচীনাথ বেরা, সহকারী অধ্যাপক	110
Save Electricity জানেন কী?	Anwesa Manna পায়েল দোলাই	113 115
Taste Buds : রসনামঙ্গল		118-125
Scrambled Fish Dhokla পাহাড়ি চিকেন	Yasmin Chaudhuri, Assistant Professor Sayanwita Panja, Assistant Professor ড. এণাক্ষী দাস, সহকারী অধ্যাপিকা	119 120 122
লাল বসাকের গোলাপি পানীয়	সায়ন্তিকা সেন, সহকারী অধ্যাপিকা	124
Hands on Craft : হন্তশিল্প		126-129



130-138



Website bank







Education in the Light of NEP 2020









Vishwa Guru India: In Light of NEP-2020



Manoj Kumar Barman Assistant Professor, Department of Sanskrit

'Bhārat ābār jagat sabhāy śreṣṭha āsan labe'- Atul Prasad Sen

(India will regain again best place among all!! [Trans. By Sudipto Chakraborty, Aug 2017, Ranchi, India])

Education is essential for the overall development and progress of society, above all for the all-round development of human life. Physical, mental, social, emotional, and spiritual developments are inevitable for the overall improvement of a person. Vivekananda says-"Education is the manifestation of perfection already in man". He felt education should be manmaking, life-giving, and characterbuilding. To him, education was assimilation of noble ideas.

The whole development of a person depends on a suitable unrestrained environment. Distressed society becomes a major impediment to the full development of the individual. Our main goal should be adopt some plan for the full development of the person. The Constitution of India calls education a fundamental right of the people and the

Right to Education Act-2009 describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between ages 6 to 14 years in India under Article 21A of the Indian Constitution. The current education policy emphasizes quality education. "The vision of the policy is to instil among the learners a deep-rooted pride in being Indian, not only in thought, but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, values, and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development, and living and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen". (NEP-20, P-5)

Ancient traditional India has always been in search of self-liberation, truth, and knowledge. Later institutions like Nalanda, Takshashila, Vikramshila were established for the multi-disciplinary study of knowledge, science, literature, philosophy, etc. The Hermitage education system has now been left out. In the hermitage education system, listening (śravaṇa), contemplation (manana), meditation







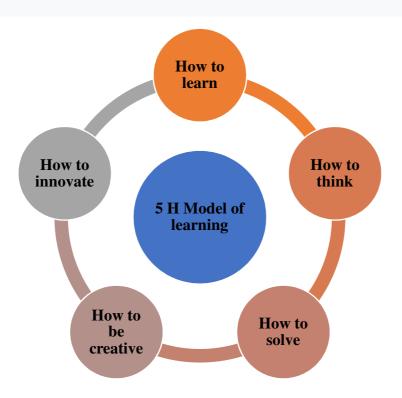
orks,

(nididhyāsana), Samādhi were the main thrust areas, but now the concept of education has changed. Recent education policy stresses that the education will be experimental, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centred, discussion-based, flexible, and enjoyable. Rabindranath said: "We have not been happy with education since childhood. I'm memorizing only what is

necessary. Doing so somehow only works, but does not develop" (Shikshar Herfer). Development has been emphasized in NEP-20.

How we learn is more important rather than what we learn. 5 H Model has been adopted in this education policy:

1. How to learn 2. How to think 3. How to solve 4. How to be creative and 5. How to innovate.



If we follow Bloom's taxonomy (1956), we will see five levels of cognitive domain-knowledge, comprehension, application,

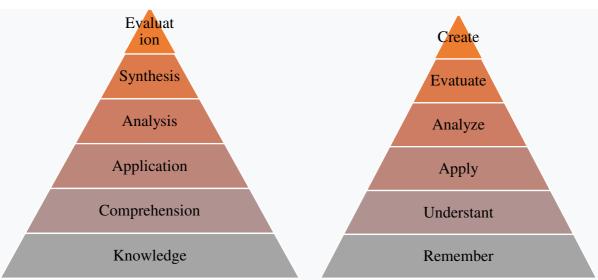
synthesis, and evaluation. However, according to the revised edition of Bloom's Taxonomy in 2001, some of the five stages of the cognitive domain have changed.











Bloom's Taxonomy (1956)

If we make a comprehensive assessment of NEP-20, we will be able to discern that see it follows Bloom's taxonomy closely. In the **'Shikshar** essay on Herfer', "From Childhood Rabindranath says: onwards, one should not only focus on memory but also give free rein to the independent management of thinking and imagination". Thinking and imagination can be put to the 5 H model of how to think and how to be creative.

Bloom's Taxonomy (2001)

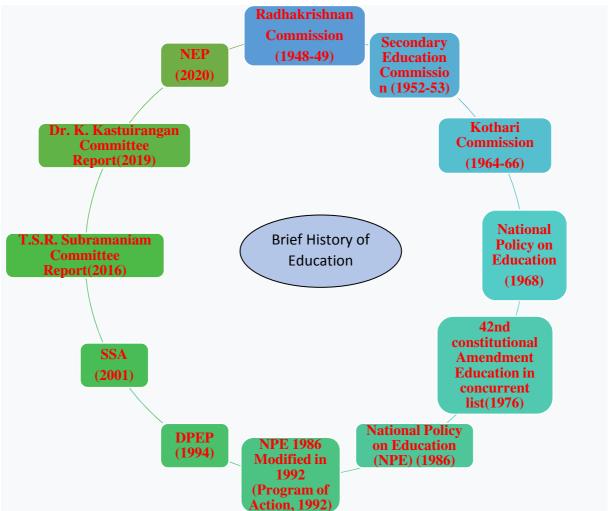
With the progress of time, various education proposals have been adopted in India since the pre-independence era. Such as Woods despatch, Hunter Commission, and post-independence Radhakrishnan Commission, Mudaliar Commission, Kothari Commission, etc. Education proposals are primarily designed to meet specific goals.

Pre-independence education commissions

1854	Wood's Despatch
1882	Hunter Commission
1902	Indian Universities Commission
1917	Sadler Commission
1937	• Nai Talim





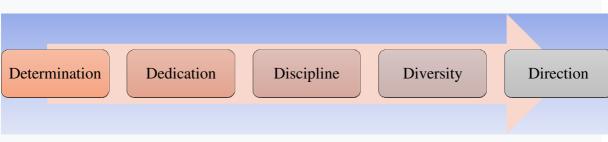


In the previous education policy where education for all was adopted, the current education policy has given importance to quality education, education strategy, employment technology, people. According to NEP-20, the curriculum must be basic arts, crafts, humanities, games, sports, fitness, languages, literature, culture, values, science, and math. Education must build character; learners must be ethical, rational, compassionate, and caring. According to this curriculum, learners will be omniscient. India strives to fulfil its goal as a role model of Nalanda, Takshashila, Vikramshila and wants to create scholars like Aryabhatta, Brahmihir, Charak, Sushruta, Panini, Patanjali, Gautam, et.al. India wants to bring back the ancient knowledge of 64 arts which is now called 'Liberal Arts'. "This notation of knowledge of many arts' or what in modern times is often called the 'liberal arts' must be brought back to Indian education." (NEP-11.1)

But to achieve this goal, some strategic planning is needed. We know that some concrete measures have to be taken to meet the goal, therefore, the idea of 5D is shared by some.

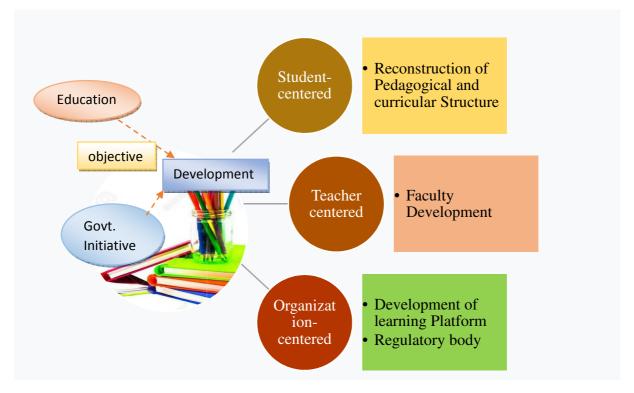






5D Concept

If we think of Education as Industry, then the student is its production, instruction is manufacturing plant, teacher is a manufacturer, marketing place society. No, I'm not going to Marxism - just citing an example. To meet the target level, the manufacturing plant needs to be good for good production. The learning platform needs to be improved.



And this is why it is said in NEP 20 – "The Centre and the States will work together to increase the public investment in education sector to reach 6% of GDP at the earliest." (NEP-20, 26.2). Suppose a rainbow is placed on one side, and a seven-colored pen is placed on the other side? Which

would be better to see? 80% of people will say rainbow. The Colour combination is better than seven different colours. If we use this concept in learning, what happens? I mean to say blended learning system (NEP-20, 24.4.i). If institutions provide various types of learning modes







(face-to-face learning, digital learning) it should be better. Now let's see major reformation in higher education:

1. Multi-disciplinary holistic education at UG level 2.NRF (National Research Foundation) 3. Motivated, Energized, and capable faculty 4. Higher Education Commission of India to be the single umbrella for higher education 5. Education sector to reach 6% of GDP at the earliest 6. Multi-disciplinary education and research University 7. Promotion of Indian languages 8. 100% youth and adult literacy by 2030 9. Restructuring of UG and PG Degree.

Now to conclude, NEP-20 wants to make India the world leader in the international education sector through the practice of Indian art, literature, culture, and science, emphasizing the importance of creative and talented people. And this is probably possible if NEP 20 can be implemented.

"India will be promoted as a global study destination providing premium education at affordable costs thereby helping to restore its role as a Vishwa Guru." (12.8 NEP-2020).

Resource:

- 1.https://en.wikipedia.org/wiki/Atul_Prasa d_Sen
- 2.https://en.wikipedia.org/wiki/Rabindrana th_Tagore
- 3.https://en.wikipedia.org/wiki/Bloom%27 s taxonomy
- 4.https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_ Education_Commission
- 5.https://en.wikipedia.org/wiki/Hunter_Commission
- 6.https://en.wikipedia.org/wiki/Wood%27s_despatch#:~:text=When%20in%201854%20he%20sent,is%20known%20as%20Wood's%20despatch.
- 7. https://www.education.gov.in/
- 8. NEP-2020, MHRD, Govt. of India















Revelations উৎসারিত আলো









মাটি-পৃথিবী প্রবীর ঘোষ রায়

জেনেছ কি তুমি, জানো কি আমার ভাষা?
পড়তে কি পারো আগুনের অক্ষর?
রক্তে যদিও ঘুণপোকা বাঁধে বাসা,
রৌদ্রে ওড়াই হৃদয়ের কবুতর।

তুমিও কি সেই উড়ানের সাথী হবে? ভেসে যাবে দিন-রাত্রি পেরিয়ে ডানা, স্বর্গ কেমন দেখেছে কি কেউ কবে সপ্ত-সিন্ধু দশ দিকে দিয়ে হানা!

আঁধারের গায়ে হাজার মাণিক জ্বেলে আকাশ দেখছে মাটি-পৃথিবীর মুখ কবির গোপন লিখন পড়তে পেলে মানুষের সুখে ভরে যেতো তার বুক।













মহানারী: নারীবাদ বাদে নারী Tirthendu Ganguly

একদা এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন চলা কালীন মঞ্চে উঠে দাড়ালেন এক তরুণ গবেষক। এবার তার বক্তব্য রাখার সময়। শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে প্রথমেই তিনি তিনটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন: "শুল্র বর্ণের বিপরীত শব্দ কী?" সমবেত উত্তর আসলো, "কৃষ্ণ বর্ণ"। পরবর্তী প্রশ্ন, "দিবসের বিপরীত শব্দ কী?" পুনরায় সমবেত উত্তর আসলো, "রাত্রি"। অবশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন, "পুরুষের বিপরীত শব্দ কী?" শ্রোতামগুলীর পুনঃ দ্বিধাহীন উত্তর আসলো, "নারী"।

তরুণ গবেষক কিঞ্চিৎ মৃদু হাস্য করে বললেন, "আপনাদের সকলের চিন্তার পরিবর্তন ঘটানোই আমার আজকের বক্তব্যের মুখ্য বিষয়"। সেইদিন উক্ত তরুণ গবেষক যা বলেছিলেন সেটিই আজ তিনি কলমে প্রকাশ করছেন। তিনি আশা রাখেন যে সেদিন তিনি বাগ্মিতা দ্বারা যেরূপ শ্রোতামণ্ডলীর চিন্তাশৈলীতে হানতে পেরেছিলেন বর্ণাক্ষরও পাঠক-আজ তার পাঠিকাবৃন্দের মনে সেইরূপ কার্য করতে সক্ষম হবে।

সর্বাগ্রে আমাদের কিছু ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, জীববিদ্যার অত্যন্ত সামান্য কিন্তু অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি তত্ত্ব অনুসারে বিচার করলেই আমরা জানতে পারি যে নারী এবং পুরুষ কোনো ভিন্ন জৈবিক প্রজাতি নয়, বরং এরা একই প্রজাতির দুই ভিন্ন লিঙ্গের জীব। তাই পুরুষের বিপরীত নারী -- এরূপ ভ্রান্ত এবং অবৈজ্ঞানিক ধারণা সর্বাগ্রে পরিত্যাগ অনিবার্য। দ্বিতীয়ত, নারীকেন্দ্রীয় যে কোনো আলোচনা বা সমালোচনা অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়, তথাপি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হলে সকলকে পূর্ণরূপে এবং সত্যরূপে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতে হবে (যেটি বাস্তবে অত্যন্ত কঠিন)। তৃতীয়ত, ভিন্ন মতকে সম্মান এবং গুরুত্ব দেওয়ার ধৈর্য্য এবং সাহস থাকতে হবে। এই তিন বিষয়ে সহমত হলে তবেই আপনি লেখাটি পড়ুন। অন্যথায় এই লেখাটি আপনার উদ্দেশ্যে নয় বলে বিবেচ্য।

আমি সভ্যতার ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে যা নির্যাস পেয়েছি তাতে আমি এটুকু বুঝেছি যে বর্তমানে নারীর উন্নতির পশ্চাতে যে কারণগুলো বিদ্যমান সেই সূচিতে সর্বাগ্রে নারীবাদ, সাম্যবাদ, বা সমাজবাদ এইরূপ কোনো সামাজিক তত্ত্বই স্থান পেতে পারে না। আমার মতে, নারীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির পেছনে যার গুরুত্ব অপরিসীম তা হলো বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। একটি ছোটো উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিই:

ধরে নিন আজ থেকে পাঁচশো বছর পূর্বে যদি কাউকে বর্তমান ভারত ভূমির বঙ্গপ্রদেশ থেকে পশ্চিমের মরু প্রদেশের উদ্দেশ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হতো, তাহলে যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে একমাত্র



াজন

উপায় অশ্ব বা অশ্ববাহিত গাড়ি। তাই একজন পুরুষের পক্ষে অশ্বারোহণ করে দিনের পর দিন জঙ্গল এবং বিপদসঙ্কুল পথ দিয়ে যাতায়াত সম্ভব হলেও নারীর ক্ষেত্রে তা প্রায় অসম্ভবই ছিলো। ফলতঃ নারীর পরিসর ছিলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু বর্তমানে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ট্রেন বা বিমানের সাহায্যে যে কেউ শুধু দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত নয়, বরং পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত যেতে সক্ষম। ঠিক একই ভাবে সর্বত্রই বিজ্ঞানের অগ্রগতি সকল বিভেদ দূর করে এক লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম। সমাজ বিজ্ঞানের কোনো মতাদর্শই এটি করতে সক্ষম হতো না যদি না বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটতো।

লিঙ্গসাম্যতার নিরিখে আজ সমাজের মানচিত্র পরিবর্তন হয়েছে। প্রতিটি পরিবর্তনের সাথে সাথে যেমন পুরাতন সমস্যার সমাধান হয় ঠিক তেমনই নতুন সমস্যার উদ্ভবও ঘটে। নারীর জীবনেও তা ব্যতিক্রম নয়। একাধিক ধর্ষণ, বধূ-নির্যাতন, অ্যাসিড আক্রমণ ইত্যাদি শব্দে আজও রোজকার খবরের কাগজ কলঙ্কিত। অনস্বীকার্য যে অনেক কিছুই শুধরেছে, কিন্তু অনেক কিছুই বাকিও রয়ে গেছে। সেই প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়েই আমি এবার আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এমন একটি সমস্যার প্রতি যেটি হয়তো আপনারা কেউই শোনেননি বা যার ব্যাপ্তি সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন।

বিষয়টি হলো পুরুষ অধিকার। শব্দবন্ধটি নবাগত এবং অনেকেই পূর্বে উক্ত শ্রোতাদের ন্যায় এটিকে নারী অধিকারের বিপরীত চিন্তাধারা রূপে ভুল বোঝেন। তবে পুরুষ অধিকার কী এবং এটি সম্পর্কে কেনো সকলের অবগত হওয়া প্রয়োজন সেটি বলার পূর্বে ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টিদান কাম্য।

একটা সময় ছিলো যখন প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য উভয় সভ্যতায় নারীর মর্যাদা সর্বপ্রকারে অবদমন করে রাখা হয়েছিলো। যদিও প্রাচ্যের সভ্যতায় পাশ্চাত্য সভ্যতাগুলোর ন্যায় নারীকে পুরুষের অধিকৃত বস্তুরূপে গণনা করা হয়নি, বরং সনাতন শাস্ত্রীয় পরিকাঠামোতে নারীকে পুরুষের সমধিক স্বাধীনতাই প্রদান করা হয়েছিলো, তথাপি কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ শাস্ত্রের সঠিক বিচার থেকে নারীকে বিরহিত করে বঞ্চনার সম্মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। ফলে সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে সৃষ্টি হয়েছিলো সতী সহমরণ প্রথার ন্যায় একাধিক কুসংস্কার। কিন্তু বেশিদিন নয়। নারীর প্রতি উক্ত সকল অন্যায়ের প্রতিবাদে যারা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন পুরুষ। বাংলায় বিবেকানন্দ, রামমোহন, এবং ঈশ্বরচন্দ্র; উত্তর ভারতে মদনমোহন মালব্য, জ্যোতি রাও ফুলে, এবং আম্বেদকর; ইউরোপে উইলিয়াম গডউইন, জন স্টুয়ার্ট মিল, এবং বার্নার্ড শ; আমেরিকার টমাস পেইন, ফ্রেডরিক ডগলাস, এবং আব্রাহাম লিংকন-- এরা সকলেই তৎকালীন সময়ে নারীর মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং আজ তারা সকলেই মহাপুরুষ রূপে পূজিত।

এইরূপ অসংখ্য মহাপুরুষ পৃথিবী পেয়েছে, তাই আজ আমাদের সমাজে প্রয়োজন মহানারীর। অভিধানে "মহানারী" রূপ কোনো শব্দ নেই ঠিকই, তবে আশা করি কোনো একদিন এই শব্দও তার অঙ্গীভূত হবে। আমি নিশ্চিত যে আপনাদের মধ্যে থেকেই কিছু এমন নারী উঠে আসবেন যারা বর্তমান সমাজে একাধিক ক্ষেত্রে ঘটে থাকা পুরুষ-



বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন, এমন একদল নারীর উত্থান ঘটবে যারা সমাজের হাতে হওয়া পুরুষের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের উদ্ধারে দুর্গা রূপে অবতীর্ণ হবেন। আমি তাদেরকেই মহানারী বলবো।

নারীর বিরুদ্ধে অত্যাচার বন্ধ হওয়ার জন্য সমগ্র বিশ্ব জুড়ে একাধিক আইন তৈরি হয়েছে, প্রদান করা হয়েছে একাধিক সুযোগ-সুবিধাও। নিঃসন্দেহে সেগুলো অত্যন্ত ইতিবাচক কার্যসমূহ। কিন্তু সমস্যার সৃষ্ট হয়েছে তখন যখন একদল স্বার্থাম্বেষী নারী নিজ হিতার্থে সেই সকল আইন এবং সুযোগ-সুবিধার অপপ্রয়োগ করতে শুরু করলেন।

বধূ-নির্যাতন বন্ধ করার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির যে '৪৯৮ - এ' ধারার নির্মাণ করা হলো সেই ধারাই কিছু দুষ্ট রমণীদের দ্বারা এহেন অপপ্রয়োগ হতে লাগলো যে অবশেষে দেশের শীর্ষ আদালতই এই ধারায় সংশোধন করে অধিকাংশ নিয়ম বন্ধ করতে বাধ্য হলো। এই ধারায় আজ পর্যন্ত যতোজন গ্রেফতার হয়েছেন তাদের কেবলমাত্র ১৫% দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং বাকিদের অধিকাংশই বেকসুর খালাস প্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু যারা নির্দোষ হয়েও দিনের পর দিন কারাবাস করলেন তাদের আত্মসম্মানের যে অবমাননা ঘটলো তার কোনো বিচার হলো না, কারণ আজও উক্ত ধারায় মিথ্যা মামলাকারীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তির বিধান নেই। এক শ্রেণীর মহিলাদের দ্বারা কৃত এহেন আইনের অপপ্রয়োগকে দেশের শীর্ষ আদালত "আইনী আতঙ্কবাদ" তকমা দিয়েছেন। বিখ্যাত সাংবাদিক এবং তথ্যচিত্র নির্মাতা দীপিকা নারায়ণ ভরদ্বাজের 'মার্টার্স অফ্ ম্যারেজ' এবং 'ইন্ডিয়াস্ সনস্' এই দু'টি তথ্যচ্চিত্র খুব সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ বিষয়টির উপস্থাপনা করেছে।

শুধু ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বের একাধিক দেশেই এইরূপ আইনের দ্বারা অনেক পুরুষ শোষিত হয়েছেন এবং হচ্ছেন। মার্কিন অভিনেত্রী এবং চলচ্চিত্র-নির্মাতা ক্যাসি জায়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত 'দ্যা রেড পিল' এই সময়ের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র। টেড-টক্স্ মঞ্চে আইনজীবী ম্যারিলিন ইয়র্কের সমাজে পিতার গুরুত্ব সম্পর্কে বহুচর্চিত বক্তব্য হোক বা ব্রিটিশ ঔপন্যাসিকা এরিন পিজ্জির সহিত্যভান্ডার-- নতুন ধারার এই সকল নারীরাই বর্তমানে লিঙ্গসাম্যতার উদ্দেশ্যে সর্বশ্রেষ্ট লড়াই করছেন।

লিঙ্গবৈষম্যের ন্যায় লিঙ্গসাম্যতাও কোনো একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সমাজে ঠিক যদ্রূপে একজন মহিলা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন, ঠিক তদ্ধপে একজন পুরুষও একাধিক সমস্যা ভোগ করেন। দু'জনের সমস্যার এবং যন্ত্রণার ধরনের মধ্যে সামাজিক বৈচিত্রতা থাকলেও মানসিক তুলাযন্ত্রে তার মান সমধিক। ভারত সরকারের একটি পরিসংখ্যান অনুসারে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার যারা তাদের ৫৩% পুরুষ, বিশ্বের মোট আত্মহত্যার ৩/৪ ভাগ পুরুষ, এবং যুদ্ধে বা কর্মক্ষেত্রে নিহত মানুষদের ৯৫% পুরুষ। মানুষ এবং মতাদর্শ মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু সংখ্যা কখনও মিথ্যা বলে না। তাই এটি অনস্বীকার্য যে সমাজে একজন নারীর মতোই একজন পুরুষও সমধিক সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে নারীর জীবনমানের উন্নতিসাধন নিয়ে বর্তমানে একাধিক আলোচনা হলেও পুরুষের ক্ষেত্রে সেই আলোচনার পরিসর প্রায় নগণ্য।



এবং

বিবাহের পূর্বে পণপ্রথা যেরূপ ঘৃণ্য, ঠিক ততটাই ঘৃণ্য বিবাহ-বিচ্ছেদের পর খোরপোষের দাবি। বাসে কোনো বৃদ্ধা বা গর্ভবতী মহিলা দেখলে একজন পুরুষের ক্ষেত্রে নিজের আসন ছেড়ে তাকে বসতে দেওয়া যতোটা মানবিক, ঠিক ততটাই মানবিক কোনো ক্লান্ত পুরুষ বা বৃদ্ধকে দেখে একজন নারীর নিজের আসন ত্যাগ করা। শুধুমাত্র নারীর রূপ এবং শারীরিক গঠন না দেখে তার মন বিচার করে তাকে ভালোবাসা যেমন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের লক্ষণ, ঠিক তেমনই কেবলমাত্র একজন সুপ্রতিষ্ঠিত, ধনী বা সরকারি চাকরিপ্রাপ্ত ছেলেকেই বিয়ে করার বাসনা না রেখে নিজে রোজগার করেও একজন বেকার ছেলের হাত শক্ত করে ধরে রাখা এবং তাকেও উন্নতির দিকে উৎসাহ দেওয়া একজন শ্রেষ্ট নারীর লক্ষণ।

লক্ষী ব্যতীত নারায়ণ, শক্তি ব্যতীত শিব, এবং ব্রাহ্মী ব্যতীত ব্রহ্মা শোভা পান না। ঠিক একই ভাবে নারায়ণ ব্যতীত লক্ষ্মী, শিব ব্যতীত শক্তি, এবং ব্রহ্মা ব্যতীত ব্রাহ্মী অবস্থান করেন না।

আমি পুরুষ, কিন্তু পুরুষবাদী বা নারীবিদ্বেষী কোনোটাই নই। আপনি নারী, কিন্তু নারীবাদী বা পুরুষবিদ্বেষী হবেন না। আসুন এমন এক সমাজ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই যেখানে পুরুষবাদ ব্যতীত পুরুষ এবং নারীবাদ ব্যতীত নারী একে ওপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ থাকবে। এরূপ সমাজ তখনই সম্ভব হবে যখন মহাপুরুষদের পাশাপাশি ধরিত্রী মহানারীদের দ্বারাও ভূষিত হবে।









Mirror of Life

আয়নামহল











কোভিড -১৯ এবং ভূগোল জেবা নোশীন ভূগোল বিভাগ (সাম্মানিক, পঞ্চম সেমেস্টার)

বর্তমানে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানও তার উন্নতির শিখরে পৌঁছেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান ভূগোলের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল চিকিৎসা ভূগোল। এই বিষয়টির লক্ষ্য বিভিন্ন ভৌগোলিক কারণের উপর ভিত্তি করে মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে বোঝা এবং ও ওই ভৌগোলিক প্রভাব গুলিকে চিহ্নিত করে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যের উন্নতি করা।

২০১৯ সালের শেষের দিকে চীনের উহান প্রদেশে প্রথম চিহ্নিত করা হয়েছিল Covid-19 নামক একটি জীবনঘাতী ভাইরাস। তবে সেই সময় বিজ্ঞানীদের কোনো ধারণা ছিল না যে ভাইরাসটি বিশ্বজুড়ে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই Covid-19 নামক ভাইরাসটির প্রকোপে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটে। মানুষ গৃহবন্দি হয়। সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটে। শুধুমাত্র কাজকর্মে ব্যাঘাত ২১৫টি বিশ্বজুড়ে অন্তত দেশের প্রায় ২৬৩৫৬৩৬২২ জন মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং প্রায় ৫২৩২৫৬২ জন মানুষের মৃত্যু ঘটেছে (৩ ডিসেম্বর ২০২১, WHO)।



Covid-19-এর বিস্তার (17 April 2020, Nations Online Project:

https://images.app.goo.gl/UDTgX1zzSYH7kT1q7)

ভাইরাসটি আমাদের বুঝিয়েছে সভ্যতার উন্নতি ঘটলেও মানুষ আদপে প্রকৃতি নির্ভর প্রাণী। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যেমন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অনিবার্য, ঠিক একই ভাবে পরিবেশের বিরূপক্রিয়া বিভিন্ন উপাদানের বারবার মানবসমাজ-কে বিধ্বস্ত করেছে। আবার এই সব বিরূপক্রিয়ার ফল পরোক্ষভাবে পরিবেশকেই তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। ভূগোলবিদ এবং অন্যান্য পণ্ডিতরা ইতিমধ্যেই Covid-19 ভাইরাসের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং অভিজ্ঞতামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষক অভ্রিল



ম্যাডার্ন Covid-19 দ্বারা মৃত্যু এবং অসুস্থতার বিশ্বব্যাপী ভৌগোলিক বন্টন পরীক্ষা করার পাশাপাশি বেকারত্ব এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো ক্ষতির অন্যান্য রূপগুলি বিবেচনা করে এই সংকটে কী কী ঝুঁকি রয়েছে তা যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করার কথা বলেছেন।

সূএ:- (রোজ রেডউড, 2020)

'International Journal of Hygiene and Environmental Health'-এর মতে উচ্চ সৌর বিকিরণ Covid-19-এর বিস্তার কমাতে পারে। গতি-প্রবাহ এছাড়াও সম্ভাব্য যে বাতাসের পরোক্ষভাবে Covid-19 এর প্রসারে ফেলে। শীতপ্রধান দেশের মানুষদের শীতকালে ঘরের ভিতর বেশি জড়ো হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যা রোগের বিস্তারকে সহজতর করতে পারে। এছাড়া পর্যাপ্ত সূর্যালোকের অভাবে মানুষের ভিটামিন-D এর মাত্রা কমে যায়, যা প্রতিরোধের ক্ষমতাকে দুর্বল করে দিতে পারে, ফলে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটতে পারে। অতএব জলবায়ু এবং Covid -19 -এর বিস্তারের মধ্যে এই সম্পর্ক শীতপ্রধান দেশের মানুষদের কাছে ভয়ের কারণও হতে পারে।

তথ্যসূত্র:

- ১. WHO: World Health Organization, ৩ ডিসেম্বর ২০২১: https:/covid-19.who.int ২. অভ্রিল ম্যাডার্ন: কোভিড- ১৯ মহামারীর ভূগোল, রুবেন রোজ-রেডউড, ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা, (২৪ জুন ২০২০): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7335941/
- •. International Journal of Hygiene and Environmental Health:

 http://www.sciencedirect.com/journal/
 international-journal-of-hygiene-andenvironmental-h











শিকল ভাঙা পাখি দীপ্তি মণ্ডল ভূগোল বিভাগ (সাম্মানিক, প্রথম সেমেস্টার)

'বিয়ের বয়স কম হল নাকি?' ঠাম্মি শ্যামলী দেবীর কথাগুলো কানে না ঢুকিয়ে পড়ার ঘরে চলে যায় তুলি।

টিনের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরের এক কোণে ওর পড়ার ঘর। একটা টেবিল আর চেয়ার পাতা, সঙ্গে কতগুলো এলোমেলো বইয়ের স্তৃপ। এবার ফাইনাল ইয়ার।

রান্নাঘরের উঠোনে বসা স্বামী হরিবাবুর সামনে জলের মগটা ঠক্ করে সশব্দে রাখেন তুলির মা কমলা দেবী। এবং রেগে গিয়েই বলতে থাকেন—"এখন বিয়ের কথা যেন তোলা না হয়। দশবাড়ি কাজ করে মুখের রক্ত তোলা পরিশ্রমে আমিই ওকে পড়াই। তোমাদের এত ভাবনার কী আছে? ছেলেও পড়বে আর মেয়েও পড়বে।"

"বিয়ের খরচা কি তোমার বাপ দেবে? আর বয়সে যদি পাত্র পছন্দ না হয়? তোমার বাবা খুঁজবে?"—এই কথা বলে হরিবাবু এগিয়ে আসেন তুলির মায়ের দিকে। তুলির ঠাম্মি আবার সঙ্গে সঙ্গে বলতে থাকে, এই কয়েকদিন আগেই একটা ছেলে দেখে গিয়েছিল। বেশ ভালো পাত্র। নিজস্ব বাড়ি আছে। ভালো কাজ করে। তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য এই তোড়জোড়।

কিন্তু তুলি পড়তে চায় অনেকদূর, ও নিজে স্বাবলম্বী হতে চায়। ওর পুলিশে কাজ করার ইচ্ছে। কমলা দেবী সবসময় বলেন নিজে স্বাবলম্বী না হয়ে বুঝতে পেরেছেন, একজন মেয়ে স্বাবলম্বী
না হতে পারলে সে কত অসহায়। একজন মহিলা
সবকিছুতেই কেন স্বামীর কাছে হাত পাতবে?
সারাদিন সংসারে সবার মন জুগিয়ে অক্লান্ত
পরিশ্রমের পরেও কী থাকে নিজের? একটু ঝগড়া
হলেই মেয়েদের খোঁটা শুনতে হয় বাবা-মা কী
শিখিয়েছে? যাও বাপের বাড়ি যাও। মেয়েদের যেন
বাড়িও নেই। কাজেই যতই বড় বাধা বিপত্তি
আসুক ওকে ওর মা পড়াবেন। এই যুগে আবার
আঠারোয় বিয়ের কথা বললে হয়!

কিন্তু তুলি বুঝতে পারে না আর কতদিন, কতদিন ওর মা ওকে বাঁচাবে বাবা আর ঠাম্মির হাত থেকে। ওর মা দশবাড়িতে কাজ করেন। অন্তত সেই খাটনি থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য তো ওকে চাকরি করতে হবে।

মা পড়াশুনো না করলেও ভীষণ শিক্ষিত
মনের দিক থেকে। মা চায় না তার নিজের
জীবনের মতো মেয়ের জীবন হোক। মা বলেন"তুই পুলিশ হবি মা। কত মেয়ে দেশে কষ্ট পায়
দেখ তো! বিয়ের সময় পাত্রের দাবি পূরণ করতে
না পারলে কত মেয়েকে মরতে হয়, একটু
অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে মুখে বালিশ চাপা
দিয়ে কত খুনিই খুন করে। আবার কতো মেয়ে
পড়ার সুযোগই পায় না রে মা, ওই বিয়ে বিয়ে
গানের আওয়াজে। তুই পুলিশ হবি। সব খারাপ





লোকেদের শাস্তি দিয়ে অসহায়দের বাঁচাবি। অসহায়দের পাশে থাকবি এবং তাদের সাহায্য করবি।"

মায়ের এই কথাগুলি নতুন করে তুলিকে জন্ম দেয়। সত্যিই যেন মনে হয় মায়ের এত লড়াই, স্বপ্নপুরণ করতেই হবে ওকে, যেকোনো মূল্যো।

কিন্তু সমাজ আর বাড়ির লোক, ওদের গ্রামে চোদ্দ থেকেই বিয়ের শুরু মেয়েদের। সেখানে ওর এখন একুশ। সেসব শুনলেই ওর মনটা বিষাদে ভরে যায়। না নিজের বাড়ির মেয়েদের পড়াবে, আর না তো অন্যের বাড়ির মেয়েকে পড়তে দেবে।

এভাবেই কেটে যায় কয়েকটা দিন। হঠাৎ একদিন ওর বাবার অসুখ করল, ভীষণ পেটে ব্যথা আরম্ভ হল। ডাক্তার দেখিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গেল টিউমার রয়েছে পেটে, বাবা আর কাজ করতে পারেন না, মায়ের ইনকামে সংসার চলে। তুলির নিজের আর ভাইয়ের পড়াশোনার খরচ জোগানোর জন্য টিউশন বাড়াতে হয়। বাবার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকার দরকার, একটা কাজ না হওয়া অব্দি কিছুতেই হবে না। এতকিছুর মাঝেও পড়াশুনো ছাড়েনি তুলি।

এভাবেই আরো কয়েক বছর কেটে যায়।

এবার হরিবাবুকে বড়ো নার্সিংহোমে ভর্তি
করানো হয়। এভাবেই ভালো চিকিৎসায় একদিন
সুস্থ হয়ে ওঠেন।

আজ ওনার মেয়ে ফিরছে দিল্লি থেকে, হুম তুলি ফিরছে। পাশে বসে থাকা বউ, মা ও ছেলের দিকে তাকিয়ে বারবার প্রশ্ন করছেন হরিবাবু— 'কখন আসবে ও?'

একসময় নার্সিংহোমের দরজায় নিজের মেয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ জলে ভরে যায় হরিবাবুর। দরজায় দাঁড়ানো তুলি পুলিশের পোশাকে হাসিমুখে তাকিয়ে, আজ যার টাকায় চিকিৎসা হয়েছে ওঁর।











মুসলিম সমাজে লিঙ্গ সমস্যা নাজনিন নাহার, সাহিন নাওয়াজ, সাহানা ইয়াসমিন ও সালমা খাতুন ভূগোল বিভাগ (পঞ্চম সেমেস্টার)

সমস্ত প্রশংসা প্রমকরুণাময় সেই সতার (আল্লাহ) জন্য যিনি আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা, বোধ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করেছেন। আমরা তাঁকে উপাস্যরূপে পেয়ে ,তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)কে রসূল রূপে পেয়ে এবং ইসলামের মতো শ্রেষ্ঠ ধর্ম পেয়ে ভাগ্যবান হয়েছি। ইসলাম সম্পর্কে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের এমনকি অনেক মুসলমানেরও মৌলিক জ্ঞান অতি সামান্য। যার ফলে ইসলামের বিধি-বিধান আজ অনেক মুসলমানের কাছে অবহেলিত। আর এই কারণেই বৰ্তমানে মুসলমান সমাজে লিঙ্গ সমস্যা এক বড়ো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সমাজের একটা বড়ো অংশের মেয়েরা বঞ্চনার শিকার, যা খুবই দুঃখজনক।

ইসলাম পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সর্বক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী করেছে, অত্যন্ত সম্মানজনক মর্যাদা দিয়েছে। নবী (সাঃ) স্বয়ং নারীদের শিক্ষাগ্রহণের গুরুত্বের প্রতি বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তিনি বলেছেন "প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞানলাভ করা ফরজ বাধ্যতামূলক" (ইবনে মাজা)। যেকোনো অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে যে অর্থ-সম্পদ মহিলারা অর্জন করবে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে যে ধনসম্পদের অধিকারী হবে তাতে ইসলাম নারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। তবে শর্ত হলো নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও কাজ বৈধ হতে

হবে এবং ইসলামী শরীয়তের সীমার মধ্যে হতে হবে। ইসলামে বিবাহ একটি পবিত্র সামাজিক বন্ধন। এক্ষেত্রে পাত্রের পাত্রী নির্বাচন ও পাত্রীর পাত্র নির্বাচনে ইসলাম পুরুষ ও নারীর অধিকার প্রদান করেছে। কেউ তাদের পছন্দের উপর জ্যোর করে মতামত চাপিয়ে দিতে পারে না। নারীর স্বেচ্ছামত ছাড়া কোনো বিবাহ ইসলামে বৈধ নয়। এছাড়াও কুরআনে বলা হয়েছে "বিবাহে পণপ্রথা হারাম"। বিবাহের সময় পাত্রপক্ষ মেয়েকে দেনমোহর দিয়ে তবেই বিয়ে করতে পারবে। ইসলাম ধর্মে বহুবিবাহ প্রথা রয়েছে তবে কুরআনে বলা হয়েছে "প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারবে না। প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিবাহ না করা ভালো"।

কিন্তু বর্তমান মুসলমান সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীকে শিক্ষার দিক থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। তাদের ধারণা মেয়ে মানে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি থাকবে ও সন্তান লালন পালন করবে এবং পুরুষেরা নারীর উপর অত্যাচার ও শাসন করতে পারবে। আর নারীদের কোনো অধিকার নেই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার। বর্তমানে মেয়েকে বোঝা মনে করা হয়। যার কারণে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের পছন্দ এথক গাহ্য না করে তাকে জোর করা হয় বিবাহের সম্মতি দিতে। এছাড়াও বিবাহের সময় পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের পণ







কম

নিয়ে থাকে। যা অনেকেই দিতে পারে না। এজন্য আজও কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে অনেকে হত্যা করে দেয়। মেয়েকে তার পিতার ও স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত রেখে কেবলমাত্র পুত্রকেই সম্পত্তির মালিক করে। একজন পুরুষ প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া একাধিক বিবাহ করে থাকে এবং মহিলাকে ইচ্ছানুযায়ী তালাক দিয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানের অপব্যবহার করে।

শিক্ষা ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া মুসলিম মেয়েদের উন্নতির জন্য যারা সংগ্রাম করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রোকিয়া সাখাওয়াত হোসেন ও মালালা ইউসুফজাই। এছাড়াও অনেকে রয়েছেন। রোকিয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলিম নারী উন্নতির জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' ও 'মুসলিম মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও পাকিস্তানের মালালা ইউসুফজাই নারী শিক্ষা ও নারী অধিকারের ওপর আন্দোলন করেছিলেন যখন সেখানকার স্থানীয় 'তালিবান' মেয়েদের বিদ্যালয় শিক্ষা লাভের উপর

নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। যিনি সবচেয়ে কম বয়সে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

জাতির কল্যাণে নারী শিক্ষার প্রয়োজন।
পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী।
আর এই অর্ধেক জনগণকে ভালোভাবে শিক্ষিত
করে তুলতে না পারলে জাতির উন্নয়ন, অগ্রগতি ও
কল্যাণ হতে পারে না। আজ ইসলাম সম্পর্কে
সঠিক জ্ঞান না থাকায় মুসলমান সমাজে লিঙ্গ
ভেদাভেদ ব্যাপক যার ফলে নারীকে তার শিক্ষাদীক্ষা, অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। আর
এ কারণেই মুসলমান সমাজ অনেক পিছিয়ে।
কারণ মা হলেন সন্তানের প্রথম বিদ্যালয়। সেই
মায়ের উন্নতি যতদিন না হবে কোনো সমাজ
ততদিন উন্নতি লাভ করতে পারবে না। সুতরাং
ইসলাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান নারী-পুরুষের
অধিকার রক্ষায় সহায়ক হবে।

তবে আমরা মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়েও বলব যে-- নিজের ইচ্ছানুযায়ী পড়াশোনা করতে পারছি। বাড়িতে ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করা হয় না।













দেবী মন্দিরা দাস ইংরেজি বিভাগ, প্রথম সেমিস্টার

আজও দিনটা বেশ ঝলমলে। শীতের রোদ গায়ে লাগতেই সীমা বেশ আরাম বোধ করল। বাড়ি থেকে বেরোতেই মার ডাক কানে এল – 'পৌঁছে একটা ফোন করিস'। সীমা একটা 'হ্যাঁ' বলেই সামনের রাস্তা ধরে গটগট করে এগিয়ে যেতে লাগল একটা ফ্রেশ মুড নিয়ে। কিছুটা গিয়েই দেখতে পেল পাড়ার মোড়ের চায়ের দোকানটার উনুন থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে আর পাশের বেঞ্চটায় বসে আছে কয়েকদল ছেলেছোকরা, পাড়ারই ছেলে। সীমা বুঝতে পারল প্রতিদিন যা ঘটে, আজও তার অন্যথা নিশ্চয় হবে না। চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যেতেই দোকানের কাকু আর আশেপাশের ছেলেরা বলে উঠল—'ওই দেখো চললেন আমাদের ম্যাডাম । ভদ্দর বামুন পাড়ার শুধু নয় , নিজের বাপের মান সম্মানও বেসজ্জন দে দিল এক্কেরে। এথন আবার কোথায় চললেন কে জানে , মেয়েমানুষের এত বাড় বাপু ভালো নয়।' সীমা কান দেয় না। সে জানে, এতগুলো বছর এই একই ধরনের প্রতিকৃল কথা সে এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে বলেই হয়তো আজ সে জীবনে এতটা সফল। নাম - সীমন্তিনী চক্রবর্তী, বয়স - ৩০, অবিবাহিত, পেশা... এখানেই তো সমস্যা। সীমার বাবা ছিলেন হাইস্কুলের টিচার। পরিবার বলতে সে আর তার মা-বাবা। সীমার বয়স তখন পাঁচ। আধো আধো কথা বলতে শিখেছে সবে।

ভাইফোঁটার দিন। বাবার বাইকের পেছনে চেপে সে যাচ্ছিল পিসির বাড়ি। ভাইফোঁটা মানে কি সে জানে না। মা চুলটা সুন্দর করে আঁচড়ে দিতে দিতে শুধু বলছিল—'পিসিমনির বাড়ি গিয়ে একদম দুষ্টুমি করবে না, আজ পিসিমনি বাবাকে ফোঁটা দেবে, যেমন করে আমি মামাকে ফোঁটা দিলাম ঠিক তেমন করে।' সীমা চুপ করে মায়ের কথা শোনে আর ভাবে, 'আচ্ছা আমার তো কোনো ভাই নেই, তাহলে আমি কাউকে ফোঁটা দিতে পারব না?' হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ। সীমার চোখটা বন্ধ হয়ে গেল। চোথ খুলে দেখল একটা হাসপাতালের বেডে সে শুয়ে আছে । মাথাটা কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে। বেডের পাশের টুলটাতে মা বসে আছে পাথরের মতো। সে দেখল তার মাথাটা ব্যান্ডেজ করা। মাকে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, হঠাৎই একজন নার্স এসে বললেন—'আজকের অ্যাক্সিডেন্টে এ একজন ভদ্রলোক স্পট ডেড হয়েছেন, আপনাকে সনাক্ত করতে হবে। প্লিজ, আমার সঙ্গে একবার মর্গে চলুন।' মা চলে গেল। পাঁচ বছরের সীমা সেদিন বুঝতে পারেনি 'স্পট ডেড' মানে কী। বাবার মুখটা সেদিন শেষবার দেখেছিল সীমা আর মাকে জিজ্ঞেস করেছিল—'বাবা কখন ঘুম থেকে উঠবে মা?' মা সেদিন কোনো কথা বলেনি। আজ সে হাড়ে হাড়ে টের পায় যে বাবা আর কোনোদিনও ঘুম থেকে উঠবে না। তবে, বাবার একটা কথা তার কানে



্রিক কিন্তু কিন্তু

আজও বাজে । 'অনেক পুণ্য করলেই ভগবান করেন, তাই অমানবিক আচরণের বশবর্তী হয়ো না। এমন কিছু করো জীবনে, যেন এই পৃথিবীতে তুমি দাগ কেটে দিয়ে যেতে পারো'। বাবার এই মন্ত্রই সেদিন হয়ে উঠেছিল ওর জীবনের মূলমন্ত্র। বাবার মৃত্যুর পর যখন কোনো আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়নি, তখন সে প্রতিজ্ঞা করেছিল সত্যিই এই পৃথিবীতে দাগ রেখে দিয়ে যাবে। গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে সীমা। তারপর এম.এ। আর তারপর একটা বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে চাকরি পায়। এখন সে তার বাবার মতোই একজন আদর্শ টিচার। তাহলে, ওকে নিয়ে সমাজের এত সমস্যা কেন? না, একটা মেয়ে শিক্ষকতা করুক সেটা ঠিক আছে, কিন্তু যদি সে তার বাইরে গিয়ে কয়েকটা অ্যাসিড আক্রান্ত, সমাজ থেকে বঞ্চিত মেয়ের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়, তাহলে? হ্যাঁ, সীমার একটা এনজিও আছে। সেখানে কয়েকজন এমনই মেয়েকে সে আশ্রয় দিয়েছে, তাদের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। পড়াশুনা,খাওয়া,পরা সবকিছু। স্কুল ছুটির

পর সে রোজ সেখানে যায় কয়েকটা নেতিয়ে যাওয়া গোলাপের মন ভালো করে দিতে। সমাজে আছে এমন কয়েকজন, যারা এই গোলাপগুলোর পাপড়িদের ধরে ধরে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু তারা জানে না যে তারা পোড়াতে পারেনি তাদের মনটাকে, বিবেকটাকে। এদের সাথেই দিনের অর্ধেক সময় কেটে যায় সীমার আর তার জীবনেরও। সে মনে করে যে মেয়েগুলোর জীবনে এতটা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও তারা এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে তাদের কাছে সে তো তুচ্ছ। তাদের জন্য সমাজের দু-চারটা কথা শোনাই যায়। এই পৃথিবীর জন্য এটুকু করতে পেরে সে নিজেকে ধন্য মনে করে। পাড়ারই কয়েকজন তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের স্বরে বলে— 'পোড়ারমুখীদের নেতা হয়েছে, আহা ঢং দেখো।' কিন্তু সীমা জানে, সমাজের আসল অসুর হল মানুষের খারাপ মানসিকতা। তার বিশ্বাস, একদিন এই পোড়ারমুখী দুর্গাদের হাতেই বধ হবে ওই অসুরশক্তি।











নীল নোটিফিকেশন রিয়া দাস সংস্কৃত বিভাগ (সাম্মানিক, পঞ্চম সেমেস্টার)

ভ্ইক্ষির গ্লাসে একটা ছোউ চুমুক দিয়ে মাথাটা তুলে মৃদু হাসে অভিনব। আসলে ওর সামনে থাকা বারের কাচের দরজার ওপাশে একটি দেওয়ালে সাঁটা বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক, এটি ক্যানসারের কারণ। তামাকজাত পদার্থ বর্জন করুন। এবং লেখাটির ওপর কে একরাশ বিরক্তি অবহেলা নিয়ে পানমশলার পিক ফেলেছে।

স্বাস্থ্য ভালো রাখার কঠোর সতর্কবার্তা। কিন্তু মানুষের মূল্যবোধের ওপর বোধহয় কোনো সতর্কতা জারি করা নেই। নাহলে মধ্য-চল্লিশের কোঠায় থাকা অভিনব বাড়িতে স্ত্রী, মেয়ে থাকা সত্ত্বেও অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারে!

অভিনব কে? অভিনবের সম্পূর্ণ নাম অভিনব গুহ। IOC কোম্পানিতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর শরীরের ভাঁজেভাঁজে আজও মদনদেব খেলা করে। ওর স্ত্রী মধুছন্দা অধ্যাপিকা। মেয়ে ভ্রমর এবছর মাধ্যমিক দিয়েছে। কয়েকমাস বায়না ধরে একটা iPad নিয়েছে। বর্তমান যুগে বড়োদের থেকে ছোটোদের কাছে ল্যাপটপ, মোবাইল চালানো যেন জলভাত। আর হ্যাঁ, অভিনব চ্যাট করতে খুব ভালোবাসে। অফিসে ফাঁকা পেলেই মোবাইলটা নিয়ে ফেসবুকে চ্যাট করে। এমনকি বাসে ট্রেনে যাতায়াতের সময়ও।

পরদিন অফিসে এসেই কাজের ফাঁকেফাঁকে অভিনব ফেসবুকে টুঁ মেরে আসছে। এটা তার সবসময়ের অভ্যাস। এইজন্য অনেকেই তাকে আড়ালে ফোনবাবু, চ্যাটবাবু বলে ডাকে। কোনো এক জুনিয়র রিসার্চার এসে বলল- স্যার রুম নং নাইনের সলিউশনগুলো চেকআপ করতে হবে। আচ্ছা চলো আসছি। কাজগুলো সেরে এসে অভিনব আবার FB-তে চ্যাট শুরু করে পরবাসিনী মিত্রের সঙ্গে।

ওর সহকারী উজান বললসারাদিন এত ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাট
করো, তোমার আঙুলের যন্ত্রণা হয় না?
নারে, তাছাড়া এখন বাসে- ট্রেনে কত এক্সপার্ট
ছেলেমেয়ে দেখা যায়। যারা রীতিমতো ঝুলন্ত
অবস্থাতে বা রাস্তা ক্রসিং করছে এমন পরিস্থিতিতে
একহাতেই মোবাইল ধরে চ্যাট করছে।
তোমার FB অ্যাকাউন্টের নাম কী? বলল উজান।
দুষ্টু ছেলে রাকা- এই নামে সার্চ করলে পেয়ে
যাবি।
মদকম্পন এবং ক্ষিনে আলো জলে উঠে জানান

মৃদুকম্পন এবং স্ক্রিনে আলো জ্বলে উঠে জানান দেয় নোটিফিকেশনের।

-Hi

-Hello

-Good noon

- S2U,



উজান আবার বলল-- অভিনবদা তোমার মেয়ের পরীক্ষা কেমন হলো? বলছেতো ভালোই। আমার থেকে ওর মায়ের রেজাল্ট নিয়ে টেনশন বেশি। আরে তোমার মেয়ের রেজাল্টতো ভালোই হবে তোমার মিসেস ম্যাথ প্রফেসর আর তুমি IOC অফিসার... এরপর নিশ্চয়ই পিওর সাইন্স নিয়ে পড়বে। গল্পে মন নেই অনুভবের। ফেসবুকে চলছে অন্য গল্প।

তুমি এখন কোথায়?

NRS এ এখন। আজ ইন্টানশিপের ফার্স্টডেট।
বাঃ ভালো।
ডাক্তারতো হয়ে গেলে এরপর কী করবে?
বিয়ে করব।
পাত্রের নাম?
তোমার জন্মভূমি নাম।
দেখা করবে....
কোথায়?
প্রিন্সেপঘাটে।
কখন?
কাল বিকেল পাঁচটায়।

It's ok.

তুমি কাল নীল কুর্তি এবং গোলাপি লেগিংস পরে আসবে। আর তুমি হোয়াইট সার্ট এবং ব্লুডেনিম পরে এসো। পাঁচটি লাভ ইমোজি পাঠায় অভিনব। ওপাশ থেকে আসে দশটা।

রাকা বা পরবাসিনী কারো প্রোফাইলে কোনো ছবি নেই।

পরদিন অফিস সেরে বিকেল পাঁচটায় পরবাসিনীর কথামতো লুক নিয়ে প্রিন্সেপঘাটে এসে পৌঁছায় অভিনব।

গঙ্গারঘাটে, গাছেরতলায়, এমনকি রাস্তাতেও দাঁড়িয়ে আছে এক এক যুগল। অক্টোবরের শেষবেলাতেই একটু একটু করে কুয়াশা গিলে ফেলছে প্রিন্সেপঘাট এবং কুয়াশাতে ঢাকা যুগলের ভিড়ের মাঝে অভিনব দেখতে পায় ভ্রমরকে। সে তার কথামতো নীলকুর্তি এবং গোলাপি আবরণে দাঁড়িয়ে আছে রাকা নামধারী অভিনবর প্রতীক্ষায়।।

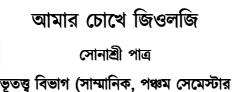












দ্বাদশ শ্রেণিতে পদার্থবিদ্যা স্যারের থেকে প্রথম জিওলজি বিষয়ের কথা জানতে পারি। তারপর আমারই এক সিনিয়র দিদির থেকে খোঁজ নিয়ে জিওলজিতে ভর্তি হলাম এই কলেজে। প্রথম থেকে তেমন কোনো ধারণাই ছিল না বিষয়টি নিয়ে। শুধু জানতাম এই সাবজেক্ট নিয়ে যারা পড়ে, তাদের বলে জিওলজিস্ট। যাদের কাজ হল বিভিন্ন জায়গার rocks, sediment পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলা ওই জায়গায় কোনো মূল্যবান রত্ন বা পদার্থ যেমন কয়লা, পেট্রোলিয়াম, সোনা ইত্যাদি আছে কিনা। ব্যাপারটা শুনে আকর্ষক লেগেছিল। মনে হচ্ছিল যেন treasure hunt করব। সত্যি বলতে জিওলজিস্টরা একরকমের treasure hunter-ই, আর ম্যাডামদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি এই subject টাতে প্রতিবছর ফিল্ড হয়, আমার কাছে ফিল্ড মানেই শুধুমাত্র বেড়ানো, তখনতো আর জানতাম না যে ফিল্ড মানে শুধু বেড়ানো নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি শেখার, জানার জায়গা। যাইহোক, তখন বছর বছর বেড়াতে যেতে পারব বলে আরো উৎসাহিত ছিলাম। এরপর শুরু হল ক্লাস। ধীরে ধীরে বিশদে পরিচয় ঘটল বিষয়ের সঙ্গে। ছয়-সাত মাস ক্লাসের পর বুঝতে পারলাম জিওলজি মানে Study of Earth, Mother Earth যেখানে আমাদের বসবাস--তার সম্পর্কে জানা, বোঝা।

আর জিওলজি মানে শুধু সোনা,কয়লা খোঁজা নয় আরো অনেক বেশি, মাটির নীচ থেকে অন্তরীক্ষ পর্যন্ত এর অনেক ভাগ। প্রত্যেকটি ভাগেই এই পৃথিবীটাকে এবং তার সম্বন্ধে নতুন কিছু জানার রয়েছে, তা সে ভূমিকম্প হওয়ার কারণ থেকে শুরু করে সৌরজগতে কীভাবে সূর্য থেকে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহের সৃষ্টি হল, কী নিয়ে তা তৈরি-- সর্বত্র জিওলজির অবাধ বিচরণ। প্রতিদিন নতুন কিছু পৃথিবীর পৃথিবীকে সম্বন্ধে, গভীরভাবে জানছি বুঝছি, তারপর এল সেই বহুকাঞ্জিত ফিল্ডের সময়। এতদিন যা ছিল শুধু বেড়াতে যাওয়ার বাহানা আমার কাছে, সেই ধারণা অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এতদিন যা যা পড়েছি তা এবার নিজের চোখে দেখব, ব্যস তখনই পড়ে গেল লকডাউন আর সেই লকডাউন বাড়তে বাড়তে দীর্ঘ দেড় থেকে দুইবছর পর অনলাইন ক্লাস করে এইসবে কলেজে ফিরলাম। কত আশা ছিল যে ফিল্ডে যাব, এই করব সেই করব—সব আশা আশাই রয়ে গেল, যাইহোক এই করে প্রায় তিন বছরের গোড়ায় জিওলজির সঙ্গে আমার সম্পর্ক এসে পৌঁছেছে। আগে কোনো জিওলজিকাল প্লেস যেমন নদী, পাহাড়, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলে যেভাবে বা যে নজর দিয়ে তার সৌন্দর্য উপভোগ করতাম; জিওলজি নিয়ে পড়ে এই সমস্ত জায়গা দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে



Rock

পাল্টে গেছে, আরো নতুন নতুনভাবে জায়গাগুলোকে আবিষ্কার করছি। যেটা কেবল যারা জিওলজি নিয়ে পড়েছে তাদের পক্ষেই সম্ভব। কেননা এর মধ্যে আলাদা একটা শিহরণ আছে, যা এতদিন বইয়ে পড়েছি তার চোখের সামনে দেখার অনুভূতিটাই আলাদা। যেমন ধরুন কোনো জায়গায় বেড়াতে গিয়ে এমন কোনো পাথর বা sediment দেখলেন যেগুলোকে এর আগে তেমনভাবে গুরুত্ব দেননি, সেগুলো আসলে কোনো গভীর সমুদ্র সৃষ্টি হওয়া কোনো rocks যা এখনও ওই জায়গায় রয়েছে মানে এখন আপনি যে জায়গায় আছেন সেই জায়গা কোটি কোটি বছর

আগে কোনো সমুদ্র ছিল। এভাবেই কত Rock এতদিন এমনি পড়ে থাকতে দেখেছি তা যে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর আগে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার নির্দেশ দেয়, জিওলজি নিয়ে না পড়লে বুঝতেই পারতাম না। সর্বোপরি, এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে আলাদা একটা রোমাঞ্চ আছে আর এটাই আমার চোখে এই বিষয়টা নিয়ে পড়ার best part। আশা করি এভাবেই আমাদের এই সম্পর্ক, এই পথ চলা অব্যাহত থাকবে।









আমার চোখে আমার কলেজ

Sayantani Guchhait

(Studying M.A. in Bengali), Vidyasagar University

আমি শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ ফর ওমেন এর বাংলা সাম্মানিক বিভাগের একজন প্রাক্তন ছাত্রী। এই কলেজটি তমলুক থানার অন্তর্গত চকশ্রীকৃষ্ণপুরে অবস্থিত। ইহা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একমাত্র মহিলা কলেজ। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মহান উদ্দেশ্যে ২০১৫ সালে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাস বলছে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য বহন করছে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা। বিশেষ করে মাতঙ্গিনী হাজরার আত্মবলিদানের পীঠস্থান তমলুক তথা তাম্রলিপ্ত। আর তমলুক থেকে মাত্র তিন চার কিমি দূরে অবস্থিত আমাদের এই প্রিয় কলেজটি। শহীদ মাতঙ্গিনীর নামে কলেজটির নামকরন হওয়ার সুবাদে মেদিনীপুর বাসীদের কাছে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আমিও সিদ্ধান্ত নিই এই কলেজে ভর্তি হবার জন্য। আমি বাংলা সাম্মানিক নিয়ে ২০১৮ সালের জুলাই মাসে ভর্তি হই। অনেক দূর দুরান্ত থেকে ছাত্রীরা আসতে লাগলো ভালো কলেজ বলে। কলেজের কলেবর সূচনা লগ্ন থেকে তত বড় ছিল না কিন্তু ধীরে ধীরে কলেবর বৃদ্ধি হলো। শান্ত-স্লিগ্ধ-সমাহিত মনোরম শিক্ষার পরিবেশ আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করলো। প্রথম প্রথম স্বাভাবিক ভাবে মনের মধ্যে কিছুটা সংকোচ ও ভীতি ছিল কিন্তু অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা মনের সেই সংকোচ ও ভীতিকে অচিরে দূরীভূত করলো।

অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের কাছ থেকে প্রকৃত শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করলাম। উপলব্ধি করলাম, যে শিক্ষা মানুষকে তার আত্মোপলব্ধি ও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে তাই হল প্রকৃত শিক্ষা। এই কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল পুঁথিগত শিক্ষাদানের সাথে সাথে ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনে সহযোগিতা করা। ছাত্রীদের মধ্যে একঘেয়েমি দূর করার জন্য কলেজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য বিষয়ক ও ক্রীড়ামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই সকল সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে একটি আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ ছাত্রীদের নাগরিক জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে তুলতে চেয়েছেন এবং তাদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আমি বিশ্বাস করি আমি নিজেকে একজন সুনাগরিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার শিক্ষা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। কলেজে ভর্তি হওয়ার পূর্বে আমার মধ্যে ধারনা ছিল ছাত্র ছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান বিরাজ করে কিন্তু এই কলেজে এসে আমার সেই ধারনা ভুল প্রমানিত হয়। তপোবনের আদর্শ অনুযায়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষার জগতে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব করেছিলেন। আরোপ



afara

রবীন্দ্রনাথের সেই আদর্শ অনুসারে এই কলেজেও অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের সঙ্গে ছাত্রীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। প্রকৃতঅর্থে তাঁরা আমাদের কাছে friend, philosopher & guide. আমি ব্যক্তিগতভাবে পঠন পাঠন বিষয়ে অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের কাছ সহযোগিতা ও আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পেয়েছি। তাঁদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা আমার আগামী দিনগুলোর পথ চলার পাথেয় হয়ে থাকবে। কর্মীদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ না করে সর্বোপরি অধ্যক্ষ মহাশয়ের অবদান অনস্বীকার্য। সবদিক থেকেই আমাদের কলেজ সেরা। অল্প মধ্যে এই কলেজ কলেজের তুলনায় ফলাফলের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। আমার কাছে এই কলেজটি একটি পবিত্র মন্দিরের মতো। এই কলেজে আমি দেড় বছর সশরীরে পড়ার সুযোগ পেয়েছি এবং আমি বাকি দেড় বছর অনলাইন এ পড়াশোনা করতে হয়েছে। অতিমারি পরিস্থিতেও আমাদের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন শিক্ষাদান কার্যকে আগের মতোই অব্যাহত রাখতে। কলেজ জীবনের নানান মধুর স্মৃতি আমার মনের রুপালি পর্দায় ভেসে ওঠে। এই মুহূর্তে রোমান্টিক কবি জন কিটস এর "To one who has been long in city pent" নামক sonnet এর শেষ দুটি লাইন খুব মনে পড়ে। লাইন দুটি হল –

"Even like the passage of an angel's tear That falls through the clear ether silently"

এই লাইন দুটির মধ্য দিয়ে কবি অতিবাহিত হয়ে যাওয়া দিনটিকে দেবদূতের চোখের জলের সঙ্গে বা শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শিশিরবিন্দু যেমন সবার অলক্ষ্যে ঘাসের ডগায় গড়িয়ে পড়ে, তেমনি করে কবির আনন্দ মুখরিত দিনটিও সবার অলক্ষ্যে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমারও কলেজ জীবনের আনন্দ মখরিত দিনগুলি ঝরে পড়া শিশিরবিন্দুর মতই অতিবাহিত হয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না। কলেজ জীবনের সোনালি দিনগুলো, কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানে অংশগ্ৰহন. সহপাঠীদের উৎসাহদান, শিক্ষিকাদের ভালোবাসা সবই আমার মনের মণিকোঠায় জমা হয়ে থাকল। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আমি অনেক memento ও পুরস্কার পেয়েছি। যেগুলি আমার বাড়িতে কলেজ জীবনের স্মৃতি হিসাবে সুরক্ষিত আছে। কলেজের পঠন পাঠন শেষ করে কলেজ থেকে বিদায় নিতে হল কিন্তু কলেজের সেই সুন্দর দিনগুলির কথা কখনো ভোলা যায় না। প্রকৃতির কবি William Wordsworth এর "The Solitary Reaper" কবিতার শেষ দুটি চরণ এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক।

"The music in my heart I bore Long after it was heard no more"

কবি যখন পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করেন, তখন আর পার্বত্য বালিকাটির গান শোনা যাচ্ছিল না কিন্তু কবির হৃদয় বীণায় তার গানের সুর অনুরণিত হচ্ছিল। একইভাবে আমি আর এই কলেজে পড়াশুনো করতে পারবো না কিন্তু কলেজের সেই সোনালি দিনগুলোর স্মৃতি ভবিষ্যতের আনন্দ ও অনুপ্রেরনার উৎস হিসাবে বহন করব। সফলতার পূর্ণপ্রাপ্তিতে ভরে উঠুক এই কলেজের আগামী দিনগুলি।



\$ 100 C







Exceptional Aytihya Das English Honours, 2018-21 English (M.A.) 2021-23

Nomita Khan, student of first year. She passed her Higher Secondary Exam and took admission in St. Andrew College. Subject, English Literature. Everyone says that she is weird. She was always absent minded. She could not memorize the names of places or names of people easily. In case of people, she could only say what was the colour of her/ his iris, structure of nose, ear and teeth, curly hair or straight hair, long or short, what type of dress she or he was wearing at that time, how many buttons or holes were present in their dress If asked about any address, she could not tell you the stoppages in order. She could only tell you what type of plants and flowers are present on the way, what was written or drawn in what colour of building's wall etc. Obviously, no one could understand what she wanted to say. And this habit made her face many uncomfortable situations. For example, one day her friend, Anindita, asked her about her address because she needed some notes from her. There were four bus stops. Though Nomita recently went to

Anindita's house, she knew only the name of her residence. In reply she said, " Aaaaaaaa....... Anindita look, there is a large Krishnachura tree full of red flowers on the right side. After some time, you can see a grove of banana trees. After that there is a graveyard. The backside wall of the graveyard is missing. Near it there is a government building where a cow and a calf are drawn in the wall. After this, a few minutes later, Ranipur stoppage will come where I live." This confusing description was enough to make Anindita's head swim. After a long time standing blankly, she thought it was better to go back home. This "disease" made Nomita a joke.

At school she always had a gloomy face. She was very emotional. One day their class teacher taught them Rabindranath Tagore's "Chuti". She was so upset that she started crying in the classroom and the next few days she didn't go to school. One day in her English class her teach asked her about Shylock of William Shakespeare's play "The Merchant of Venice." She said in this play she liked





and

Shylock's character the most. Other characters of this drama disrespect and cheat him. He was the most unfortunate one in this drama. Hearing this, the whole class started to laugh. Her teacher advised her not to write down this in the examination. She would not get a single number for this answer because all considered Shylock as villain. Nomita did not support it and she got zero in the exam. In college she was always in fear that she would give a wrong answer and everyone would laugh at her. She always sat in the corner of the last bench and never raised her hand to give an answer. Today was the first class of a new professor who recently joined their college. Her name was Farida Khan short form F.K. ma'am. Today, Nomita sat in the extreme corner of the last bench so that ma'am would not notice her. But when ma'am entered the classroom Nomita was amazed by the beautiful friendly smile on her face. Ma'am introduced herself to everyone and asked everyone their name. She said, "Guys, first I am your friend then your teacher. So, feel free to ask me anything." Nomita was totally impressed by her words. She had never heard a teacher say that she was their "friend". F.K. ma'am said, "Guys today I am not going to teach you anything. You have already read 'Good bye'. So please write down whatever you feel about the drama." Hearing this, Nomita became

colourless because it was a tragedy and whenever she read it, she started to cry. As soon as ma'am said that everyone except Nomita started to write. After five minutes Nomita started to write. She was crying then. She did not know that ma'am noticed that. After one hour everyone submitted their writing.

Next day Nomita did not want to go to college because she was pretty sure that ma'am would punish her. But she had no excuse to give her parents so she had to go. F.K. ma'am came to the class. Everyone except Nomita was super excited about the result. Nomita became more nervous because today ma'am was not smiling. After some time, ma'am said," Nomita can you please come here?" It was God who saved her from a heart attack. She went to the teacher, trembling. Ma'am then asked her why she was crying in the previous class. Now it was unbearable to Nomita. She started crying and said, "Ma'am it is my problem. Whenever I read tragedy, tears automatically roll down from my eyes. I tried every time to stop it but I failed. And 'Goodbye' is a tragedy.'

"And why did you write down a story where the hero of 'Good bye 'finds out about his family?"

Nomita had no answer. She stood there silently. Suddenly she felt an affectionate hand on her head. It was ma'am. She was now smiling. The beautiful friendly smile.







"Nomita, when I asked to write down about the drama, only you were crying. Most of the students writing down what critics said about that drama. No doubt their writings are good. But you are the one who writes down a beautiful story.

You are the one who felt the pain of the hero from the heart. That's why you were crying. You are not only a good reader but also an amazing writer. God bless you."

Ma'am gave her a warm hug. Nomita was still crying. But that was not the tear of pain. These tears come out when someone gets unexpected love and support.















A Great Lesson

Tagari Bindai English Honours 3rd Semester

Behind every successful person is a good teacher. Without teachers, we could not have doctors, lawyers, CEOs, engineers, authors.... the list goes on. Teachers don't just teach; they prepare us for the road ahead.

Today, I am writing about a great teaching by one of my school teachers, Kavita mam. I am very lucky to be her student. Even after leaving this school, she will remain my favourite teacher.

I remember one day before summer vacation, Kavita mam came to our class and asked us to prepare for a surprise test. She handed out the question paper, with the text facing down as usual. Once she handed us out all the question papers, she asked all the students to turn the page and begin. To everyone's surprise, there were no questions, just a black dot in the centre of the page. Kavita mam then said, "I want you to write what you see there." All of us were confused but we started with the inexplicable task. At the end of the class, Kavita mam read one of our answers aloud in front of all the students. All of us, with one exception, described the black dot,

trying to explain its position in the middle of the sheet and so on. After all the responses had been read, the classroom was silent. Kavita mam began to explain – "I am not going to grade you on this, I just wanted to give you something to think about. No one wrote about the white part of the paper. Everyone focused on the black dot and the same happens in our lives. We always focus on the dark spots. Our life is a gift given to us by God, with love and care, and we always have reasons to celebrate. However, we insist on focusing only on the dark spots- the health issues that bother us, the lack of money, the complicated relationship with a family member, the disappointment with a friend etc." She continued - "The dark spots are very small compared to everything we have in our lives, but they are the ones that pollute our minds. Take your eyes away from the black spots in your life: Enjoy each one of your blessings, each moment that life gives you. Be happy and live a life positively." I will always remember what she has taught us, and I will try to be an optimistic person like her in my future.













নারীর খাদ্য ও স্বাস্থ্য

পায়েল দোলাই পদার্থবিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

নারীর খাদ্য:

কথায় আছে "খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান"। এই তিনটি জিনিস মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। এখানে প্রথম শব্দ 'খাদ্য' কারণ খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচে না এবং দুর্বল শরীরে কোনো কাজ সম্ভব নয়। রোগ হওয়ার সম্ভাবনাও কিছুটা কম হয় যদি সঠিক খাদ্য তালিকা মেনে চলা যায়। এবার বলি 'কী খাব'_

প্রথমত একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের সারাদিনে সাত বার খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ। কিন্তু কোন নিয়মে? এইভাবে প্রাতঃসকাল, সকাল, মধ্যসকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যে ও রাতি। যেহেতু সবাই কর্মব্যস্ত, তাই এই সব ডায়েটিং করা হয়ে উঠে না। কিন্তু ডায়েটিং এর অর্থ হল সঠিক সময়ে সঠিক খাদ্য গ্রহণ করা। সারাদিনে ২ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ৭ বার খাবার খান এবং প্রতিদিন ৩ লিটার জল পান করুন। দুই ঘণ্টা বিরতির সময় ৫০০ মিলিলিটার জল খান। আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার, আমরা সারাদিনে যা খাচ্ছি তাতে যেন কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, লিপিড, খনিজ লবণ, ভিটামিন এগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠেই অন্তত এক গ্লাস জল পান করা উচিৎ। প্রাতঃসকালে যেমন, দুধ চা-এর পরিবর্তে গ্রীন টি বা লেমন ওয়াটার বা লিকার চা পান করা খুবই ভালো। প্রাতঃরাশে ব্রেডটোস্ট বা চাইনিজ খাবারের পরিবর্তে হাতে

বানানো দুটো রুটি এবং অল্প তেলে তৈরি আলু বিহীন কোনও সবজি বা ওটস খাওয়া যেতেই পারে এবং প্রাতঃরাশটা ৭.৩০ থেকে ৮.০০ এর মধ্যেই করে নিতে হবে। মধ্যসকাল অর্থাৎ ১০.০০ থেকে ১০.৩০ মধ্যে কোনো ফল বা ফলের রস খাওয়াই ভালো। দুপুরের আহারে স্যালাড এর পর সবজি, ডাল ও মাছের তরকারি দিয়ে ভাত খাওয়া দরকার। বিকেল হলেই একটা খিদে ভাব আসে এরজন্য চা পান না করে ফল, বিস্কুট, কেক এগুলোই খান| সন্ধ্যেতে ভারী পথ্য খাবেন না অর্থাৎ পেট ভরে খাবেন না। চিড়ে ভাজা, বাদাম মুড়ি বা হালকা মশলাযুক্ত মুড়িখেতে পারেন। ডিনারে ভাত বা রুটি। এটা রাত ৯.৩০ থেকে ১০.০০ এর মধ্যেই শেষ করে ফেলাই ভালো। আমাদের প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। রাতে খাবার আধ ঘণ্টা পর এক গ্লাস দ্ধ পান করুন এবং সম্ভব হলে একটুকরো কাঁচা হলুদ ফুটিয়ে খেতে পারেন। কেননা হলুদ ত্বক পরিষ্কার করে এবং রক্তও শুদ্ধ হয়। যারা দুধ পছন্দ করেন না তারা এক গ্লাস জল বেশি পান করতে পারেন। যদি রাত্রি ১০.০০ তে ঘুমানো যায় তাহলে সকাল ৬.০০ তে ওঠা উচিৎ। নিয়মিত একটি খাদ্য তালিকা মেনে চললে আমরা সুস্থ ও ভালো থাকতে পারবো।







নারীর স্বাস্থ্য

মানবজীবন অখণ্ড অংশে ভাগ করে তার উন্নতি ঘটানো যায় না। জীবনের কোনো একটা অংশকে অপুষ্ট রাখলে সমস্ত জীবনই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই "দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক" - তিন ক্ষেত্রেই জীবনের বিকাশ প্রয়োজন।

দৈহিক স্বাস্থ্য - শারীরিক ভাবে সবল থাকার জন্য যেমন পৃষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন। প্রত্যহ সকালে শরীরচর্চার জন্য কিছু ব্যায়াম করা যেতেই পারে। যেমন ১) চক্রাসন অথবা wheel pose যা কোমরের ব্যাথা তাড়ানোর মোক্ষম অস্ত্র। ২) শির্শাসন অথবা yoga Headland, এক্ষেত্রে মাথা ভূমিতে রেখে পা দুটো ওপরের দিকে করে দাঁড়ানো। যা আমাদের শরীরের সমস্ত অঙ্গের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে। ৩) সূর্য নমন্ধার অথবা sun salutations, এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে নমস্কার এর ভঙ্গি। ৪) নৌকাশন অথবা Boat pose। ৫) ভূজঙ্গাসন অথবা Cobra pose ইত্যাদি।

যারা ব্যায়াম করা পছন্দ করেন না তারা সকালে অন্তত ১৫ মিনিট হাঁটতে অথবা দৌড়াতে পারেন। ১৫ মিনিটের ব্যায়াম শুধু যে শরীরের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে তাই নয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মনের ওপর প্রভাব ফেলে। এছাড়াও রেচন পদার্থ তাগ করে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

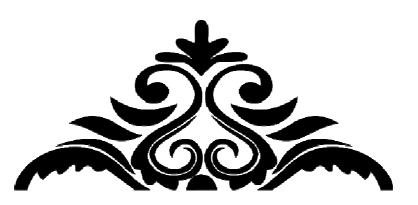
মানসিক স্বাস্থ্য - মনেরস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ও
মনের ব্যায়াম এবং মনকে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার
প্রয়োজন। ধ্যান হল মনের ব্যায়াম ও ভালো বই
হলো মনের পুষ্টিকর খাদ্য। এইদুইয়ের সাহায্যে
মনকে সুন্দর করে তৈরি করা যায়। মানসিক চাপ
ও অবসাদ দূর করতে Mediation খুব সাহায্য
করে।

আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য - শরীর ও মনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করতে আধ্যাত্মিক উন্নতির ভীষণ প্রয়োজন। এর জন্যে প্রয়োজন ধর্মগ্রন্থ পাঠ। যা আমাদের বৌদ্ধিক উন্নতিতে সাহায্য করে। সুতরাং, প্রতিদিনের জীবনকে নিয়মশৃঙ্খলায় বেঁধে ফেলে স্বাস্থ্য উজ্জ্বল জীবন গঠন করা প্রতিটি নারীর লক্ষ্য হওয়া উচিত।









Poetic Mosaic কবিতার কথা







দূষণ

অঙ্কনা প্রধান পদার্থবিদ্যা বিভাগ (সাম্মানিক, তৃতীয় সেমেস্টার)



হু হু করে বাড়ছে দৃষণ পৃথিবীরই বুকে শহরে ও গ্রামে তাই কেউ নেইকো সুখে। লাউডস্পিকার, গাড়ির হর্ন, কলকারখানার শব্দ অতিষ্ঠ মানুষ নিজের ভুলে, নিজেই আজ জন্দ। যার অন্য নাম জীবন, সেও কি আজ শুদ্ধ? বিজ্ঞানীদের আশঙ্কায় সবাই বাকরুদ্ধ! জলেই যে রয়েছে হায় কোটি জীবাণুর বীজ, কত শত বিষ অণু করছে যে গিজগিজ! যে বাতাসে শ্বাস নিই, ঠিক আছে কি তাও? সেও যে বিষাক্ত, তাও জেনে নাও। উপায় নেই? আছে অনেক, কিন্তু শুনছে কে তা? পরিবেশ-বান্ধবরা দিচ্ছে কত বার্তা। এসো না সবাই আজ হাতে মেলাই হাত--কেটে যাবে, কেটে যাবে ধংসের কালো রাত। আমি পারি, তুমি পারো, সবাই পারে জানি, এ বিশ্বকে করে তুলতে প্রিয় বাসভূমি। গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও, শুদ্ধ করো মাটি--সবার জীবন হয়ে উঠুক সহজ, পরিপাটি। -----সমাপ্ত------

মহামারি তোমাকে বিদায়
অনন্যা মাইতি
ইংরেজি বিভাগ (প্রথম সেমেস্টার)

বর্ণহীন অজানা এক মারণ ভাইরাস,
মনুষ্য সমাজকে কত করেছে বিনাশ!
শিক্ষার জগতেও পড়েছে এর ছাপ
ক্লাসরুম থেকে দূরে জীবনের তাপ

করোনার শক্তিশেল ব্যর্থ হবে জানি
চেনা ছন্দ ফিরে আসবে এইকথা মানি
শিশু থেকে বৃদ্ধ— বুঝি একটাই ডাক
করোনাতঙ্ক নিপাত যাক।

প্রতিষেধক আবিষ্কৃত, কমছে রোগের ভয়
নিশ্চিত জানি, আমরা করব জয়
দীর্ঘদিনের বাধা কাটিয়ে সবার মুখে হাসি
করোনা এখন বলছে দেখো—এবার তবে আসি।

-----সমাপ্ত-----









দূর্বার দাম ঈর্শিতা মিশ্র

ভূগোল বিভাগ (সাম্মানিক, পঞ্চম সেমেস্টার)



স্মৃতির আলোয় ইন্দ্রাণী মহাপাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (প্রাক্তন ছাত্রী)

লেখা আসে না কিছুতেই, লিখতে পারি না পদ্য কাগজ-কলমে আঁকিবুকি, এক্কেবারেই হদ্দ ইচ্ছে করে আঁচড় কাটি, স্মৃতির ঘরবাড়ি--প্রথম যেদিন কলেজ গেলাম, স্বপ্ন দিল পাড়ি। নতুন বন্ধু, নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ স্যার-ম্যামদের পরিচয়ে মুগ্ধতারই রেশ এস. আর ম্যাম পড়াতেন প্লেটো অ্যারিস্টটল টিফিন টাইমে আড্ডা হত, খুশি সদলবল পিকু ম্যাম পড়াতেন ভারতীয় সংবিধান কুমুকুম ম্যামের মানবাধিকারে ভরে উঠত প্রাণ এক এক করে তিনটি বছর কখন হল পার আর পাব না সুখের সেদিন, আর পাব না আর কত স্মৃতি ভেসে আসে মনের কোণে আজ কতটুকুই বলতে পারি, ভাষার কারুকাজ... উত্থান-পতনের সাক্ষী যেন প্রতিটি কাঠ, ইট চিরকাল ভালো থেকো, হে মহাবিদ্যাপীঠ!

----সমাপ্ত-----

লতিয়ে থাকে দূর্বা কিন্তু তার অনেক গুণ পরমবন্ধু হয় সে তখন ঝরে যখন খুন পূজার অর্ঘ্য অপূর্ণ হবে দূৰ্বা নাহি হলে ধান দূর্বার প্রয়োজন হয় আশীর্বাদের কালে দেবদেবীর ঐ হাতের অক্ষসূত্রে দূর্বা চাই পুষ্পপাত্র অপূর্ণ তখন দূর্বা যখন নাই শরীর গরম হইলে সেবন দূর্বার সরবত কাটা ঘায়ে রক্ত বন্ধ হবে লাগালে দূর্বার রস মাঠে ঘাটে ভরা দূর্বা ঘাসে পশুর খাদ্য হয় মানব জীবনে দুর্বা তাই অমূল্য নিশ্চয়।।

-----সমাপ্ত------

The state of the s





আমাদের বাবা-মা কমলা ঘোষ ভূগোল বিভাগ (প্রথম সেমেস্টার)

বাবা হলেন ঘরের ছাদ
মা হলেন খুঁটি
তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে
জীবনপথে ছুটি

প্রাণ দিয়ে উৎসাহ দেন সঙ্গে থাকেন সবসময় ঝঞ্জা বিপদ যতই আসুক ভয়ের ভাবনা কক্ষনো নয়।

সবাই বলে ঠাকুর বড়ো আমরা বলি না— সবার থেকে বড়ো জানি প্রিয় বাবা-মা। -----সমাপ্ত-----সমাপ্ত------স

অবসর

তমালিকা বর্মন বাংলা বিভাগ (সাম্মানিক, প্রথম সেমেস্টার)

এখন শীতের দুপুরে মাদুর পেতে শুয়ে আছি।
ছাদে তিন চার রকমের সাদা পায়রা খুঁটে বেড়াচ্ছে।
শীতের রোদ আমার
গায়ের উপর এসে খেলা করছে।
কী ভীষণ আরাম ও খুশিতে তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়ছে
আমার চোখ দুটি।



যদি বলো তোমার প্রিয় ফুল কী?
আমি বলব রজনীগন্ধা।
যার গন্ধে ভরে যায় চারদিক।
যদি বলো তোমার প্রিয় পাখি কী?
আমি বলব কোকিল
যার কপ্ঠে আছে বসন্তের আহ্বান।
যদি বলো তোমার প্রিয় রং কী?
আমি বলব সাদা।
যার অর্থ হল শান্তি।
যদি বলো তোমার প্রিয় শব্দ কী?
আমি বলব মা
যার কোল হল সকল সুখের আশ্রয়।
-----সমাপ্ত-------



উত্তুরে হিমেল বাতাসে দোলা খেয়ে
আমের মুকুল ঝরে পড়ছে,
আমার বিছানার উপর,
কুয়াশা ভরা নীল আকাশ দেখে
আমার মনের বিষপ্পতা কেটে গিয়েছে।
হে পৃথিবী, এই আনন্দ বিনোদনের জন্য
আমি একা থাকতে চাই।
-----স্মাপ্ত------





স্বাধীনচেতা নারী প্রিয়াঙ্কা বর্মন ইংরেজি বিভাগ (সাম্মানিক, তৃতীয় সেমেস্টার)

স্বাধীনচেতা নারী আমি মুক্ত স্বাধীন পাখি আমি। উড়ব যে আকাশে, রব না মা তোমার ঘরে। জানতে হবে সমাজটাকে জানব জ্ঞানের বিশ্বটাকে। তুমি মা বেঁধো না আমায়... ও মা ,আমি তোমার মেয়ে, দশের মেয়ে, দেশের মেয়ে। আমি প্রতিবাদী ,আমি বিদ্রোহিণী । সইব না অত্যাচার, মানব না অবিচার হব না লাঞ্ছিত, ভূলুষ্ঠিত । অসুর নিধনে আমিই দেবী আমি মা তোমার কন্যাবতী।

পায়েল মান্না

वाश्ना विভाগ (সাম্মানিক, প্রথম সেমেস্টার)

লিখতে ইচ্ছে করে অনেক কথা কিছুই তবে আর হয়ে ওঠে না লেখা। সময় যে আজ সময়ের টানে চলেছে সে কোন উদাসীন পানে। ছোট এ জীবনে ব্যস্ত সবাই আজ যায় না পাওয়া কারোরই খোঁজ আর। স্মৃতিগুলো পড়ে থাকে কোনো এক কোণে মাঝে মাঝে তা শিহরণ জাগায় এ মনে। কষ্টকে চেপে মুখে হাসি নিয়ে চলেছে সবাই আজ জীবনের টানে। বাস্তবের কাছে যখন আবেগ হারে চেনা এ পৃথিবীও যেন অচেনা লাগে। -----সমাপ্ত-----



মেয়ে বলে পায়েল দোলাই পদার্থবিদ্যা (দ্বিতীয় বর্ষ)

মেয়ে বলে জন্মের পর বাবা মুখ দর্শন করতে চায়নি মা-কে বাড়িতে আনতেও চাওয়া হয়নি দাদু, নাতনি বলে পরিচয়ও দেয়নি ঠাকুমা, কোনোদিন খেতেও আসেননি! মেয়ে বলে

মা যখন এবাড়িতে এল শুধুই অত্যাচার, অবিচার স্বাধীনতার চুয়াত্তর বছর পরেও নারীজন্ম যেন অপরাধ এ কোন মনুষ্যসমাজে বাস করছি আমরা?

মেয়ে বলে

সবসময় জবাবদিহি আর শাসনবিধি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি... সব অধিকার কি কেবল পুরুষের? মেয়ে বলে

জন্মদিন মনে রাখে না কেউ। পালন করে না ভাইয়ের মতো সাড়ম্বরে...

মেয়ে বলে

কত প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায় মনের কোণে---বিশ্বাস করি সমাজ একদিন একচোখামি থেকে মুক্ত হবে।

-----সমাপ্ত-----







মোনালিসা বাগ ভূতত্ত্ব বিভাগ (সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

জানিনা, কেন আজ আমি নির্বাক থেমে গেছে সেই প্রশ্নের ঝড়। লোহার দরজাটা শক্ত করে আটানো সঙ্গীহীন, আজ আমি বন্দিনী। খোলা জানালা, চোখ মেললেই দেখি বাইরের আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আর বলছে- 'বন্ধু হবে আমার?' হঠাৎ বাস্তব ছড়িয়ে, স্বপ্নের দেশে আমি নির্বাক, স্থির, অবিচল দেহে আসে প্রাণের জোয়ার, জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলি-- 'বন্ধু!' কিন্তু কোথায়? নেইতো তুমি, তুমিতো মাঠ, জঙ্গল, পেরিয়ে দূর দিগন্তে। স্বপ্ন ছড়িয়ে আবার বাস্তব আমি একাকী, সঙ্গীহীনা।

কানে আসে ঘড়ির টিকটিক শব্দ
আর চলে প্রহরগোনা
এখন সাতটা বেজে পঁচিশ মিনিট
হঠাৎ, একছটা সূর্যরশ্মি এসে পড়ে আঁচলে
ওকে প্রশ্নকরি-'তুমি বুঝি আমার বন্ধু হতে এসেছো?'
উত্তর এল না, আবার বলি
'তুমি বুঝি আমার দুঃখভাগ করে নিতে এসেছো?'
কোনো উত্তর এল না।



দেখতে দেখতে রশ্মিটা আঁচল থেকে কিছুটা দূরে, তারপর, আর দেখা গেল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মনকে বোঝালাম, 'ধুর! পাগলি, আজ গিয়েছে, দেখবি কাল আবার আসবে' খানিক বাদে আকাশ ঢেকেছে মেঘে ঝোড়ো হাওয়া জানালার কপাটে ধাক্কা দিয়ে বলছে 'কেউ কি আছো?' পাথরচাপা মনটাতে যেন লাগল আবার দোলা দৌড়ে যাই জানালার পাশে হঠাৎ ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ভিজিয়ে দেয় পোশাক। মনে প্রশ্ন জাগে, শেষমেষ, 'বৃষ্টি?' মনে আবার জাগে প্রশ্ন, 'এর আবার কী প্রয়োজন ছিল?' চোখের জলেই ভিজে গিয়েছে সমস্ত পোশাক। ভিজেছে ঠিকানা লেখা, ছোট্টকাগজটাও। এমনকি ভিজে গিয়েছে সোনালি খামে রাখা বাবার চিঠিটাও। আজ আমি নিঃস্ব রাত্রির অন্ধকারে, আমি একাকী বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়ে জোছনা এসে পড়েছে, বলতে চাইছে কিছু, কিন্তু ,আমিতো কিছু শোনার অপেক্ষায় নেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে বলি--'মুক্তির আনন্দ চাই' 'মুক্তির আনন্দ চাই' 'মুক্তির আনন্দ চাই'।

-সমাপ্ত-----







মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে রিয়া জানা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (সাম্মানিক, পঞ্চম সেমেস্টার)

আমরা মধ্যবিত্ত ভাই দিন আনি দিন খাই। সংসারে খুব টানাটানি তবুও মুখে হাসি আনি। ফোন তো আছে, কিন্তু নেট নাই নেট ছাডা কি আর যোগাযোগ করা যায়? পুজোতে একটা জামা হলেই খুশি চাই না কিছু বেশি বেশি। এক বিঘা রয়েছে খেত সেখানে ধানের দেশ। অনেক কিছু দেখতে চাই চাইলে কি আর সব পাওয়া যায়? বৃষ্টিতে ভিজতে মন চায় ভয় করে জুর হলে ঔষধ না পাই। ঘরটা একটু নড়বড়ে বৃষ্টিতে চাল চুইয়ে জল পড়ে। ঘুমাই মোরা মেঝেতে হারিয়ে যাই স্বপ্নের দেশেতে। আমরা মধ্যবিত্ত ভাই দিন আনি দিন খাই। আমি নাকি দুষ্টু মেয়ে সবাই বলে চেয়ে চেয়ে। আমি কিন্তু বড্ড ভালো মনে নেই একটুও কালো। নিজের মুখে নিজের তারিফ বলতে লাগে লজ্জা ভারি।



পেয়েছি আমি কন্যাশ্রী তাই সবাই বলে লক্ষীশ্রী। শেষ হল ছোট্টবেলার খেলা এল এবার বিয়ের পালা। এক্ষুনি করতে চাই না বিয়ে দেখতে চাই স্বাধীনতার চোখ দিয়ে। লোকে বলে পড়ে কী করবে সেই তো খুন্তি পাশ করবে। শুনে ভারি কষ্ট হয় তবুও জবাবটা তো দিতেই হয়। বেঁচে থেকে কী করবে সেই তো একদিন মরতে হবে। পাত্র বলে তুমি খুব কালো মা বলে-- কালো জগতের আলো। পাত্রের বাড়ি চায় পণ তবেই করবে কালো মেয়ে গ্রহণ। ছেড়ে দিলেম বিয়ের ব্যাপার খুলল মোর কলেজের দ্বার। প্রথম পরীক্ষার ওই দিন আহা কী রঙিন। এখন পড়ি 5th Sem এই চলছে জীবনের গেম। আমরা মধ্যবিত্ত ভাই দিন আনি দিন খাই। _সমাপ্ত-----









নারী মানে মা, বোন, স্ত্রী...
অথচ সমাজবদ্ধ মানুষ যেন ভুলে গেছে তাদের স্বরূপ
আজও নারীরা অসহায়। শেকলবদ্ধ হাত,
বন্দি সমাজের কারাগারে।

এসো নারী, আলোর পথে
জেগে ওঠো। জাগিয়ে তোলো সমাজকে-দশভুজা রূপে বুঝিয়ে দাও
নারীর আপন অস্তিত্ব।
জীবন ও স্বপ্নের পথে এগিয়ে চলো
সাক্ষাৎ প্রকৃতি !
-----সমাপ্ত------



ঝড় রীতা জানা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (সাম্মানিক, তৃতীয় সেমেস্টার)

ঝড়ের শেষে রবির আলোয় আকাশ হচ্ছে ভরা, ঝলমলিয়ে উঠল যেন সবুজ বসুন্ধরা। সকালবেলা পড়তে বসল ছোট শিশুর দল, মনরে আজ নতুনভাবে মাঠে নামবি চল...

বিধ্বংসী আমফান, চলে গেছে দূরে-নতুন জীবন ডাক দিয়েছে সোনা রোদ্ধুরে।
-----সুমাপ্ত------



মা তোমাকে অনেক দিয়েছে এবার মাকে তুমি কিছু দাও। যার জন্য আলো দেখেছো পৃথিবীর... দিনের শেষে একবার হলেও বলো--মা, তুমি ভালো আছো?

যে নিজে না খেয়ে তোমায় খাইয়েছে জেগে থেকেছে রাতের পর রাত সংসারের শত কাজের মধ্যেও গেয়েছে ঘুমপাড়ানি গান... তাকে একবার বলো— মা, তুমি সাক্ষাৎ ভগবান!

মা তোমাকে উজাড় করে দিয়েছে সবটুকু এবার তুমি তাকে কিছু দাও। কে না জানে সেই কথা— মাতৃভক্তি অটুট যত সেই ছেলে হয় কৃতি তত! -----সমাপ্ত------











শিক্ষার পাতা সায়ন্তিকা করশর্মা অর্থনীতি বিভাগ (সাম্মানিক, প্রথম সেমেস্টার)

শিক্ষা ঘুচায় অন্ধকার,
শিক্ষা আনে আলো
শিক্ষার হাত ধরে মোরা
উন্নতি করব ভালো।

শিক্ষা মোদের হাঁটতে শেখায়
শিক্ষা আনে চেতনা
শিক্ষার থেকে তাই কোনোদিন
মুখ ফিরিয়ে নেব না।

শিক্ষা আনে অগ্রগতি
শিক্ষা মোদের অঙ্গীকার
তাই মোরা শিক্ষার
করব না অপব্যবহার।

শিক্ষা জাগায় মনের শক্তি
শিক্ষা আনে উন্মেষ
শিক্ষা-প্রদীপ বুকে নিয়ে
ঘুরছে মানুষ দেশ-বিদেশ।।
-----সমাপ্ত------স

পরীক্ষা সুপর্ণা সামন্ত ইংরেজি বিভাগ (সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি।
মা বলছে, বাবা বলছে, তুমিও বলছো
আর আমিও শুনছি—
'পড়াশুনা করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'।

দেখতে দেখতে পার হয়ে এলাম কতগুলি বছর
প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতক স্তর
এখনও পড়ে চলেছি আঘাতে-আঘাতে
কখনও লাইনে, কখনও বেলাইনে...

জীবনটা যেন শুধুই পরীক্ষা তোমরা আর কত পরীক্ষা নেবে? একবার বুক ভরে শ্বাসটুকু নিতে দাও— এত রকম পরীক্ষার বিনিময়ে শুধু একটা চাকরিই তো দেবে!

'আরে বোকা পাশ করলেই কী
আর না করলেই বা...' পাঞ্জাবি পরা লোকটার
কপট হাসি বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়।
হ্যা, আমরা সব বোকা...
আমরা কি সত্যিই বোকা?
------সমাপ্ত------







নতুন দিগন্তের দিশা সুস্মিতা বেরা ইংরেজি বিভাগ (সাম্মানিক)

পৃথিবীতে এক ভয়স্কর কালো ছায়া এসেছে ফিরে
আমরা জনগণ তারই মধ্যে রয়েছি।
এ এক অভূতপূর্ব অজানা সংগ্রাম,
এরই সঙ্গে লড়াইয়ের শক্তি রয়েছে মনে—
কিন্তু সে শক্তি যেন কোথাও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে...

এক তীব্র বেড়াজালে আটকে রয়েছে মন-কখনো কী পারব ভয়ঙ্কর লড়াইয়ের মোকাবিলা করতে?
এগিয়ে যাওয়ার পথে তৈরি হয়েছে নানারকম বাধা
এ বাধা অন্তহীন—
সাহস যদি থাকে মনে, জিতব তবে ঠিক।

এগিয়ে যাব দৃপ্ত পায়ে দিগন্তের নতুন সীমানায়
পৌঁছে দেব দুই হাত জয়ের আঙিনায়—
ভোরের সূচনায় নিঃশব্দে জেগে উঠবে নতুন পৃথিবী।
নতুন আলো... নতুন আশায়।
------সমাপ্ত-------

রঙ্গনাট্য সোমা বাগ ভূগোল বিভাগ (সাম্মানিক, পঞ্চম সেমেস্টার)

সমাজের এই বিচিত্রতায় কোথাও যে জাত, কোথাও বেজাত কোথাও আবার হচ্ছে সজাগ, কোথাও আসল কিংবা নকল কোথাও আবার জবরদখল,



হৃদয়
সোনালী রাউল
রসায়ন বিভাগ (সাম্মানিক, প্রথম সেমেস্টার)

অনেকদিন ধরে দেখছি লাল রঙের ছোট্ট কুঁড়িটাকে— আজ দেখলাম একটা লাল ফুল। আমার ভালোবাসার গোলাপকে ছুঁতে ইচ্ছে করল খুব ও যেন আমার মনের কথা জানে! আলতো আঙুল রাখলাম পাপড়িতে হঠাৎ যেন খোঁচা লাগল সামান্য রক্ত বেরিয়ে এল সেই রক্তও লাল--গোলাপ ফুলের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেললাম কাটা আঙুলে আর কোনো ব্যথা নেই আছে অনুযোগের ছোঁয়া... সেই ছোঁয়ায় মন শান্ত হল আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে গেল আমার ভালোবাসার গোলাপ। ----সমাপ্ত-----

কোথাও ধনী কিংবা মণি
কোথাও সে তো চিরঋণী,
কোথাও খাঁচা কিংবা বাঁচা
কোথাও কোনো মঞ্চে নাচা,
কোথাও যে তাল সেইতো মাতাল
ক্ষণে ক্ষণে শুনছে যে গালাগাল,
এই সমাজের বিশালতায়
রঙ্গ গাঁথা বইয়ের পাতায়।

--সমাপ্ত--











Dreams Hanifa Khatun English Honours, 5th Semester

Cuckoo
Unmul Khayer
English Honours, 1st Semester

Thy name is cuckoo,
Thou stand for love;
Thy songs art the purest
It creates a passion in our hearts.

The poet pauses on hearing thee,
Devotion arises from thy notes;
Enriched, he composes verses of love
Thou art immortalized for ever.

They are in love in still forest,

Startled they listen thy sweet notes;

It adds a flavour to their love

Lost, they enjoy heavenly pleasure.

-----END------

Dream? Do I have one?
Yes, but now it's sleeping.
The dream was to travel all around the world,
And much more.
Maybe it is still hidden in my mind,
But I can't think of dreams from my grim
reality.

The girl who doesn't get two handful of rice twice a day,
Wearing her torn clothes,
Every day tortured by her loved ones,
What can that girl dream?

future.

In front of me I only see darkness

And I became out of breath.

Do I deserve to dream?

I am suffering from uncertainty about my

To me the dream is like the moon

Which I can't afford.

How do I dream of something?

I've forgotten to dream in my hard reality...

-----END------











সবুজের মরীচিকা ড. এণাক্ষী দাস, সহকারী অধ্যাপিকা, ভূতত্ত্ববিভাগ

আমার মনে রমরীচিকায়, আরবেলা ভূমির তপ্ত রোদে দাঁড়িয়ে আমি আমার যৌবন কে হাসতে দেখেছিলাম। যৌবনের হাত ধরে রুক্ষ কঠিন সেবালিতে একদা হাঁটতে শিখেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে বেলাভূমি পেরিয়ে কোন্দূর সবুজ ঘেরা দেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম। আর সেই সরস উপলব্ধির তৃষিত নেশার তারণায় ছুটে গিয়েছিলাম সেই দূরদেশে, আমার এককালের স্বপ্নভূমিতে। কিন্তু যত সময় এগিয়েছে. তত দ্রুত হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে পেয়ে যাওয়া সেই সবুজের আস্বাদ। আর ততই এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছি আরো সবুজের নেশায়। ছুটে বেড়িয়েছি সর্বত্র। একবারের তরে তো ফিরে আসিনি আমার সেই-ই বেলাভূমিতে, যে বেলা ভূমি আমায় সবুজের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। একবারও কি ভেবেছি সবুজকে আমি রোপণ করব আমারই বেলাভূমিতে! না ভাবিনিতো। কেন ভাবিনি তা আমি জানি না। তোমরা কি জান কেন ভাবছনা তোমরা?

আর কেনই বা ভাববেনা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম!

-----সমাপ্ত-----



Ina Dhar Roy Dasgupta **HOD**, Department of Geography

A Lonely poet—

Sitting beside a greyish marshy land, Searching for something in a restless manner. Only the last ray of today's sun; Only the last chirping of the day making some noise:

Darkness is about to engulf the island. No leaf is shaking—no waves are rising Muddy grasses are suffocating A mysterious haziness killed the visibility— She is searching for her last words and scattered emotions.

The fog is about to fill the emptiness, The night is about to hide her silence.

-----END-----









দূর থেকে কাছে
Ina Dhar Roy Dasgupta
HOD, Department of Geography

অপেক্ষার কোনো প্রহর হয় না,
অনন্ত ধু-ধু দ্বিপ্রাহরিক নির্জনতা...
শুমরে শুমরে থাকা উষ্ণ প্রাক্-গোধূলি-বৈকালিক রং বদলের বিস্তৃত আকাশ
শুধু কান পেতে রই।
হঠাৎ নিস্তব্ধ দুপুর কাটিয়ে,
ঘরমুখী পাখিদের কলতান
দিগ্বিদিক দীর্ণ করে।
নৈঃশদ্যকে খানখান করে দিয়ে
জানান দেয় ঘরে ফেরার সময়ের।
সেই যে ঘরমুখী রাস্তা ভুলে চলে গেছে কেউ-দূরে অনেক দূরে,
উত্তরে হাওয়ার টানে,
কোনো এক রুদ্ধশাস আনন্দের উত্তেজনায়,

তাকেও এ সময়টা ঘর ফিরে পেতে চায়।
সাময়িক কুয়াশাচ্ছন্ন ধুসরিত শীতলরূপে
উত্তরের ঠিকানা হয়েছে রহস্যময়,
ফেরার পথ যেন কিছুতেই ঠাহর করা যায় না।
শেষ আশাটুকু বুঝি দ্রুত শেষ হবে;
তবুও অতি আগ্রহী এক সন্ন্যাসিনী
তার সমস্ত ধ্যানমন নিয়ে প্রতিটা পলক গুনে চলে।
তার আকুল হৃদয় আজও পথ চেয়ে থাকে...

এরপর চিরশান্তির দেশ-শেষ পাড়ি দেওয়ার আগে
একবার যদি ঘরে ফেরে সে...
-----সমাপ্ত-----সমাপ্ত-----



তরুণী গৃহবধূ

(William Carlos Williams রচিত
The Young Housewife কবিতার বঙ্গানুবাদ)
সায়ন্তিকা সেন
সহকারী অধ্যাপিকা, ইংরেজী বিভাগ

সকাল দশটা তখন, তরুণী গৃহবধূ ঢিলেঢালা শেমিজ পরে ঘুরে বেড়ায় ঘরে তার স্বামীর ঘরে, কাষ্ঠনির্মিত দেওয়াল পরে আমি চলে যাই একা, গাড়ি চড়ে।

তারপর সে আবার এসে বাইরে দাঁড়ায় ফেরিওয়ালাদের ডাকে, সলজ্জ ভঙ্গিতে এলোমেলো চুল নিয়ে খেলা করে। মনে হয় সে যেন এক ঝরাপাতা।

আমার গাড়ির নিঃশব্দ চাকাগুলো শুকনো পাতা মাড়িয়ে সশব্দে চলে যায় ঠিক আমার মত এক মুখ হাসি নিয়ে।

-----সমাপ্ত------





Colours Galore



রেখায় রঙে



Transmission of Cultural Wisdom

Dipti Mondal Geography Hons 1st Sem,





Nightingale of India

Niva Bhaumik, Geography Hons, 1st sem

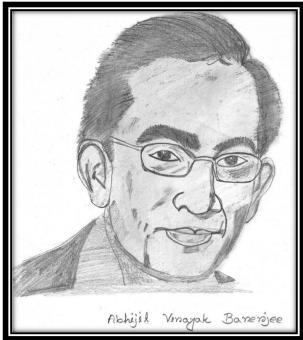




Buddhang Sharang Gacchami

Anima Mondol, Geography Hons, 1st sem





Bengal's pride

Madhumita Jana Economics Hons, 1st Sem





Amaula Amaula

নারী শক্তি

Simran Barman Geography Hons 5th Semester



অহিংসা ও সত্যাগ্রহ

Anwesha Mandal English Hons 1st Semester



Snigdha Pramanik English Hons, 3rd Semester





ফুল, আমি ভিখারি তোমার দুয়ারে

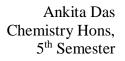


Ohapila Mha

CICHLY MARY BARKER "YOUNG CHILDREN"

অন্যের দোষে দণ্ডিত আমি

সবে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ





Arpita Matya English Hons 5th Semester

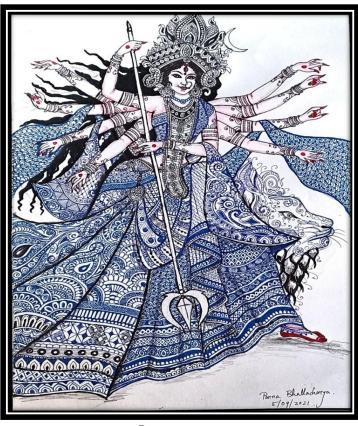




Monalisha Bag, Geology Hons, 3rd Semester



রাধা তুমি কোন সে দূরে খেলছ্ লুকোচুরি / বিরহের সুরে তোমার কানাই বাজায় বাঁশরী।



Parna Bhattacharya Chemistry Hons, Ex-student



সৃষ্টিশিলা



ভারতীয় সংস্কৃতি



Karuna Jana Physics Hons 3rd Semester



Nostalgia



Save girl child

Anima Mondal Geography Hons 1st Semester



Innocence

Dipanwita Maji Political Sc. Ex student





Nirvana



Sutapa Pradhan English Hons 5th Semester



Fall breeze and autumn leaves





Our Alumni The Mighty Minds শক্তিরাপা..

Let's talk about Gender..









SAY NO TO DISCRIMINATION: LET THEM FLY



Siuli Maity
English (Hons.) 2015-17
M.A (pursuing), B.Ed. in English

Discrimination refers to unfair right between male and female based on different gender roles which leads to unequal treatment in life. It is an issue that has been debated for many decades. It is a social issue for which new-born babies are being treated separately as boys and girls. From birth till her deathbed a lady has been deprived form equal rights and treatment from society. She has been kept away from higher studies, forced to marry, pressured for pregnancy, prohibition to do job, and what to wear. She has even been judged by her skin colour and other trivial societal matters.

If a baby girl is born then many of her close relatives don't want to distribute sweets as it is nothing much of an auspicious event to celebrate rather than a curse.

While growing up she can't go for higher studies as she is a lady not a guy. If she studies high, her age will pass beyond merrymaking. Doing a job is supposed to be a private property of gents. If a lady, by overcoming all obstacles and reaching her success by getting a job, then our so-called Patriarchal society will raise their voice against her and will say, who will maintain the family? Why is family maintenance the only responsibility of ladies? Is it a maltradition reserved for ladies only? You have formed stereotype rules for her. What type of dress should she dress up in, how to cover up her body parts? To whom should she roam with? How much time should she spend outside? When should she get back home and so on? It seems that she has been measured up by a mass balance. Why this type of attitude throwing to ladies not to gents. If a lady is being raped, YOU say-she should have worn long dresses or she should not have spent much time outside or alone. No one of YOU raise your voice against the rapist. If a lady in her 30s is unwilling to marry, maybe she is still now seeking a job or maybe for other reasons, You people start







to vil

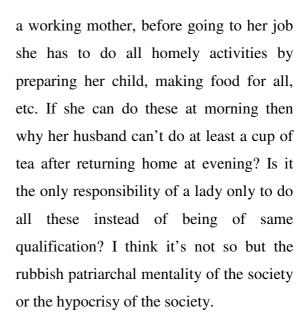
to whisper why she is not marrying still now or is there any affair. My question is, why You people are bothered about her? Why Don't You do the same with a guy? Does it mean ladies don't have the right to take her own personal decision in this so called 21st century modern society? If I am talking about a ladies marriage, it maybe be arranged marriage or love; if it's an arrange marriage then bridegroom family will examine the ladies hair to nail, if she is fair or dark, can she manage homely activities like cooking, dusting, washing etc. Many of them may don't know whether their son can do any one of these. Or can anybody ask the guy whether he can do these? Again, if a lady does marry through love people will say- why love marriage, can't her family get a suitable guy for her? My argument is if a lady marries, obviously to a guy then, why don't people raise their voice to a guy but to a lady only? Why people always

If I am talking about a housewife who has been dedicated all her life for the sake of her family, children without thinking of herself; has to hear where is her own house, of whose money she is wearing clothes and jewellery even I can't waste my money in these useless matters. Again, If I am going to tell you about the agony of

discriminate the ladies only from their free

will? Please stop this nonsense and let

them move on.



If a divorce occurs, who is responsible? None but the woman- You say. Can't You imagine it may be the fault of her husband? A guy can do as his will, can torture his wife, punish her, scold her, can gamble and late come to home, but it's not his fault. If this wife protests, she is the enemy of society. Why society make these rules against ladies? Why ladies should be rational, logical? Isn't it a slap against our modern educated society who create these taboos only to oppress the ladies and look down upon them?

Most of the cases, ladies have been judged by a woman. Alas! Why this attitude? Why this jealousy which taught us by these silly lessons. My earnest request is that please stop this nonsense. It's the time to make a unity together for positivity and good thoughts. if you can, be an inspiration to her, be her strength, whisper the mantras of success in her ears. One more thing, if a husband keeps hand to hand at homely



ie 字符 4 9 i



activities with his wife, it does not mean he is his wife's puppet or his manliness will go rather a strong and healthy relation will set up between them and future generation will adopt good culture.

Please, don't discriminate these 'man', 'women' or 'son', 'daughter' or daughter-in-law. All are an equal spices-'Human'.

All have the right to do by their own. All have to stand by their own right. Specially a lady should be independent not only economically but socially, educationally, and culturally. Keep supporting them and let them fly in an open sky so that a civilized, cultured 21st century new generation can move ahead.















Sressthya Samanta
English (Hons.) 2016-2019, SMHGCW

The Globalization and Industrialization effect the work sphere of the 21st century world. India is also not an exception. India is undergoing a transitive period to achieve equality status between the sexes in the workplace atmosphere. But with the increase in womens' participation at work, the frequency of hassles which the modern Indian women juggling work and home face has also increased.

Nowadays we see that people are talking about feminism, gender equality, women empowerment etc. in the social media. But the male dominated society can't accept these concepts wholeheartedly. The men still consider home as the first place for women to work and office always comes second. It is a common phenomenon to see a working woman gets up early to work in kitchen and prepares food for in-laws, getting the children ready for school and then getting herself ready to reach office

on time. The double burden is not only limited to urban areas. In rural areas women are found working at home as well as contributing in allied activities such as animal husbandry, agriculture, sericulture, labourers and farmers throughout the day. If women can do household work, why the men cannot? Is it a shame for men? Or the ego clash? To do one's own work is the best example of self-help. Men always shout that they are independent masculine figure, but are they? What a level of hypocrisy. If a man prefers a warm cup of tea or coffee after an exhausting office work from his wife, a working woman also wants that pleasure. But she cannot; because she is a woman. She has no right to do whatever she wants. We very cleverly compare her with Maa Durga: 'Dashabhuja' and assume that she can handle everything with her imaginary ten hands. Thus, many TV ads, movies depict woman as 'Superwoman'. 'Yes' she can do everything without any hesitation just with a smile. She has that power as she is the embodiment of 'Shakti'. But how can we forget about her psychological, mental, physical and social needs. She is also a human being not a robot.







Another setback that is constantly faced by working mothers is that their work is often considered to be optional; it is also viewed as less significant than that of their partners. The constant backlash from the public makes these mothers feel so guilty that some may even quit their jobs. Actually, in our patriarchal society women are considered as progenitors of the family having granted by God the power to produce offspring. The male only knows how to use woman not to cooperate with her. A woman primarily plays two roles in the society, one as the mother to her children and second being a wife to her husband to fulfil his desire. But the male chauvinism suppresses her personal interest.

To make working mothers feel needed, and to have their work mean something, others need to look upon their work as something substantial, something important, not simply an option. They just need a support system in order to survive the roller coaster involved when they go back and forth. Men should realize their responsibility in helping towards household chores. In-laws and relatives should have empathy towards working

women's all needs. Community people should be more appreciative and supportive. Companies should provide a safer environment for women to work. Though during lockdown period, we come to know through different social media that men are also doing domestic work to help their wives. They are willing to experiment new dishes. But is it permanent relief for women or temporary? The time has the answer.

It is also the responsibility of the policy makers and the planners to acknowledge women's double burden and find the possibilities minimize it. Most importantly, the next generation children must be made sensitive about hardship faced by the women in the society and should be taught to contribute in the domestic work from the very beginning of childhood. They should realize that of course their mothers are 'Supermoms' but at the same time they are flesh and blood too, not a machine. Successfully achieving work life balance will ultimately create a new satisfied workforce that contributes to productivity and success in the workplace.











GENDER INEQUALITY AND OTHER SOCIAL OBSTACLES IN WOMEN'S LIFE



Sneha Sahu English Hons (2016 – 2019) M.A. English, Mahishadal Raj College, 2019 - 2021

The term gender refers to the economic, social and cultural attributes opportunities associated with being male or female. In most societies, being a man or a woman is not simply a matter of different biological and physical characteristics. Men and women face different expectations about how they should dress, behave or work. Relations between men and women, whether in the family, the workplace or the public sphere, also reflect understandings of the talents, characteristics and behaviour appropriate to women and to men. Gender thus differs from sex in that it is social and cultural in nature rather than biological. Gender attributes and characteristics. encompassing, the roles that men and women play and the expectations placed

upon them, vary widely among societies and change over time. But the fact that gender attributes are socially constructed means that they are also amenable to change in ways that can make a society more just and equitable.

Gender equality is human right but our world faces a persistent gap in access to opportunities and decision-making power for women and men. Globally, women have fewer opportunities for economic participation than men, less access to basic and higher education, greater health and and safety risks. less political representation which has caused a big deal of gender inequality in front of women. Guaranteeing the rights of women and giving them opportunities to reach their full potential is critical not only for attaining gender equality, but also for meeting a wide range of international development goals. Empowered women and girls contribute to the health and productivity of their families. communities, and countries, creating a ripple effect that benefits everyone but most people in this society don't want to admit it.







While discussing gender inequality, education is a key area of focus. Although the world is making progress in achieving gender parity in education, girls still make up a higher percentage of out-of-school children than boys. Approximately one quarter of girls in the developing world do not attend school. Typically, families with limited means who cannot afford costs such as school fees, uniforms, and supplies for all of their children will prioritize education for their sons. Education is a basic human right and a huge necessity, especially today. There is a really beautiful quote which says:

"The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow. A woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate, that a beautiful creation such as the girl child is today one of the gravest concerns facing humanity."

Girls have the power to change the world, it is a fact and yet today girls are more likely than boys never to set foot on classroom, despite of all the efforts and progress made over the last two decades. More than 15 million girls of primary school age, which is the beginning of our future, will never learn how to read or right, compare to 10 million boys. A girl's education not just empowers families but communities and economies. A result of her education, we all do better.

In other countries, being equal to a boy and a girl might seem very normal but in our country India, it is an exception or it is actually a privilege to a girl. Girls were pulled out of schools when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies while boys still enjoyed their childhood in the same age. In our society most fingers are pointed at the character of women, such as alcohol is considered as a sign of bad character, only for girls not for our boys. For our boys it is only a matter of health asset. Girls should not wear jeans, t-shirts, skirts etc, etc which does not harm our girls but people think the poor boys become in danger then, they get excited by seeing the girls and without any fault of them they make mistakes. Till today we are all giving our efforts in a wrong direction. We should save our boys, not our girls, because if we save our boys then our girls will safe automatically. Girls should not stay separately in city, should not be alone. Boys can stay but girls can't. Our so-called society says, do not give mobile to girls, do not educate them so much, because what will happen after educating them so much, after marriage all they have to do is cook and household work, so get them married as soon as possible. They also think without spending money on girls' education, if her family buys jewellery for her with that money then her would-be







husband's family will be happier, which is more important.

Every girl in this society is told that you've got to be sexy, you've got to be beautiful, you've got to be nice, humble, polite etc, etc, you've got to be all these things. I think almost 90% women in India have this kind of pressure that they have to deal with every day at school, at work, with friends, with parents, with family. They always told a girl or a woman; what to wear, how to look, what she should say, how she should be. So that they lost sight of who they were. Then they listened to opinions of people and tried to change themselves, otherwise others wouldn't accept them. But no, this whole system is being misdirected. I think every girl should be allowed to live her life as she wants.

Please give equal value to boys and girls. I am thankful to those parents and families who treat a daughter like a son from childhood. Believe me a girl can do anything and everything, but all you have to do is to trust or rely on them a little. Please inspire them, make them free, let them fulfil their desires, let's do it, let's change the game, let's change the world. For all those people who think that a girl child is considered taboo, is considered not equal enough to a man, but you must know that a woman is probably the only soul that has the right to carry a soul in her and that is truly something, that is joy. And at last, I want to clarify that my purpose of this writing isn't about making women strong, women are already very strong. It's about changing the way the world perceives that strength.















Insightful Gems অন্তরে অন্তরে





কালিদাসের বিজ্ঞানচেতনার তুলনামূলক আলোচনা



ড. দেবব্রত বেরা সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

কালিদাসের রচনাবলী শুধু যে সাহিত্য-রসপিপাসুরই পাঠ্য, তা নয়। কবির সমকালে কিছু
কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে ভারতবাসীর জ্ঞানের
পরিধি কতটুকু ছিল, তা নির্ধারণেও মহাকবির
গ্রন্থগুলি সহায়ক। মেঘ আমরা সর্বদা দেখি। বদিক
যুগ থেকে মেঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন স্বয়ং
দেবরাজ ইন্দ্র বা পর্জন্যদেব। সেকালে ধারণা ছিল,
মেঘ থেকে জলবর্ষণ ইন্দ্রেরই স্বয়ং বিগলিত
করুণা। কালিদাস কিন্তু এই পুরাকাহিনীর উল্লেখ
করেন নি। তিনি 'মেঘদূত ' গীতিকাব্যে মেঘের
উৎপত্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন যে-

"ধূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ রু মেঘ সন্দেশার্থাঃ রু পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণয়াঃ।" (পূর্বমেঘ- ৫)

অর্থাৎ মেঘকে ধূম, জ্যোতি, সলিল ও মরুতের সিমপাত বা মিশ্রণ বলেছেন। সুতরাং, মেঘসৃষ্টির সম্বন্ধে তার ধারণা বাস্তব। পৃথিবীর নানা স্থানের জল সূর্যকিরণে বাষ্পীভূত হয়ে যে মেঘ জন্মে, এই তথ্যের উল্লেখ আছে তাঁর রচনায়। 'রঘুবংশ' মহাকাব্যে কবি বলেছেন " সহস্রগুণমুস্তম্কুমাদত্তে হি রসং রবিঃ" (১-১৮) অর্থাৎ সহস্রগুণে (বৃষ্টিরূপে) দান করার জন্যই সূর্য রস বা জল পৃথিবীথেকে শুষে নেয়। দশরথের মহিষীদের গর্ভসঞ্চারের কথা বলতে গিয়ে কালিদাস যে উপমা দিয়েছেন, তা যেমন মনোজ্ঞ তেমনই বিজ্ঞানসম্মত। রঘুবংশ মহাকাব্যে আমরা দেখতে পাই-

"তাভিগর্ভঃ প্রজাভূত্যৈ দধ্রে দেবাংশসম্ভবঃ। সৌরীভিরিব নাড়ীভিরমৃতাখ্যাভিরম্ময়ঃ ।।" (রঘুবংশ-১০-৫৮)

সেই রানীরা প্রজাহিতার্থে দেবাংশসম্ভূত গর্ভ ধারণ করলেন, যেমন সূর্যের অমৃত নামক কিরণ রাশি জলময় গর্ভ ধারণ করে। আবার এই কাব্যের কবি এই তথ্যই স্পষ্ট করে বলেছেন "গর্ভং দধত্যকর্মরীচয়োহস্মাদ্বিমত্রাশ্বুবতে বসূনি" (রঘুবংশ-১৩-৪) অর্থাৎ এই সমুদ্র থেকে সূর্যের রশ্মিসমূহ জল আকর্ষণ করে তার দ্বারা পূর্ণ হয়। পর্বতগাত্রে সংঘর্ষহেতু যে মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত হয়, সেই তথ্যের পরিচয় আছে 'মেঘদূত' গীতিকাব্যে পূর্বমেঘের কুড়ি (২০) সংখ্যক শ্লোকে।

আমরা যাকে বলি রামধনু, তারই সংস্কৃত নাম ইন্দ্রধনু। এর সম্বন্ধে পুরাকাহিনী এই যে, দেবরাজ ইন্দ্র যখন বিরোচনতনয় দৈত্য বলির নিধনার্থে শর নিক্ষেপ করেন, তখন তা মেঘের উপরে সংলগ্ন হয়ে দেখা দেয়। কালিদাস কিন্তু এই কাহিনীর ইন্দ্রধনুর উল্লেখ করেন নি। তিনি ইন্দ্রধনুর প্রকৃত স্বরূপটি উপস্থাপিত করেছেন। কুমারসম্ভব মহাকাব্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি হল-

"সীকরব্যতিকরং মরীচিভির্দুরয়ত্যবনতে বিবস্বতি ইন্দ্রচাপপরিবেষশূন্যতাং নি ঝরান্তব পিতুব্রজস্ত্যমী ।। (কুমার-৮-৩১)



[ওগো অবনতে (পার্বতী) সূর্য কিরণজালের দ্বারা জলকণা সমূহ দূর করে তোমার পিতা (হিমালয়ের) ঐ সকল নির্বার ইন্দ্রধনুর মণ্ডলশূন্য হয়ে পড়েছে।] এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, জলকণার সঙ্গে সূর্যকিরণের সংমিশ্রণে ইন্দ্রধনু দৃষ্টিগোচর হয় এই বৈজ্ঞানিক সত্য কালিদাসের জানা ছিল। প্রশ্ন উঠতে পারে – তার সমাধানে গীতিকাব্যে কবি বলেছেন – "বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবস্তি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য" (পূর্বমেঘ-১৫) অর্থাৎ বল্মীকের অগ্রভাগ থেকে ইন্দ্রের ধনু উঠছে ; এটা তো ইন্দ্র উক্তি নয়। মল্লিনাথ বাস্তব বল্মীকের টীকাকারেরা গতানুগতিক অর্থ করেছেন উই টিপি। হয়ত তখন একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, উই টিপির মাথার থেকে ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হয়। কিন্তু, যে কালিদাস কুমারসম্ভব মহাকাব্যে ইন্দ্রধনুর স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত, তিনি এমন একটা নিছক কাল্পনিক কথা বলবেন, তা মনে হয় না। সুতরাং , তিনি বল্মীক শব্দে 'সাতপ মেঘ' অর্থাৎ সূর্যকিরণযুক্ত মেঘকে বুঝিয়েছেন, টীকাকার বল্লভদেবের এই ব্যাখ্যা সমীচীন মনে যদিও তিনি তার ব্যাখ্যার সমর্থনে কোন প্রমাণ দেন নি , তাহলেও তার মত একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাতা যে স্বকপোলকল্পিত অর্থ লিখবেন, একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয় না।

মেঘের সঙ্গে মেঘের ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন
হয়, এই তত্ত্বের সঙ্গে কালিদাসের পরিচয়ের প্রমাণ
পাওয়া যায়। রঘুবংশ মহাকাব্যে বিমানবিহারী
রামচন্দ্র সীতাকে বলছেন —
"আমুশ্চতীবাভারণং দ্বিতীয়মুদ্ভিন্নবিদ্যুদ্বলয়ো ঘনস্তে"(রঘু-১৩-২১) অর্থাৎ তুমি বিমানের বাতায়ন

থেকে প্রসারিত হস্ত দ্বারা মেঘ স্পর্শ করতে উদ্যত হলে তড়িদ্বলয়ধারী মেঘ যেন তোমার হস্তে দ্বিতীয় অভিজ্ঞান-শকুন্তল অলংকার পরিয়ে দিচ্ছে। নাটকে স্বৰ্গ থেকে প্ৰত্যাবৰ্তনকালে রাজা বলছেন— ''অয়মরবিবরেভ্যশ্চাতকৈর্নিষ্পতদ্বির্হরিভিরচিরভাসাং তেজসা চানুলিপ্তেঃ" (অভিজ্ঞা-৭-৭) অর্থাৎ রথ যে জলপূর্ণ মেঘের উপর দিয়ে যাচ্ছে, তার একটি। নিদর্শন রথের ঘোড়াগুলি বিদ্যুৎপ্রভালিপ্ত। এই উক্তিতে মেঘের সঙ্গে রথের ঘর্ষণের ফলে বৈদ্যুতিক আলোকসৃষ্টির তত্ত্বটি পরিস্ফুট। মেঘের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তাই তিনি মেঘের পুষ্কর আবর্তক গীতিকাব্যে প্রভৃতি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। স্তরবিভাগ আবহবিদ্যার সাধারণ তত্ত্ব কবির জ্ঞানগোচর আধুনিক বিজ্ঞানে ছিল| বায়ুমণ্ডলের আয়োনোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোক্ষিয়ার প্রভৃতি বায়ুর স্তরভাগ স্বীকৃত হয়েছে। বায়ুর কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তা নাটকে ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগনপ্রতিষ্ঠাং জ্যোতীংষি বর্তয়তি চ প্রবিভক্তরশ্মি (অভিজ্ঞা-৭-৬) অর্থাৎ বায়ু ত্রিপথগামিনী গঙ্গাকে আকাশপথে ধরে রাখে এবং নক্ষত্র সমূহের রশ্মিমণ্ডল ইতস্ততঃ প্রসারিত করে সেগুলিকে নিজের কক্ষে প্রবর্তিত করে। বায়ুর প্রবহাদি প্রকারভেদে উল্লেখ আছে। ভূস্তর থেকে ক্রমে উপরে যে সকল বায়ুস্তর আছে, ঐগুলির নাম। 'বায়ুপুরাণ' অনুসারে, আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ ও পরাবহ।

আকাশে যে ধ্বনি বা শব্দ ভেসে বেড়ায়- এই তত্ত্ব আজকাল টি.ভি. রেডিওর কল্যাণে সকলেই জানে। সেই সুদূর অতীতে কালিদাসের এই প্রাকৃতিক ব্যাপারটি জানা ছিল। রঘুবংশ মহাকাব্যে





শ্ৰমজ্ঞ

ত্রমোদশ সর্গে প্রথম শ্লোকে আকাশের 'শব্দগুণ ' বিশেষণটি এর পরিচায়ক। তাছাড়া, অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকে প্রথম মঙ্গলাচরণ শ্লোকে প্রশিষ্টণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম্ ' – এই কথাটির মধ্যে ও উক্ত তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় পরিস্ফুট।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে ষষ্ঠ অঙ্কে তিরিশতম শ্লোকে সূর্যকে 'সপ্তসপ্তি' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। শব্দটির অর্থ সপ্ত সপ্তি বা সাতটি অশ্ব যার। সূর্যের কিরণে সাতটি বর্ণ আছে বলেই বোধ হয় সূর্যকে এই শব্দে অভিহিত করা হত। সপ্তসপ্তি শব্দটি অবশ্য প্রাচীনতরকাল থেকে প্রচলিত।

আয়ুর্বেদের নানা শাখার এবং পশুচিকিৎসার সঙ্গে কবির পরিচয়ের প্রমাণ আছে। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে চতুর্থ অঙ্কে ধ্রবসিদ্ধিকে দেখা যায় রাজার চিকিৎসক রূপে ; তিনি বিষচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ভোজনবেলা অতিক্রমে দোষ হয় - একথা বলতেন চিকিৎসকেরা। 'মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে চতুর্থ অঙ্কে সর্পদংশনজাত বিষের প্রতিকার বিষয়ে সবিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই ভাবে কালিদাসের লেখনিতে ধরা পড়েছে তৎকালীন সমাজের বৈজ্ঞানিক চেতনার নিদর্শন। কালীদাস রচিত কাব্য শুধুমাত্র সাহিত্য রসে সমৃদ্ধ তা নয় — সেইসময়ের ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম নির্ভরযোগ্য দলিল। তাই তাঁর রচিত কাব্য চর্চা করলে এক অনন্য জগতের চাবিকাঠি হাতে এসে পড়ে—চোখের সামনে ভিড় করে অনেক আজানা দিক। আরও অনেক অজানা তথ্যের সাথে পাঠকের যোগসূত্র স্থাপনে কালিদাস ও তাঁর কাব্যসম্ভার চিরস্মরণীয়।











মনুষ্যজীবন ও মৃত্যু



অতসী মহাপাত্র সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

মনুষ্যজীবনে একটি আদিম রহস্যের নাম হল মৃত্যু। এটি অমোঘ, অজেয় ও অনিবার্য ঘটনা। একদিকে এটি যেমন চিরবিস্ময়কর, তেমনি তা চূড়ান্ত আতঙ্কময়। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ মৃত্যুকে জানতে চেয়েছে। মৃত্যুকে জানার প্রক্রিয়া মানুষের কাছে একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া। আমরা জানি মানুষের ঝোঁক সদা সর্বদা জ্ঞাত বিষয় থেকে অজ্ঞাত বিষয়ের অভিমুখী। তাই মানুষ অজানা বিষয়কে জানার, চেনার, বোঝার হৃদয় দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করে। মৃত্যু মানুষের মনে নিয়ে আসে ভয় ও বিতৃষ্ণা। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে জানতে হলে মৃত্যুর স্বরূপ জানার প্রয়োজন দেখা দেয়। জন্মগ্রহণের পর থেকে নবজাতকের দেহের মধ্যে মৃত্যুর দিকে একটা অব্যর্থ গতি বর্তমান। মৃত্যু সম্পর্কে মানুষের ভীতি ও আশঙ্কার পটভূমিকা নানাভাবে পরিবর্তিত হলেও মৃত্যুর আতঙ্ক মানুষের মনে কম বেশী বর্তমান। আলোচ্য প্রবন্ধে মনুষ্যজীবনে মৃত্যুভাবনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া সহজ নয়। মূলত মৃত্যুর কোন একক সংজ্ঞা প্রদান করা যায় না। এমনকি নেই কোন সুনিদিষ্ট মুহূর্ত। তাই মৃত্যু কি? এটি একটি জটিল প্রশ্ন। চিকিৎসকেরা হৃদযন্ত্র, ফুসফুস

ও মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত কিছু নির্ণায়ক বিবেচনা নিয়ে কোন ব্যক্তি (রোগী)কে মৃত ঘোষণা করেন। তবে কখন তার সামগ্রিক মৃত্যু (সোমাটিক ডেথ) ঘটে, তার কোন উত্তর দিতে পারেন না। বাস্তবিকপক্ষে, মৃত্যুর কোন সুনিদিষ্ট একক মুহূর্ত নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের মৃত্যু প্রধানতঃ দুই ধরনের হতে পারে যথা কার্ডিয়াক ডেথ এবং ব্রেন ডেথ। যদি কোন মানুষের হৎপিন্ডের সঞ্চালনের ক্ষমতা বা হ্রৎস্পন্দন স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায় তখন রোগীর মৃত্যু ঘটে। এই প্রকার মৃত্যুকে বলা হয় কার্ডিয়াক ডেথ। আবার, মস্তিঙ্কে রক্তক্ষরণ, মস্তিঙ্কে রাসায়নিক তরলের অত্যাধিক অসামঞ্জস্যতা, মাথায় প্রচন্ড আঘাত, ব্রেন টিউমার, ক্যান্সার ইত্যাদি কারণে ব্রেন ডেথ বা স্নায়বিক মৃত্যু ঘটে থাকে। এই প্রকার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়। কিংবা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা শরীরের অভ্যন্তরীণ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কর্তৃক কিংবা চিকিৎসা পদ্ধতিতে পুনরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তবে, সকলেই স্বীকার করেন মৃত্যুর কোন সুনিদিষ্ট মুহূর্ত নেই, অর্থাৎ যখন একজন ব্যক্তির সর্বাঙ্গ একসঙ্গে মারা যায়। মৃত্যুর আগে শরীরে ধারাবাহিক ছোট ছোট মৃত্যু ঘটে।



य गा।

যে কোন জীবের জীবনের সমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর দ্বারা। একটি জৈবিক সিস্টেম এর কার্যকারিতা যদি হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ সকল প্রকার শারীরিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করতে অক্ষম হয়ে পড়লে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা হল মৃত্যু। তবে শারীরিক মৃত্যুর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ক্রোমোজোমের মধ্যে স্থিত টেলোমিয়ারের মধ্যে। প্রত্যেকটি কোষ বেড়ে ওঠে একটি মাত্র কোষ হতে। এই কোষ উত্তরোত্তর বিভাজিত হওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ বড় হয়ে ওঠে। কোষের মধ্যে স্থিত ক্রোমোজোমের প্রান্তে অবস্থিত টেলোমিয়ার। কোষের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে টেলোমিয়ার ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে বা ক্ষয় হতে থাকে। এক সময় টেলোমিয়ারের ক্ষয়ের সীমান্ত স্থান অতিক্রম করে ফেললে কোষ বিভাজিত হয় না। ফলে পুরাতন কোষগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে নতুন কোষের সৃষ্টি रुग्न ना। थीरत थीरत जीर्न रुर्ग्न मानुष माता याग्न। এটাই হল স্বাভাবিক মৃত্যু। তবে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হয় না।

সাধারণভাবে মৃত্যুভয়কে দুভাবে আলোচনা করা যাতে পারে। মৃত্যুর ভয় (fear of death) এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভয় (fear about death)। মৃত্যুর ভয় বলতে মানুষ যখন মনে করে সে মৃত্যুতে নিশ্চিক্ত হয়ে যাবে এবং সেই কারণে সে মৃত্যুকে ভয় পায়। এই প্রকার ভয় মানুষের মনে গভীরভাবে যুক্ত। মানুষের উচ্ছ্বাস ও মানসিক সুস্থতা নষ্ট করে এই ভয়। নিজের অন্তিত্বের বিলোপের ভয় ছাড়া অন্যান্য কারণজনিত মৃত্যুভয়কে বলা হয় 'মৃত্যু সম্পর্কে ভয়'। এই প্রকার ভয়ের গভীরতা নিজের অন্তিত্ব বিলোপের ভয়ের গভীরতা নিজের অন্তিত্ব বিলোপের

মৃত্যুকে অস্তিত্বের বিলোপ বলে মনে করা হয় না।
সনাতন ভারতীয় দর্শনে পুনর্জন্মবাদ তত্ত্বের দ্বারা
মৃত্যুভয়কে দূর করে মৃত্যুকে সরল স্বাভাবিক
ভয়শূন্য বলে দাবী করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয়
দর্শনে অকালমৃত্যুকে শোকাবহ বলে মনে করা
হলেও বয়সকালে পরিণত বয়সের মৃত্যুকে
স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৃথিবীর প্রায় সব জাতি মৃত্যু সম্পর্কে কোন না কোন রীতিনীতি, সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। প্রতিটি মৃত্যু জীবিত প্রিয়জনদের মনে কম বা বেশী শোক ও বেদনাদি সঞ্চার করে। কোন কোন মতে মনে করা হয় মৃত্যুভয় কিংবা বেদনার অনুভুতি থেকে মুক্ত হওয়া কিংবা যুগ যুগ ধরে আসা সংস্কার পালনের জন্য মরণোত্তর শোকপ্রকাশের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠান জীবিতদের সান্ত্বনা প্রদান করে এবং জানায় মৃতদের প্রতি জীবিতদের শ্রদ্ধা। শুধু তাই নয়, এর সামাজিক মূল্য অপরিসীম। মৃতব্যক্তির জন্য মরণোত্তর শোকানুষ্ঠান পালন করা হয় কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ভয়, শ্রদ্ধা, কিংবা সাস্ত্রনা বা শোকভার লাঘবের ব্যাপার নয়, সমাজ যে মৃত্যুকে কতখানি শ্রদ্ধা করে বা মূল্য দেয় তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই সব সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, অনুষ্ঠানের রূপ, বৈচিত্র্য ও বিশালতা দেখে। পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজ মৃত্যুকে জানায় গভীর শ্রদ্ধা ও সন্মান। তাই মরণোত্তর সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানের আড়ম্বরপূর্ণ জাঁকজমক পৃথিবীর প্রায় সব মনুষ্য সমাজেই বিদ্যমান। যেমন, ভারতীয় হিন্দু সমাজে মৃতদেহ সৎকার, অশৌচ পালন ও শোক প্রকাশের অনুষ্ঠানগুলি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত মনুসংহিতার বিধানগুলি পালিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের



21/021 20/021

মৃত্যুভীতি আছে, এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সামাজিক রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান পালন করে। মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই জীবিত প্রিয়জনদের মনে বেদনার শোক উৎপন্ন করে। শোকের অনুষ্ঠান মানুষের মনে সান্ত্বনা প্রদান করে।

আবার, মৃত্যু ও আইন পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কখনও বা সেটি প্রত্যক্ষভাবে কখনও বা সেটি পরোক্ষভাবে পরস্পর জড়িত। জীবনের মতো মৃত্যুর সঙ্গে আইনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যই আইনের সৃষ্টি হয়েছে। আবার মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃতদেহের সৎকার সহ পারলৌকিক ক্রিয়াদি মৃতব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বন্টন সবকিছুই কোন না কোন ভাবে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তবে মৃত্যুর ক্ষেত্রে মূলত দুটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ তা হল মৃত্যুর কারণ কি ও মৃতের সম্পত্তি কে বা কারা পাবে? শুধুমাত্র বর্তমান সমাজব্যবস্থাতেই নয়, বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতা যেমন, মিশর, রোম, মেসোপটেমিয়া গ্রীস, ব্যবিলন প্রভৃতি সভ্যতাতেও উক্ত দুটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আইনের মৃত্যুর সম্পর্ক বজায় ছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের উপর সম্পত্তির অধিকার জন্মায়। আইন মৃত্যু সম্পর্কে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার কিছু কিছু পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি আইনগত কিছু অধিকার, কিন্তু তা কর্তব্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন, মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ। পূর্বে স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই নিবন্ধীকরণ আবশ্যক ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে বর্তমানে স্বাভাবিক মৃত্যু ও অতর্কিত মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রে মৃত্যুর নিবন্ধীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ভারতবর্ষে সামাজিক প্রয়োজনে তথা সুস্থ স্বাভাবিক উন্নত সমাজজীবনের স্বার্থে আইনে কিংবা

বলা যায় সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য চরমতম অপরাধে অপরাধীর মৃত্যুদন্ড বা প্রাণদন্ড স্বীকৃত হয়েছে।

মৃত্যু সম্পর্কে যে প্রশ্নটি নৈতিকতার ক্ষেত্রে উত্থিত হয় সেটি হল 'মৃত্যু ঘটানো' বা 'মরে যাওয়া' কে অন্যায় বা মন্দ বলা যায় কিনা? কোন কোন মতে মনে করা হয় মৃত্যু হল ভয়ঙ্কর। তবে মৃত্যু যদি আপন বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঘটে তাহলে কোন আপত্তি থাকে না। সেক্ষেত্রে মৃত্যুকে অকালমৃত্যু কিংবা যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হওয়া যাবে না। জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হল মৃত্যু। কিন্তু জীবের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে যখন মৃত্যু ঘটে থাকে কিংবা প্রাকৃতিক কারণে (যেমন, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত প্রভৃতি), তখন নৈতিকতার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তবে মানুষের যেমন মৃত্যু ঘটে, তেমন তার মৃত্যু ঘটানো হয়। প্রথম ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রসঙ্গ না উঠলেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি নৈতিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারিক নৈতিকতায় মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিছু বিষয় হল নরহত্যা সমর্থন যোগ্য কিনা? ভ্রুণহত্যা বা গর্ভপাতকে ন্যায়সংগত বলা চলে কিনা? আত্মহত্যা ও কৃপাহত্যাকে সমর্থন করা যায় কিনা? ইত্যাদি। তবে, উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে নীতিবিদ নীতিদার্শনিকদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, মনুষ্যজীবনে মৃত্যু হল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য্য বিষয়। একজন মানুষের মৃত্যু বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে মৃত্যুকে আমাদের সাদরে গ্রহণ করতে হবে। এখানেই মৃত্যুর মাহাত্ম্য। প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য সৌন্দর্যময় মৃত্যু আবশ্যক। আবার মৃত্যু যদি না ঘটত, তবে জীবনের ক্রমবিকাশের প্রোত, প্রকৃতির



পরে আরও একটা জীবন আছে; এবং সেই জীবন অনন্তকালের। দর্শনশাস্ত্রীয় আলোচনায় মৃত্যুকে জীবনের একটি অংশ বলে মনে করা হয় এবং মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। এইভাবে প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত মৃত্যুর স্বরূপ সম্পর্কিত আলোচনা মানুষের মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করে আসছে।

ভাঙাগড়া খেলা, সর্বপরি জীবনের নানা প্রকার সম্ভাবনা সবই বিনষ্ট হয়ে যেত, যা জীবনের পক্ষে মোটেই কাম্য নয়। তাছাড়া মানবিক কারণেও মৃত্যুহীন জীবন অসহনীয়। মৃত্যু না ঘটলে পৃথিবীতে মানুষ সহ সমস্ত প্রাণী সারাজীবন জীবিত থাকে এবং তারা যদি সন্তান-সন্ততি উৎপাদন বংশ বৃদ্ধি ঘটাতে থাকে, তবে কোটি কোটি বছরে সমস্ত গ্রহাদি ভরে যাবে। মৃত্যুহীন জড়দেহ এই পৃথিবীতে চিরকাল অস্তিত্বশীল হয়ে থাকলে জীবনের এই গুরুভার পৃথিবী সহ্য করতে পারে না। তাই বিশ্বজগৎ ও মানবজগতে ধ্বংস, বিনাশ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবন নব নব রূপে প্রকাশিত হয়। তাই জীবনকে, পরিবেশকে, মহাবিশ্বকে সুন্দর রাখতে মৃত্যু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মৃত্যুর প্রয়োজনীয়তা বলতে স্বাভাবিক মৃত্যুকেই বোঝানো হয়েছে, নরহত্যা, কিংবা আত্মহত্যাকে বোঝানো হয়নি। একমাত্র স্বাভাবিক মৃত্যুই পারে সমাজে এবং বাস্তুসংস্থানে সর্বোচ্চ পরিমাণে ইতিবাচক প্রভাব পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন রয়েছে। প্রায় সকল ধর্মেও বিশ্বাস করা হয় মৃত্যুর

তথ্য সহায়তা:

স্বামী নিগৃঢ়ানন্দ, (২০০০), জীবাত্মা রহস্য, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯ স্বামী নিগূঢ়ানন্দ, (১৯৯১), মৃত্যু ও পরলোক, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ৯ প্রামানিক, প্রশান্ত (২০০০), মৃত্যু দর্শনে ও বিজ্ঞানে, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, ৭৯৯০০১

Hastings, J., (1908), Encyclopaedia of religion & Ethics, vol-4, T & T clark, 38 George Street, Edinburgh
Swami Abhedananda (1944) Life beyond death, Ramkrishna Vedanta math, Calcutta









'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' অধ্যায়নের ক্ষেত্রে একটি ক্যারিয়ারের নিশ্চিত নির্দেশিকা



তুমি কি একজন সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্রী, এবং এই বিষয়ে পড়াশোনা করে কোনো ভবিষ্যত নেই -এরকম কথা শুনতে শুনতে ক্লান্ত বোধ করছো? যদি তাই হয়, তাহলে এসো এই স্টেরিওটাইপটি ফেলি এবং বিশ্বায়নের এই যগে উত্তেজনাপূর্ণ এবং বহুমুখী ক্যারিয়ার অম্বেষণ করি। হ্যাঁ, আমি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথা বলছি। এই বিষয়টি সত্যিই অধ্যয়নের অন্যতম একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার আলোকে, যা দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থাকে নিবিড ভাবে প্রভাবিত করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়টিতে উচ্চস্তরে জ্ঞান অর্জন করতে ইচ্ছক শিক্ষার্থীদের সাধারণত স্নাতকস্তরে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। যাইহোক. এটি কোন বাধ্যবাধকতা নয়, যেসব শিক্ষার্থী স্নাতকস্তরে সমাজ বিজ্ঞান বেছে নেয়নি তারাও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে পড়তে পারে।

মাতকের পর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্যারিয়ারের পথ

মাতক বিভিন্ন ধরণের বিশ্লেষণাত্মক এবং ব্যবহারিক দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে যা ক্যারিয়ারের বিস্তৃত পথে অন্যতম প্রাসঙ্গিক

Shyamashree Roy Assistant Professor in Political Science

পাথেয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বদা একই বিষয়ে মাস্টার্স করা অপেক্ষা, ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে বহুমুখীতার জন্য উন্মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন বলা হয়, তোমার জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ তোমাকে সর্বদা সাবলীল ও আত্মবিশ্বাসী করে দেয়, তাই 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' বিষয়টির গভীরে যাওয়ার আগে হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য রইল কয়েকটি ক্যারিয়ারের পথ সন্ধান:

- বহুপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা
- বেসরকারি সংস্থা (এনজিও)
- ❖ স্থানীয় এবং জাতীয় সরকারী সম্পর্ক পরামর্শক হিসাবে কাজ করা
- মার্কেটিং এবং ক্লায়েন্ট রিলেশন অফিসার হিসেবে মিডিয়া এবং প্রকাশনা কোম্পানি তে কাজের সুযোগ

ভারতের কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মাস্টার্স প্রদান করে: জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ (International Relations এ মেজর)

□ যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে কমপক্ষে ৫০% নম্বর সহ স্নাতক ডিগ্রি এবং একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা



যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে এমএ

🛘 যোগ্যতা: 3-বছরের বি.এ. কমপক্ষে ৫৫% নম্বর সহ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ডিগ্রি বা মেজর এবং কলেজ কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হয়।

সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, নয়াদিল্লি আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলিতে এমএ

□ যোগ্যতা: ন্যুনতম ৫০% নম্বর বা সমমানের গ্রেড এবং একটি ভর্তি পরীক্ষা সহ যেকোনো বিষয়ে ৩ বছরের স্নাতক ডিগ্রি।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লি রাজনীতিতে এমএ (আইআর তে মেজর)

□ যোগ্যতা: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যুনতম ৫০% নম্বর সহ বিএ (অনার্স), বিএ (প্রোগ্রাম) বা বিএ (পাস) ডিগ্রিধারী সকল প্রার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য যোগ্য। অন্যান্য সকল বিষয় গ্র্যাজুয়েশনে ন্যুনতম ৬০% নম্বর থাকতে হবে। ৬০% বা তার বেশি নম্বর সহ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ (অনার্স) যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি।

ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটি, বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক সম্পর্কে এমএ

□ যোগ্যতা: ন্যূনতম ৫০% নম্বর বা সমমানের গ্রেড এবং কলেজ দারা পরিচালিত দক্ষতা মৃল্যায়ন পরীক্ষা সহ যেকোনো বিষয়ে ৩ বছরের স্নাতক ডিগ্রি।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সুযোগ

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়লে শিক্ষার্থীদের কাছে কর্মসংস্থানের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ক্ষেত্রটি অর্থনীতির বিভিন্ন দিকেও দুর্দান্ত সম্ভাবনা

সৃষ্টি করেছে। বেশ কয়েকটি পেশায় উচ্চ স্তরের প্রশাসন, তদন্ত এবং বিশ্লেষণের কাজের জন্য আইআর একটি ভাল ভিত্তি রূপে পরিগণিত হয়। এই শাখায় উৎকর্ষ ও সাফল্য অর্জনের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়ে, ডিগ্রি পাওয়ার একজন শিক্ষার্থী যে যে পেশা গ্রহণ করতে পারে সেগুলি হল:

1. সিভিল সার্ভিস

তুমি প্রতি বছর ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি) কর্তৃক পরিচালিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সাফল্যের পর ভারতীয় বিদেশী পরিষেবা (আইএফএস) -এ যোগ দিতে পারবে।

2. রাজনীতি এবং সরকার

কূটনীতিক, গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ বা রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করতে পারবে।

□ কূটনীতিক - একজন কূটনীতিক এমন একজন ব্যক্তি যিনি একজন বিদেশী রাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখেন. তার জাতির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তার জাতির স্বার্থকে প্রভাবিত করে এমন সব তথ্য সংগ্রহ করে এটিকে রক্ষা করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রতি ৷

□ রাজনৈতিক বিশ্লেষক - একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক এমন একজন ব্যক্তি যা সরকার কর্তৃক সাধারণত জননীতি বিশ্লেষণ, গবেষণার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় চিহ্নিতকরণ এবং বিদেশী সরকারী নীতি সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নিয়োগ করা হয়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা রাজনৈতিক গবেষণা এবং সংবাদের জন্য মিডিয়া হাউসের সাথেও কাজ করতে পারে।



73



3. ব্যবসা এবং আইন

□ লবিস্ট - একজন লবিস্ট একজন ব্যক্তি যিনি সাধারণত তার কর্মকর্তাদের সামনে তার প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন। তার প্রধান ভূমিকা হল তাদের এমন সিদ্ধান্ত বা সংশোধন করতে রাজি করা যা সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের উপকার করবে।

□ আন্তর্জাতিক আইনজীবী - আন্তর্জাতিক আইনজীবী আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আইন, অর্থ ও ব্যাংকিং নিয়ে কাজ করে এবং দেশগুলির মধ্যে বিরোধের মধ্যস্থতাও করে।

4. আন্তর্জাতিক সংস্থা

তুমি আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করতে পারবে যেমন জাতিসংঘ সংস্থা, European Union বিভাগ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, একজন আইআর বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

5. অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

একটি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক/আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করা যাবে, অথবা তুমি একটি সামাজিক কর্মী হিসেবে কাজ করতে পারো যাতে আমাদের রাজনীতিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং শান্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকে। এমনকি তুমি একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিচালিত অলাভজনক সংস্থায় যোগ দিতে পারো যা তোমাকে বিশ্বব্যাপী নাগালের সাথে তোমার ক্যারিয়ার গঠনে সহায়তা করবে। ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং রেড ক্রসের মতো অলাভজনক সংস্থাগুলি

বিশ্বব্যাপী পরিষেবা প্রদানকারী কিছু অলাভজনক সংস্থা আছে।

6. শিক্ষা ও অধ্যাপনা

তুমি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে মাস্টার্স করার পর, জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ (জেআরএফ) এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক পরিচালিত অধ্যাপনার জন্য জাতীয় যোগ্যতা পরীক্ষা দিতে পারবে । এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর. শিক্ষার্থীরা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা এবং বৃত্তির জন্য যোগ্য, নেতৃস্থানীয় কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী অধ্যাপনার জন্য একটি অবস্থান নিশ্চিত করে। আমি নিজে রাষ্ট্র বিজ্ঞান নিয়ে B.A Honours পর, মাস্টার্স স্তরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন করেছি এবং সেই বিষয়ে এম.ফিল (M. Phil) কোর্সও সম্পন্ন করেছি। এই বিষয়টি বিশ্বের রাজ্যগুলির বৈদেশিক নীতিগুলি এবং বিশ্ব রাজনীতির বৃহত্তর বোঝার জন্য আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। ফলস্বরূপ, আমি ইন্টারন্যাশনাল এবং এরিয়া স্টাডিজ বিষয়ে UGC- National Eligibility Test, পলিটিক্যাল সায়েন্স বিষয়ে WB State Eligibility Test তেও যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছি এবং UGC-Junior Research Fellowship পেয়েছি যা আমাকে অধ্যাপিকা হিসেবে আমার ক্যারিয়ার গঠনে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে এবং গবেষক হিসেবে আমার সুযোগ বিস্তৃত করেছে।











গোঁফের আমি গোঁফের তুমি গোঁফ দিয়ে যায় চেনা ?

ব্যক্তি অভিন্নতাঃ একটি দার্শনিক সমস্যা



সৌতি বসু

সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

অনেক বছর আগে একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম, সেখানে একজন সৎ গোয়েন্দা অফিসার (মনে করা যাক, তার নাম গোপাল) একজন অতি কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীকে (ধরা যাক তার নাম রাখাল) ধরতে চান এবং তার থেকে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে চান কিন্তু সেই তথ্য সংগ্রহ করার আগেই রাখাল একটি বিমান দুর্ঘটনায় আহত এবং কোমায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ফলে, ওই তথ্যটি উদ্ধার করার আর কোন আর কোন সুযোগ ওই গোয়েন্দার (গোপাল) কাছে থাকে না। এই পরিস্থিতিতে গোপাল অর্থাৎ ওই গোয়েন্দা অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের মুখ পরিবর্তন করে রাখালের মতো করে নেন এবং তথ্য সংগ্রহের অভিপ্রায় রাখাল সেজে সন্ত্রাসবাদি দলে ঢুকে যান। রাখাল কিছুদিন পর সুস্থ হয়ে যখন বিষয়টি অনুধাবন করে তখন সেও আবার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজের মুখাবয়ব গোপালের মতো করে ফেলে। অর্থাৎ, গোপালকে রাখালের মতো দেখতে হয়ে গেল আর রাখালকে গোপালের মতো। এরপর গল্প নিজের গতিতে এগোতে থাকে কিন্তু এখানে যে দার্শনিক প্রশ্নটি উঠে আসে তা হল, রাখাল এবং গোপালের চেহারা পরিবর্তন হওয়ার পর, কাকে আমরা গোপাল বলে ডাকবো আর কাকে আমরা রাখাল বলে চিনবো? সোজা

কথায়, আমরা একজন ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করব কীভাবে? ব্যক্তি অভিন্নতার মানদন্ড কি হবে ?

সাধারণভাবে, আমরা একজন ব্যক্তিকে, সেই বলে চিনতে পারি তার চেহারা দেখে, মুখাবয়ব দেখে। গত সপ্তাহে আমার যে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যাকে 'সুচিত্রা' বলে অভিহিত করেছিলাম, আজ 'সেই বন্ধুই' (সুচিত্রা) আমার বাড়িতে এসেছে- যখন আমরা এই ধরনের দাবি করি অর্থাৎ মনে করি যে গত সপ্তাহে দেখা ব্যক্তি এবং আজ আমার বাড়িতে উপস্থিত ব্যক্তি – দুজন অভিন্ন, তখন, আমাদের এই দাবীর মূল কারণ হলো দুজন ব্যক্তির দৈহিক অভিন্নতা। এক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয় যে, যেহেতু দুজনে একই দেহের অধিকারী, তাই দুজনে অভিন্ন। তবে, একই দেহের অধিকারী বলার অর্থ কিন্তু কখনোই এই নয় যে, ওই দুটি দেহের অর্থাৎ গত সপ্তাহে আমার বন্ধুর দেহ আর আজ আমার বাড়িতে উপস্থিত বন্ধুর দেহের কোষগুলিও অভিন্ন। কারণ, বাস্তবে তা কখনোই সম্ভব নয়। আমাদের দেহে নিয়ত কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া চলছে। আমরা খাদ্য-পানীয় গ্রহণ এবং বর্জন করছি। জীবদেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয় হচ্ছে। সুতরাং, গত সপ্তাহের দেহে যে কোষগুলি



বিদ্যমান ছিল, আজকের দেহেও সেই একই কোষগুলি বৰ্তমান আছে- একথা বলা যায় না। তাহলে কীভাবে আমরা আগে দেখা মানুষকে আজকে দেখে একই ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করি? কোষের নিয়ত বিভাজন ঘটলেও এই প্রক্রিয়া খুবই মন্থর। সেই কারণে মূলগত দৈহিক অবয়বের পরিবর্তন খুব সহজে ঘটে না। ব্যক্তির বাহ্যিক। আকারগত পরিবর্তনও খুব সহজে হয় না। অর্থাৎ কোষ বিভাজনে পরিবর্তন মানবদেহে ঘটে, ফলে মানবদেহের আকারগত বিন্যাসের মূলগত কোন পরিবর্তন ঘটে না। হাত-পা- মুখাবয়ব প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন বিন্যাস একই থাকে, তাই এক সপ্তাহ আগের দেহ আর এক সপ্তাহ পরের দেহকে এক এবং অভিন্ন বলেই মনে হয়। প্রশ্ন হতে পারে. জড় জগতের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা যায়? মনে করা যাক, একটি ঝর্ণা কলমের নিবটি খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে নিবটি পরিবর্তন করা হল, তারপর তার ঢাকনাটি হারিয়ে গেল, তখন, অন্য একটি কলমের ঢাকনা লাগিয়ে নেওয়া হলো, তার কিছুদিন পর ওই কলমটি ফেটে গেল, তখন খোলটিও পরিবর্তন করা হল, এভাবে কলমটির প্রতিটি অংশই পরিবর্তিত হয়ে গেল। এখন প্রশ্ন হলো, ওই কলমটিকে কি আর আগের কলমের সঙ্গে অভিন্ন বলে দাবী করা যাবে? বোধহয় না। কিন্তু, বস্তুজগতের ক্ষেত্রে আমরা যত সহজে 'না' বলতে পারি মানবদেহের ক্ষেত্রে বোধহয় তা বলতে পারি না। একজন মানুষের যদি কিডনি বা যকৃৎ প্রতিস্থাপন হয় বা হৃদপিন্ড প্রতিস্থাপন হয়, তখন কি আমরা তাকে অন্য মানুষ বলে মনে করি? কখনোই না। এই অঙ্গ গুলি সবকটি প্রতিস্থাপনের পরেও আমরা তাকে আগের ব্যক্তি বলেই মনে করি। হৃদপিও, যকৃত বা কিডনির মতো মানবদেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এখন, কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্ক যদি পরিবর্তিত হয়ে যায়, তাহলেও কি তাকে অভিন্ন ব্যক্তি বলে গণ্য করা যাবে? মনে করা যাক, একজন ব্যক্তির মস্তিষ্ক প্রতিস্থাপিত হলো, বা এমন যদি হয় যে, 'ক- ব্যক্তির ' মস্তিষ্ক 'খ- ব্যক্তির ' দেহে এবং 'খ- ব্যক্তির ' মস্তিষ্ক 'ক-ব্যক্তির' দেহে প্রতিস্থাপিত হলো। সোজা কথায় দজন ব্যক্তির মস্তিষ্ক অদল-বদল করা হলো. তাহলেও কি আমরা ওই দুই ব্যক্তিকে অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করব? যকৃত বা হৃদযন্ত্র প্রতিস্থাপনের পরেও যেমন দুটি দেহকে অভিন্ন বলা যায়, এক্ষেত্রে ঠিক তত সহজে বোধ হয় দৃটি দেহকে অভিন্ন বলা যাবে না। কারণ মস্তিষ্ক যে দেহে থাকে, ব্যক্তি সে দেহের সঙ্গেই অভিন্ন- এমন এক চিন্তা প্রবণতা আমাদের মধ্যে রয়েছে। আপাতভাবে, একজন ব্যক্তিকে তার দেহের মাধ্যমে চিহ্নিত করলেও লক্ষণীয় বিষয় হলো, একজন ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যত না তার চেহারার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি. তার থেকে অনেক বেশি নির্ভর করি তার আত্ম পরিচয়ের উপর – তিনি অতীতকে কীভাবে বর্ণনা করছেন, অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে তার আন্তঃসম্পর্ককে সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারছেন কিনা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে তিনি আগের মতোই আদান-প্রদানে সক্ষম কিনা, তার বর্তমানের মানসিক গঠন তার অতীতের মানসিক গঠনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কিনা প্রভৃতি বিষয়গুলি একজন ব্যক্তিকে সেই ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেখা যাচ্ছে যে, মস্তিষ্ককে দেহের



একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে গণ্য করলেও ব্যক্তি অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের গুরুত্ব অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি।

এই প্রসঙ্গে ব্যক্তি অভিন্নতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়। ব্যক্তি অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক দার্শনিক দেহাত্মবাদী তত্ত্বকে পরিহার করে স্মৃতিনির্ভর ব্যাখ্যার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক জন লক তাদের মধ্যে অন্যতম।। ব্যক্তি অভিন্নতার স্মৃতিনির্ভর ব্যাখ্যা দেহনির্ভর ব্যাখ্যার তুলনায় বেশি গ্রহণযোগ্য কিনা তা আলোচনার আগে লক স্মৃতি বলতে কী বুঝেছেন, তা একটু বুঝে নেওয়া যাক। স্মৃতি হল পূর্ব অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক। স্মৃতি দু প্রকার হতে পারে- নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি বা ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং ব্যক্তিগত স্মৃতি। আমি মনে করতে পারি যে ১৭৫৭ তে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল বা ১৯৪৭ -এ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। এগুলি ঐতিহাসিক ঘটনা। পাঠ্যপুস্তক বা অন্য কোনো মাধ্যম থেকে আমি এই তথ্য লাভ করেছি, যেগুলি আজ স্মরণ করতে পারছি, এগুলি আমার ব্যক্তি অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় নয়। এই ঘটনাগুলিকে আমি সাক্ষাৎ ভাবে ব্যক্তি অভিজ্ঞতায় অনুভব করিনি তাই এইসব বিষয়ে আমার স্মৃতি থাকলেও সেগুলি নৈর্ব্যক্তিক স্মৃতি, ব্যক্তিগত স্মৃতি নয়। লক নৈৰ্ব্যক্তিক স্মৃতিকে যেমন ব্যক্তি অভিন্নতার মানদণ্ড হিসেবে মানতে চাননি তেমনই অর্জিত পটুত্ব বা পারদর্শিতার স্মৃতিকেও তিনি বর্জন করতে চেয়েছেন। আমি সাঁতার কাটতে ভুলিনি মা সাইকেল চালানো মনে রেখেছি- এই ধরনের স্মৃতিও লকের মতে অভিন্নতা প্রকাশের পক্ষে সহায়ক নয়। কেবল

ব্যক্তিগত স্মৃতি যা একজন মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে সাক্ষাৎ অনুভবে লাভ করেছে তার দ্বারাই ব্যক্তির অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত স্মৃতি বলতে সেই সব স্মৃতিকে বোঝায় যা একজন মানুষের জীবনের সত্যিই ঘটেছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে ব্যক্তিগত স্মৃতির উদ্ভব হয় সেই স্মৃতি ব্যক্তি অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে।

এখন, ব্যক্তি অভিন্নতা বিষয়ক সমস্যার সমাধানে দেহভিত্তিক ব্যাখ্যার তুলনায়, এই স্মৃতি ভিত্তিক ব্যাখ্যা যে অনেক বেশি জোরালো, তা বলাই দৈহিক বাহুল্য। রাখাল-গোপালের ঘটনায় অভিন্নতার ভিত্তিতে গোপালের ব্যক্তি অভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হলেও স্মৃতিনির্ভর ব্যাখ্যায় কিন্তু তা সহজেই করা সম্ভব। রাখালের পক্ষে কখনোই গোপালের গোয়েন্দা জীবনের পূর্ব-অভিজ্ঞতা স্মরণ করা সম্ভব হবে না আবার গোপালের পক্ষেও রাখালের অপরাধী জীবনের সব অভিজ্ঞতার ব্যক্তিগত স্মৃতির পুনরুদ্রেক সম্ভব হবে না। মুখাবয়বের পরিবর্তন সম্ভব হলেও অন্য ব্যক্তির স্মৃতির অধিকারী হওয়া সহজ নয়। তাই ব্যক্তি অভিন্নতার স্মৃতিনির্ভর ব্যাখ্যাকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক বার্নার্ড উইলিয়ামস অবশ্য স্মৃতিনির্ভর ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে জোরালো আপত্তি তুলেছেন। একটি কল্প-পরীক্ষণের সাহায্যে উইলিয়ামস তাঁর আপত্তিটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মনে করা যাক,চার্লস এবং রবার্ট নামের দুজন ব্যক্তি এসে দাবি করলো যে তারা গাইফক্স (যিনি অনেক দিন আগে মারা গেছেন) নামের তৃতীয় একজন ব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। দেখা



তৃতীয় একজন ব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না।
উইলিয়ামস মনে করেছেন ব্যক্তি অভিন্নতার
স্মৃতিনির্ভর ব্যাখ্যা কোনদিনই 'problem of
duplication' এর সমস্যাকে এড়াতে পারবে না।
আমরা দুজন ব্যক্তিকে সাধারনত তাদের স্মৃতির
ভিত্তিতেই অভিন্ন বলে দাবি করে থাকি, কিন্তু

গেল, চার্লস এবং রবার্ট এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারছেন যা গাইফক্সের জীবনে ঘটেছে বলে জানা আছে। একই সঙ্গে তারা আরও এমন অনেক ঘটনার কথা বলছেন যা কারোর জানা নেই কিন্তু সেগুলি সত্যি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি কারণ সেইসব অজানা ঘটনার ভিত্তিতে গাইফক্সের জীবনে এমন অনেক ঘটনার বা ক্রিয়াকর্মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যা এতদিন পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন, চার্লস এবং রবার্টের স্মৃতি যদি গাইফক্সের সঙ্গে অভিন্ন হয় তাহলে ব্যক্তি অভিন্নতা তত্ত্বের স্মৃতিনির্ভর ব্যাখ্যা অনুযায়ী চার্লস রবার্ট দু'জনকেই গাইফক্সের সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা অসম্ভব। চার্লস এবং রবার্ট দুজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাদের জীবনযাত্রা আলাদা, চিন্তাধারা আলাদা, তাদের আবেগ -অনুভূতি প্রভৃতি সবকিছুই আলাদা, তারা কখনোই

ব্যক্তি অভিন্নতা বিষয়ক সমস্যা শুধু দার্শনিক জগতেই সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তবেও এই সমস্যার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ভাওয়ালের রাজার মৃত্যুর পর যে সন্ন্যাসী এসে নিজেকে রাজা বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, তিনি কি প্রকৃতই রাজা ছিলেন, নাকি কোন ভন্ত? সেই সমস্যার সমাধান করতে অনেক বছর সময় লেগেছিল।

উইলিয়ামস উক্ত সম্ভাবনা সেখানে সব সময়

থেকেই যায়।









সাহিত্যে বাস্তবতাবোধ ও দুটি বাংলা গল্প



দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

সাহিত্যে বাস্তব-এর ধারণাকে বস্তুবাদী চেহারাটা থেকে বের করে আনার চিন্তা শুরু হয়ে গেছে বিশ শতকের শুরু থেকেই। তার আগে বাস্তবের সঙ্গে মিশে ছিল এক আদর্শবাদী চিত্রশিল্পে ভাবনার এক দ্যোতনা। প্রথম 'तिराः निজय' भक्षि প্রয়োগ হচ্ছে ১৮৫৫ সালে, তবে বাস্তবতাবোধের উন্মেষ সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই আছে। কিন্তু যাকে রিয়েলিটি বলা হয়, সেই বিশেষ বাস্তবতাবোধের প্রতিফলন সাহিত্যে আসছে জোনাথন সুইফটের (১৬৬৭ - ১৭৪৫) তিনি রচনাতেই। গালিভার্স ট্রাভেলস-এ বিশ্লেষণমূলক বাস্তবতার ছবি দেখতে চেয়েছিলেন। তবে, বাস্তবের ধারণা তারপরেও বিবিধ বিবরণের উপর নির্ভরশীল ছিল।সঙ্গে ছিল নৈতিক আদর্শের স্পষ্ট প্রভাব। এই বস্তুগত বিবরণ ও নীতিগত আদর্শের ভিত্তি নিয়ে বহমান থেকেছে ডিকেন্স, জর্জ এলিয়টের উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসধারাতেও, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ব্যতিক্রমী রচনা বাদ দিলে. নৈতিক আদর্শের একইভাবে বাস্তবতাবোধে ছায়াপাত ঘটেছে অহরহ। উনিশ শতকেই ফ্রান্স -এ বাস্তবতার এই আদর্শবাদী রূপায়নের বিপরীতে অন্য ধারার রচনা গড়ে উঠতে থাকে। বালজাক , ফ্লবের প্রমুখ রিয়ালিজমের নৈর্ব্যক্তিক উপস্থাপনাকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন।এই অজেক্টিভিটি কিছুদিন প্রিয় ন্যাচারালিজম-কে নিয়ে এসেছিল; জোলা ১৮৯০ থেকেই সেই ন্যাচারালিজমকে সমর্থন জানান। বোদলেয়ার এই ভাবনাকে সুন্দরভাবে

রূপায়ণ করেন। তবে সাহিত্যে এই ন্যাচারালিজম স্থায়ী হয়নি। মোট কথা, সাহিত্যে বাস্তবতার অন্তর্গত সত্যের দিকে সন্ধান শুরু হয়েছিল বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই।

রিয়েলিটি থেকে এই ট্রথের যাত্রাপথে সাহিত্যিকেরা নানারকম রচনাপদ্ধতি মনোবিশ্লেষণ অবলম্বন করেছেন। চেতনাপ্রবাহের ব্যবহার তার মধ্যে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারন এই দুই পদ্ধতি সাহিত্যে বাস্তবতা প্রকাশের রীতিপদ্ধতি বদলে দিয়েছিল। যে বর্ণনামূলক বাস্তবতা পাঠে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, তা মনোবিশ্লেষণ এবং চেতনাপ্রবাহের প্রবেশে নিমেষে অন্তর্হিত হয়েছিল। আসলে এ ছিল আমাদের চেনাশোনা জগতে এক বিপ্লবের মতো! এই চেনা জগৎকে অন্যরকম দেখা, যে অস্বস্তির জন্ম দেয়, তাকেই ফ্রাঁঙ্কফুর্ট স্কুল বলছেন এক আঘাত বা 'শক '; ওয়াল্টার বেঞ্জামিন (১৮৯২-১৯৪০) ছিলেন এই ভাবনার এক স্থপতি, আর সেই " Ben amin associates the force of modernist writing with its shock effect that defamiliarises a habitual, customary response to reality."(Morris: 2003: 22); সাহিত্যে বাস্তবতার ধারণায় এক গুণগত মাত্রা সংযোজিত হল সমাজতন্ত্রবাদী সমালোচকের প্রচেষ্টায়, বিশ শতকের ত্রিশের সাহিত্যকে ধারার লেখকেরা প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে ভাবলেন



記事業の

সাহিত্যে নিছক মনোরঞ্জনের দিকটিকে অস্বীকার করলেন। তাঁরা, বাস্তবের রূপ যেমন আছে তেমনই তুলে ধরে, সমাজের কল্যাণের আদর্শ তার মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করতে চাইলেন। তবে, এই ধারাটি অতি দ্রুত নানান শিল্পরীতির পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে শুরু করলো এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দিকটি বজায় রেখেই মানুষকে তার দ্বন্দ্বময় বিকাশের ধারায় রেখে দেখতে শুরু করলো। ফলে, গল্প ও উপন্যাসের শিল্পরীতির নৃতনত্বে বাস্তবকে ট্রুথের দিক থেকে চাইলেন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পরের লেখকেরা।

বিশ শতকের মাঝামাঝি ফ্রান্স -এ যে 'নতুন নভেল' আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তাতে লেখার কোন দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করা দরকার, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলেছিল। তাঁদের কাছে মানুষের অনুভবপ্রবাহ প্রধান উপাদান হিসেবে দিয়েছিল। মানুষের শ্রেণিচরিত্র স্বাতন্ত্র্যসূচক ব্যক্তিত্ব ছিল এই ধারার লেখকদের মূল উপজীব্য। পরে, ল্যাটিন আমেরিকার 'জাদু বাস্তবতা' বিষয়টি সামনে এলে দেখা গেল যে মানুষের অনুভবকে তার দেশজ সমাজ ও পটভূমির মধ্যে প্রোথিত করে দেখলে এতে বাস্তবতার এক নতুন মাত্রা উন্মোচিত হচ্ছে। ম্যাজিক রিয়েলিজম -এর মূল কথাই হল, আপাত অবাস্তব কল্পনা ও ফ্যান্টাসির দিয়ে কঠোর মধ্যে রূপায়ন। বাস্তবের নির্মম চিত্রণের পাশাপাশি এতে থেকে ব্যক্তির অসহায়ত্ব। ম্যাজিক রিয়েলিজম সাহিত্যে সেই কাঞ্জ্মিত টেনশন নিয়ে আস্তে পারে, যা বর্তমান যুগের মূলগত কাঠমো নির্মাণ করেছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।

বাস্তবাতার এই তাত্ত্বিক ধারণায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারিণী মাঝি' গল্পের বাস্তবতা বোধের চেহারাটা দেখে নেওয়া যেতে পারে। এই গল্পের মূল চরিত্র এক মাঝি, যার নাম তারিণী এবং স্ত্রীর নাম সুখী। তাদের জীবনের এক মুহূর্তের ঘটনাকে গল্পের শেষে তুলে ধরেছেন গল্পকার। এই গল্পে তারিণী এক দক্ষ মাঝি এবং সে সাঁতারে খুবই পটু। কিন্তু যখন নদীতে বন্যা আসে এবং দিকভ্রান্ত তারিণী ও সুখী নদীর গভীর খাতের মধ্যে এসে পড়ে, তখন তারিণীর সাঁতারের দক্ষতা কোন কাজে আসে না। যখন তারা নদীর জলের তলিয়ে যাচ্ছে, তখন সুখী প্রাণপণে তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে; এর ফলে তারা আরো তলিয়ে যেতে থাকে। এমন সময় তারিণীর বুকে বাতাসের অভাবে প্রবল কষ্ট হতে থাকে; প্রাণপণে সে সুখীর হাতের বাঁধন ছড়াতে চায়। এই প্রচেষ্টায় তার হাত পড়ে যায় সুখীর গলায়। সে প্রাণপণে গলা টিপে ধরে সুখীর। ধীরে ধীরে সুখীর হাত আলগা হয়ে যায় এবং তারিণী ভেসে ওঠে। সে তার প্রেমকে জীবনের জন্য এক মুহুর্তে হত্যা করে। বাস্তবতার এই জান্তব চেহারার গল্পের পাঠক কেঁপে ওঠে! একেই বোধহয় বলে ন্যাচারালিজম বা প্রকৃতিবাদ। বাস্তবতার এই রূপটি সাহিত্যে খুব জনপ্রিয় হয়নি। কারণ মানুষ বাস্তবতাকে আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চায়। ফলে মানুষের জীবনে সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই বাস্তবতার অঙ্গ হয়ে থাকে।

প্রাত্যহিক ব্যবহারিক বাস্তবতা লেখকেরা মুক্তি চেয়েছেন। তাঁদের অম্বিষ্ট হয়েছে মানুষের জীবনের অভ্যন্তরীণ সত্য। এই রিয়েলিটি থেকে ট্রুথের দিকে যাত্রা আধুনিককালের গল্পে বার



খুঁজে পাওয়া গেছে। বিখ্যাত গল্পকার, অধ্যাপক উদয়ন ঘোষ-এর গল্পে আমরা এই বাস্তবতার এক ভিন্ন মাত্রা সন্ধান করবো। উদয়ন ঘোষ ছিলেন মূলত লিটল ম্যাগাজিনের লেখক। তিনি তাঁর গল্পে বর্তমান সমাজ ও সামাজিকের টানাপোড়েন, টেনশনকে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তাই নিছক বর্ণনামূলক বাস্তব কখনোই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। যে সময়টাতে তিনি নিজের অভিজ্ঞতাকে পাচ্ছেন, গল্প রচনা করছেন, সেই সময়ের মধ্যেও ছিল এই আত্মঘাতী টেনশন। কোনো আদর্শবাদী ভাবনা থেকে নিটোল জীবনবাদ তাঁর অভিজ্ঞতাতেই ছিল না, তাই তিনি তাঁর সাহিত্যে সেই আদর্শবাদী বাস্তবকে নিয়ে আসতে পারেন নি। পরিবর্তে তাঁর গল্প হয়েছে একটি যুদ্ধ ঘোষণা, তাঁর গল্পে পাওয়া গেছে উদ্যত প্রতিবাদ। এই যে তাঁর একেকটি গল্পকে বলা হচ্ছে এক একটি যুদ্ধ, তা এই যুদ্ধের দুই পক্ষ কারা ? এখানে একটি পক্ষ হল মানুষ, সেই মানুষ যে নিজের অস্তিত্বে নিখোঁজ এক সত্তা নিয়ে বসবাস করে। সেই মানুষ যে প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতে হতে বেঁচে থাকে। আর অন্যদিকে রয়েছে পীড়নকারী, সমাজের সেই মানুষ ও তার তৈরী সেই তন্ত্র, যা মানুষের গরিষ্ঠতম অংশকে করেছে হতাশ ও পরাজিত। পুঁজির এই বিষম বন্টনের ফলে উদ্ভূত মানবতার অসম্মানকে

উদয়ন ঘোষ নিজের সম্পর্কে লিখেছেন "সে হত্যাকারী। শব্দকে হত্যা করে. উপমাকে
হত্যা করে। রূপকল্পকে হত্যা করে. গল্পকে হত্যা
করে। জীবনকে হত্যা করে. এবং এই সব হত্যা
করে সে অমর হতে চায়। যদিও মানুষ মরণশীল,

নিজের গল্পে এক তথাকথিত অপরিচিত শিল্পরূপে

তুলে এনেছেন এই গল্পকার।

উদ্যান ঘোষ অমর হতে চায়। ""(ঘোষ, ১৯৯৫: ভূমিকা); আসলে উদয়ন ঘোষ জানেন যে তিনি যে গল্প লিখছেন, তা প্রচলিত গল্প পাঠের অভিজ্ঞতায় ধরা যাবে না। তাই তিনি সার্কাস্টিকালি লিখেছেন যে উদয়ন গল্পকে হত্যা করেন। । এই হত্যা আসলে নতুন গল্পবোধের জন্ম দেয়। তাঁর গল্পে বারবার নতুন উপমা, নতুন বাক্যবন্ধ , এমনকি নতুন ধরণের গ্রন্থন পাঠককে চমকিত করে। এই চমক পাঠককে নিয়ে যায় এক অস্বস্তির জগতে, যেখানে পাঠকের মনে তৈরী হয়ে ওঠে সত্যের এক নতুন কাঠামো। বহির্বান্তব থেকে অন্তর্বান্তবের এই যাত্রাটি উদয়ন ঘোষ তাঁর গল্পকার হয়ে ওঠার পথে একেবারে শুরুতেই আত্মন্থ করে নিয়েছিলেন। তাঁর গল্পে বান্তবতার ভিন্ন মাত্রাকে বুঝে নেওয়ার জন্য তাঁর একটি গল্পের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

বেশিরভাগ উদয়ন ঘোষের গল্পই অগ্রন্থিত। তিনি ছিলেন লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক। তাঁর গল্পভাবনা ও প্রকাশরীতি, কোনোটিই বড়ো প্রকাশনা হাউসের জন্যে উপযুক্ত ছিল না। শোনা যায়, কোনো একটি বড়ো এবং প্রভাবশালী প্রকাশনা সংস্থা তাঁকে ডেকে নিয়ে গল্প প্রকাশ করতে চেয়েছিল, কিন্তু কিছু সংশোধন তার জন্য আবশ্যিক শর্ত ছিল। উদয়ন ঘোষ সেই শর্ত মানেন নি, ফলে সেই বড় প্রকাশনা তাঁর গল্প ছাপে নি। একদিকে যেমন তিনি আপস করতে পারছেন না, অন্যদিকে তিনিই কখনো তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত লেখক না হতে পারার জন্য দুঃখ পেয়েছেন। উদয়ন ঘোষের মোট ৬ টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। সংকলনগুলিতে মোট ৩৮ টি গল্প স্থান পেয়েছে। পাঁচটি সংকলন লিটিল ম্যাগাজিন বা ছোট করেছিলেন প্রকাশকের আর একটি প্রকাশ



প্রতিক্ষণ। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিক্ষনের গল্প সংকলনটি বহুল প্রচারিত, যদিও এখন মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায় না। এই সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল যে গল্পগুলি –

গ্রন্থনাম - উদয়ন ঘোষের ছোটোগল্প (প্রতিক্ষণ) ভূমিকা/লেখালেখি

কোলকাতা সোনার তরী

কুয়োতলাঃ তরুণ রায়
কুয়োতলাঃ আমবাগান
শান্তনুর গ্রহরত্ন (অসম্পূর্ণ)
দাসদাসীর গল্প
একটি পরিমার্জিত অ-বাঙালী গল্প
উদয়ন ঘোষের সন্ধানে চারটি চরিত্র
লাল পিঁপড়ে কালো পিঁপড়ে

'কলকাতা সোনারতরী' গল্পে কৃষ্ণকান্ত সুনীলমাস্টারের মধ্যে যে টানাপোড়েনের চিত্র এঁকেছেন গল্পকার তা ইতিহাসের বিস্তৃত সময় ঘুরে বাস্তবকে এক বিশেষ পটভূমি দিয়েছে। কৃষ্ণকান্ত কোনোদিন কলকাতা যায় নি, কিন্তু সুনীলমাস্টার কলকাতার লোক; তাই তার দাবি এসে সবকিছু নিয়ে যায়। সুনীল কৃষ্ণকান্ত ও তার স্ত্রীকে কলকাতা নিয়ে যাবে। কিন্তু কৃষ্ণকান্ত কবিরাজি বড়ি না খেয়ে তো পারবে না। টাই তার ঘুম আসে আর তার স্ত্রী দুর্গা কলকাতা চলে যায় সুনীলের একটা ক্যালেন্ডার "মেঝেতে পড়ে এলোমেলো উড়ছে। একবার সাদা, আরেকবার হাওড়ার ব্রিজ।" ঘরের বউ চলে যায়। পেছনে পড়ে থেকে কৃষ্ণকান্ত। সে ঘরের ক্যালেন্ডারের পাতায় কলকাতার ছবিগুলিকে এক এক করে ছিঁড়তে থেকে। এর মধ্যে দিয়েই কলকাতার পুঁজির স্বপ্ন ভালোবাসা ও মানবিকতাকে কিভাবে বুঝিয়ে করছে, তা গল্পকার

চলেন। গল্পের শেষ হয় এইভাবে -"অদূরে হাওড়ার ব্রিজ মেঝেতে টানটান শুয়ে। সে তারই কাছে যাবে। " এই গল্পে কৃষ্ণকান্তের অসহায়তাকে লেখক তুলে ধরেছেন কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের সংঘাতের মধ্যে দিয়ে, আর তার কলকাতা যাবার অদম্য ইচ্ছের ক্রমাগত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। গঙ্গে ক্যালেন্ডার, ছবিওয়ালা ক্যালেন্ডার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কলকাতার আকর্ষণকে এক একটি ছবির আদলে প্রকাশ করা হয়েছে। শেষে সেই উপনিবেশের কালের সবচেয়ে বড় চিহ্ন-এর আকর্ষণকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে জীবনের অসহায় অবস্থার অন্তর্নিহিত সত্যকে বাইরে এনেছেন গল্পকার।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উদয়ন ঘোষ এই দুজন গল্পকারের গল্পের সময়-প্রেক্ষিত এবং জীবনাদর্শ ছিল ভিন্ন। এঁদের গল্পে বাস্তবতা বোধের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা দেখতে পাওয়া গেল। যদিও একটি একটি মাত্র গল্পে, এই দুই মহান স্রষ্টার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, তবুও এই গল্পদুটির মাধ্যমে আমরা সাহিত্যে বাস্তবতার দুটি ভিন্ন মাত্রা দেখতে পেলাম। সাহিত্যের বাস্তব যুগে যুগে তার অভ্যন্তরীণ বিষয় বিশ্লেষণ বদলে ফেলেছে। এই বদলে যাওয়া বাস্তবতার মাত্রার মধ্যেই আধুনিক সাহিত্যের সমস্ত চিহ্নগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি :-

Morris. Pam; 2003; *Realism*; Oxon; Routledge.

ঘোষ, উদয়ন। ১৯৯৫। *উদয়ন ঘোষের ছোটগল্প।* কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন্স।





বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা





দেবায়ন চৌধুরী সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

কবিতার আলোচনায় পঞ্চাশ, সত্তর কিংবা নব্বই দশকের কথা আমরা যতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়ি ; চল্লিশ, ষাট কিংবা আশির কবিতা সেভাবে পড়ি না। শিল্পী ও সময় পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দশকওয়ারি যে পরিচয় গড়ে তোলে, তার মূলে প্রতিষ্ঠানের অবদানও কম নয়। কবি মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'ষাট দশকের কবিতা' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, পঞ্চাশের মতো প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য পাননি ষাটের কবিরা। তেমনই 'পরিস্থিতি বা সুযোগ বা নিজস্ব মেজাজ'-এর কারণেই তাঁরা দল-বেঁধে উঠতে পারেন নি। 'দলহীনদের একটা দল'— ষাটের কবিদের মধ্যে বিজয়া মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে— "বিজয়া মুখোপাধ্যায় কিন্তু অন্যরকম। প্রথম থেকেই তাঁর কবিতা বক্তব্যপ্রধান। এবং তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য শেষ পরিণতি পায় কোনো-না-কোনো স্পষ্ট তত্ত্ব। বিজয়া যেন হৃদয় থেকে, ইন্দ্রিয়ের ধমনীজালে বিস্তৃত না হয়ে, সরাসরি পৌঁছে যান মেধায়। তাঁর জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা-অনুভূতি নিংড়ে ওঠে তত্ত্ব, তাঁর সত্য। বিজয়ার তত্ত্বাম্বেষী মন শিল্পের পক্ষে কখনও-কখনও ক্ষতিকর হলেও ওটি তাঁর সহজাত, অনেকের মতো ভাণ নয়।" ('আধুনিক কবিতার ইতিহাস', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ

বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ: ১৮৯)

(২) বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৭ সালের ১১ মার্চ, ঢাকায়। পরবর্তীকালে চলে আসেন কলকাতায়। ১৯৬৪ সাল থেকে কবিতাচর্চার শুরু। অবশ্য এর আগের বছরই 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। '১৯৬৫–তে ধ্রুপদী পত্রিকায় তাঁর কবিরূপে আত্মপ্রকাশ। হৃদয়গ্রাহী উচ্চারণভঙ্গী বিজয়ার কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।"—জানিয়েছেন অশোককুমার মিশ্র তাঁর 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা' (দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ: ৪০৪) বইতে। বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় শঙ্খ ঘোষের প্রভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রাবন্ধিক। কবিতা লেখার সূচনাপর্বকিংবা পত্রিকায় প্রকাশের দিনক্ষণ নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। লেখার প্রস্তুতি যে অনেকদিন ধরেই চলছিল, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। বৈশাখ ১৩৭৪ অর্থাৎ ১৯৬৭ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছিল বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ—'আমার প্রভুর জন্য।' সেই বইতে একটি। কবিতার নাম ছিল—'রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা।' নামকবিতায় একটি অংশ উদ্ধৃত করছি— "হে জ্ঞানী পিতৃকূল,/ তোমাদের আভূমি প্রণাম/ কন্যাকে ত্যাগ করো অন্ধকারে।/ তোমাদের ঘৃণাঞ্জন আমার অঙ্গলেপ, বিস্মৃতি তমস্বান উত্তরীয়/



ধিক্কারে রাত্রিস্তোম সংকলিত হোক।" আমরা জানি বিজয়া মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষায় অবাধ বিচরণ তাঁর কাব্যভুবনকে কীভাবে গড়ে তুলেছে, তা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হতেই পারে।

'আমার প্রভুর জন্য' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'হিমঘরের মাছ' কবিতাটি উদ্ধৃত করছি—

একদিন রাতে
পদ্মানদী চুরি হয়ে গেল।
তার সঙ্গে
গোয়ালন্দ ঢাকা মেল
তারপাশা খাল নৌকো
বিকেল বিকেল বাড়ি—
সব চুরি গেল।

তখন ভেবেছি বুঝি বাঁচব না
তারপর কতদিন ধরে
ধীরে ধীরে চুরি হল
স্বপ্ন স্মৃতি প্রাণ
দিব্য বেঁচে আছি।

দেশভাগ নিয়ে লেখা কবিতায় নিঃসন্দেহে এটি অনন্য সংযোজন। স্বপ্প-স্মৃতি-প্রাণ হারিয়ে দিব্য বেঁচে থাকার ঘোষণার মধ্যে মিশে আছে শ্লেষ। 'হিমঘরের মাছ' শব্দবন্ধটি কবিতার অর্থকে নিয়ে গেল ব্যঞ্জনায়। মাছ নদী ছাড়া বাঁচতে পারে না। মানুষ পারে দেশ ছাড়া বাঁচতে? নদীমাতৃক বাংলাদেশ ছেড়ে এসে নারীরা কেমন আছে জানতে চেয়েছে কেউ? ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ-'যদিশর্তহীন'। সেখানে 'একই স্বপ্প রোজলেখায় '

দেখি কবি সেই বাড়ির স্বপ্ন দেখছেন যার সঙ্গে -নাটমন্দিরের দু l'আশৈশব সম্পর্ক নেই' তাঁর ,দেখি'—পাশে জুঁই ফুটে আছে। বর্ষাকালদিঘির ঘাট থেকে উঠে আসছে কেউ/ আমার মায়ের মত।' শরণার্থীদের উল্লেখ আছে কবিতায়। আছে কথক আমি-র অসাড়তার প্রসঙ্গ। শেষে আসে আবার নাটমন্দিরের স্বপ্ন। মন্দিরের আদি অর্থ ছিল গৃহ। ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'ভাষায় যেটুকু বলা যায়' (২০০৫) কবিতার বইয়ের 'দুঃখী কালো মেয়ে' কবিতার শেষ স্তবকটি উদ্ধৃত করছি— "আবার পদ্মার পারে যদি, যাই খুঁজে পাই তোমার মন্দির/ খুলে দেব অহংকারী ঐতিহ্যকপাট।/ তোমাকে জড়িয়ে ধরে ভাগ করে নেব কষ্টহিম/ চোখে জল মুছে বলব, ছিঃ/ আসলে তুমিও এক পরিত্যক্ত দুঃখী কালো মেয়ে,/ এপারের দিকে চেয়ে আছ।" কবিতায় রয়েছে স্বপ্নে পিতৃপুরুষের কন্যারূপে কালীকে পাবার কথা। পিতৃতন্ত্রধারীরা পারেনি তাঁকে রক্ষা করতে। আর তাই আজ তাঁর সোনার বিশাল জিভ নেই, নেই মুকুট মেখলা, জোড়ামল। অমাবস্যায় পুজোর সমারোহ নেই— 'এখন তোমার দু'বেলার চালকলা—তা-ও শুনি জোটে কি জোটে না!''তুমি রোগা হয়ে গেছ, সোনা' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যেন বাঁধ ভাঙে কষ্টের। ঈ**শ্ব**রের খড়া তো পারেনি পাপ আটকাতে। বরাভয়দাত্রী স্নেহের কাঙাল হয়ে চেয়ে থাকেন এপারের দিকে। এদিকে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ঘটে গেছে অনিবার্য বিচ্ছেদ। নির্নিমেষ চেয়ে থাকা সম্বল কেবলমাত্র। দেশভাগের নারীবাদী বয়ান তৈরি হচ্ছে। এই কবিতাটি পড়তে পড়তে 'Black Feminism'-এর ধারণা উঁকি দেয় কি?



84

(৩) বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় 'আত্মপ্রকাশ ও আত্মগোপন'-এর মধ্যে বাড়ির প্রসঙ্গ ফিরে-ফিরে আসে। দেশ হারানো একজন নারী পুরুষশাসিত সমাজে বাড়িকে নিয়ে ভাবছেন। আমরা শভ্য ঘোষের 'নিহিত পাতালছায়া' (১৯৬৭) কাব্যগ্রন্থের 'বাড়ি' কবিতায় দেখেছিলাম কবি বলছেন—'বাড়ি তো পেয়েছি আমি বহুদিন--/ মনে-মনে,/ বাড়ি চাই বাহির-ভুবনে।' কবিতায় একটি প্রশ্ন ছিল—'বাড়ি কি পেয়েছ তুমি'? তারই উত্তর হিসেবে যেন এসেছিল পূর্বোক্ত পংক্তিগুলো। এবার আমরা বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের 'বাড়ি নেই' (দাঁড়াও তর্জনী, ১৯৮৮) কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে আনছি—

বাড়ি ফিরে দেখি বাড়িতে বাড়ি নেই একটা বড় দরজা কয়েকটা বখাটে জানালা নড়ে চড়ে জিজ্ঞেস করল কাকে চাই? ভেবে দেখতে হবে কাকে চাই।

বুঝতেই পারছি বাড়ির ধারণা ব্যক্তিভেদে পালটে গেল। 'বাড়ি ফিরে দেখি বাড়িতে বাড়ি নেই'—সময় ও ইতিহাসের সূত্র ধরে বাড়িত্বের ধারণাটি বিনির্মিত হচ্ছে। বখাটে জানালার প্রশ্নের মধ্যে অস্তিত্বের বোধ কাজ সম্পৃক্ত হয়ে রইল। আবার, 'ওরা' কবিতায় 'পুরুষহীন বাড়ির জানালার পাশে বসে' যে দুই নারী গান গেয়ে চলে, তাদের অস্মিতাবোধ লুপ্ত হয়ে যায়—"ওরা আর মা-মেয়ে থাকে না,/ তখন দুই পরাজিত মানুষী, আবহমান বন্ধু।" মা-মেয়ের গান দিয়েই কবিতাটি শুরু হয়েছিল—'আমারে কে নিবি/ ভাই, সঁপিতে চাই—'। বুঝতেই পারছি বাড়ি, জানালা কিংবা ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে কবি বলে চলেন -'খেলাঘর'এর কথা।

বেশিরভাগ সময়ই একটি বস্তুকে কেন্দ্র করে তুলে আনেন বড়ো ইতিহাসকে। যেমন 'আরামচেয়ার' কবিতাটি। আবার 'চাদর' কবিতা শুরুতেই পাই— "অস্তিত্বের অপরিত্যাজ্য অংশ—তার লক্ষভাগও কি কবিতার জন্য তুলে/ আনতে পারি? কী মর্মান্তিক সে তুলে আনা, কী নিষ্ঠুর শৈল্পিক স্থাপন। শব্দ/ ভাঙা সহজ, কিন্তু সত্যিই হয়েছে কি একটিও পারমাণবিক বিস্ফোরণ?" পরের স্তবক শুরু হয় এই বলে—'অভিমাননির্ভর লেখা লেখা খুব সহজ, মনও কাড়া যায়—'। কবিতা যত এগোয় বুঝতে পারি 'মন কাড়ারথেকে তিনি অনেক দূরে নিতে ' চাইছেন তাঁর লেখাকে। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন ,প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়া থেকে। আর তাই ছোটো কবি চেয়ারপার্সন হলে তাঁকে নিয়ে আদিখ্যেতায় কথক বিরক্ত বোধ করেন। তিক্ত হয়ে লেখেন— 'যদি গলির অসভ্যটাকে সাহস করে সনেট-মাপের একটা চড় কোনোদিন মারতে পারতাম!' 'ভাবের সংহতি'-র দিক থেকে সনেটের প্রয়োগ অভাবিত। এই প্রসঙ্গে মনে পডে— "ইতালীয় sonetto (সোনেত্রো) শব্দ থেকেই সনেট sonnet কথাটি এসেছিল। ইতালি suono (সুয়নো) শব্দের অর্থ ধ্বনি—সুয়নো থেকে আসা সোনেত্তো শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'মৃদুধ্বনি'।" (বাংলা ছন্দশিল্প : প্রসঙ্গ ,সায়ন্তিকা প্রকাশনা ,অপূর্ব কোলে ,অনুষঙ্গ -কিন্তু এখানে (১৬২ :পৃ,২০০৯ ,দ্বিতীয় সংস্করণ মৃদুধ্বনির পরিবর্তে জোরালো আওয়াজ শুনতে ষা দিয়েই কবিতা লিভা ,পাচ্ছি। প্রসঙ্গতখতে হয়। কিন্তু ভাষা যে ভাবপ্রকাশে পুরোপুরি সক্ষম নয়, তা ভুললে চলে না আমাদের। আর তাই হয়তো কবি 'ভাষায় যেটুকু বলা যায়' নামকরণ করেন তাঁর কাব্যগ্রন্থের। সেখানে নামকবিতায় আসে জলের আয়নায় এক মধ্যবয়সিনী বিধবার প্রতিবিম্বের



প্রসঙ্গ-- 'রহস্যটম্বুর এই জল/ এরই থেকে শিল্পের উত্থান'। কালো শব্দটি এখানেও এসেছে। বাস্তব ও শিল্পের মধ্যে যে ভাষার মধ্যস্থতা, তার কাঁপন কি দূরে সরিয়ে দেয় মূল সত্য থেকে? নাকি 'বস্তুবিরহিত মিথ্যা'-ই 'শিল্পের আকাশ'?

(৪) একজন কবি তাঁর কবিতার মধ্যেই লিখে চলেন নিজস্ব নন্দন-- বিজয়া মুখোপাধ্যায় তার ব্যতিক্রম নন। 'শাড়ি' কবিতার শেষ স্তবকটি থেকে কবির মন ও মেজাজ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা জন্মায়— "টানাপোড়েনের তাঁত শিল্পঘর। প্রাপ্য মর্যাদা দিয়ে/ অপেক্ষায় থাকো। দেখবে আভিজাত্য অনায়াসে/ ফুটে উঠছে। চারপাশে দ্যুতি। তোমাকে সে।/ ভেতরে যাবার জন্য ইঙ্গিত পাঠায়।" সব কিছুর সঙ্গে জড়িত থেকেও কবি নিরাসক্ত, নির্লিপ্ত। 'যদি শর্তহীন' কাব্যগ্রন্থের 'পারস্পরিক' কবিতায় লিখেছিলেন—"এই তো দুজন কাছেই আছি প্রায়/ তোমার আমার বিভেদ কী সুন্দর।" আদ্যন্ত ভালোবাসার কবিতা কীভাবেস্বাধীন অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। 'যে জীবন যাপন করি, আর/ যে জীবন যাপন করা উচিত ছিল--/ এ দুয়ের মধ্যে এক মস্ত ফারাক, যেন সমুদ্রসমান।' ('যে জীবন') -- এরই মধ্যে অন্ধ ভাষাকে আশ্রয় করে এই নীল গ্রহে অনুভবের শরিক খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। 'প্রত্যেক কবির সঙ্গে' বিশেষ একজন সঙ্গী, ভিন্ন লোক, প্রতিদ্বন্দ্বী আবার কোনওদিন অন্য কবির থাকার কথা লিখেছিলেন কবিতায়। নিজের সত্তাকে বিভাজিত করে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পাথর ঘষে আগুন জ্বালানোর গল্পে আরোপিত ইচ্ছেপূরণ নেই। 'পুঁটিকে সাজে না' দেখি কবিতা শুরু হয় এই বলে—"বিশ্বের সমস্যাপূরণের ভার/ তোকে দেওয়া

হয়নি, পুঁটি।/ ভারতবর্ষ বোমা বানাবে কিনা/ আমেরিকা ভিয়েতনাম ছাড়বে কবে/ অটোমেশনের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর জরুরি--/ এ সব ভাবনা তোর নয়।" তাহলে পুঁটি কী ভাববে? কবিতার শেষে পাই পুঁটির প্রতি সতর্কবার্তা— "মনে রাখিস পুঁটি/ এই তোকে ছেলে মানুষ করতে হবে/ ধিঙ্গিপনা তোকে কি সাজে, ছি।" জ্ঞানের রাজ্য, প্রতিবাদের মঞ্চ সবখানেই যে নারীদের 'অপর' করে রাখার প্রয়াস। পুঁটি বিকালে গা ধুয়ে খোঁপা বাঁধবে, লক্ষীবিলাস তেল মাখবে, মুখে পাউডার দেবে--কপালে টিপ। খোঁপায় গুঁজে দেবে সন্ধ্যামালতীর ফুল। বর্ষায় তাকে দারুণ মানাবে ঘন সবুজ শাড়িতে। কিন্তু সে যদি এর বাইরে বেরোতে চায়? তাহলে যে শুনতে হবে—" এ কি তোর বাড়াবাড়ি নয়/ উল্ফ্-এর তুই কী বুঝিস/ পিকিং পার্জ-এ তোর এসে যায় কী।" এইরকম সংলাপ আমরা রোজ শুনি। সমাজের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের স্বরকে কবিতার শরীরে এতটা অমোঘভাবে আত্মস্থ করা সোজা কথা নয়। এখানেই আরেকটি কথা বলার, বিজয়া মুখোপাধ্যায় ঘোষিতভাবে নারীবাদী নন ঠিকই, কিন্তু তাঁকে নারীবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে আমাদের কেন এত দ্বিধা কাজ করে; বোঝা মুশকিল। আসলে প্রথম বিশ্বের সাপেক্ষে তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদকে দেখা ও দেখানোর মধ্যে মূলগত ভ্রান্তি রয়েছে। ভারতীয় বা উপমহাদেশের নারীদের অবস্থানকে দেখতে হবে তাঁদের ঐতিহ্যের দেখেছিলাম ধরেই। আমরা বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতা কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ের চিহ্নকে ধরে রেখেও সময়কে ছাপিয়ে যাচ্ছে। চিরকালীন কিছু প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যে বদলগুলো ঘটছে চারপাশে, তাকে নির্মোহভাবে দেখতে চাইছে। এবং এখানেও



তিনি দলছুট। যেমন 'তখন ছয়ের দশক কবিতাটি— যখন প্রথম বলেছিলাম নারীজন্মের নিগ্রহের কথা তখন ছয়ের দশক, তখন প্রতিবাদ আর ভালোবাসা একসঙ্গে হাঁটতে দ্বিধা করত না।

তিন দশক পরে
প্রতিবাদ ক্রমশ গিলে ফেলছে ভালোবাসাকে
ফেঁপে উঠছে সে বিশাল
তাকে নিয়ে এখন সভা হয়।

কিছুটা দেরি হয়ে গেল, তা হোক।
হাতে নোট নেই, শুধু অভিজ্ঞান আছে—
দেখতে চিঠির মতো, সুন্দর।
তাদের জন্য
আর কিছুকাল প্রতীক্ষা করো তোমরা, নতুন
প্রজন্ম।

(৫) বিজয়া মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে পরিবেশবাদী সমালোচনার আলোকে পড়া যেতে পারে। উন্নয়নের জন্য কীভাবে চোখের সামনে গাছ কাটা যাচ্ছে, উঠে এসেছিল 'গড়িয়াহাট রোড, ১৯৯৯' কবিতায়। কবি প্রশ্ন রেখেছিলেন-- 'পাখিরা কোথায় যাবে মিলি, পোকারা কোথায় পাড়বে ডিম?' তারপর দীর্ঘশ্বাসের ডালপালা ছড়িয়ে নিজেই বলেছেন-- 'বুদ্ধিজীবিতের দল শুধু ফন্দি আঁটে/সেমিনার শুধু দীর্ঘ হয়।' কথাগুলি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

২০০০ সালের ২৬ জুলাই চলে গিয়েছেন তিনি। 'বেড়াতে এসেছিলেন' কবিতার অংশবিশেষ মনে পড়ে—"তিনি এলেন, কিছুদিন থাকলেন, তারপর/ ফিরে গেলেন।/ তিনি জন্মাননি, মারাও যাননি/ বেড়াতে এসেছিলেন।" স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয় কবির জীবনদর্শনের কাছে। 'সঙ্গ দেবে স্টিফেন হকিং' কবিতায় কবির মৃত্যু-পরবর্তী ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। শারীরিক মৃত্যুর পরেও অন্যরকম বাঁচার কথা বলেছেন—'ও পৃথিবী, এইবার আমি/ অন্যভাবে বেঁচে থাকব, অনুমতি দাও।'

যতদিন 'আলো-ভালোবাসা' থাকবে, বাংলাভাষা জুড়ে রইবেন কবি বিজয়া মুখোপাধ্যায়।











Fun with Science Puzzle

বিজ্ঞানের খেলা







Fun with Science

Shreyasi Pattanayak Physics Hons, 3rd Semester



				1										
			2											3
										•		_		
		4			5		6							
									7	8				
		9		10										
												_		
				11										
12												1		
13								1						

ACROSS

- 2. The process through which a substance change from liquid to solid.
- 5. The center of an atom is called
- 7. Anything occupies space and has mass
- 9.An indivisible and basic unit of matter.
- 11. Positive ions are called
- 13. It is defined as mass divided by volume.

DOWN

- 1.Unit of measurement of time
- 3. The mechanical process to separate solids from the fluids
- 4.A strong base that dissolves in water
- 6. It is the study of matter and the changes it under goes
- $8.\ NH_3$
- 10. The only matter that is in liquid form at room temperature
- 11.Blue litmus paper turns ____ under acidic conditions

Answer is on Page - 139









In Focus ছবির জগৎ



সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য

Camera Specification-13mp, Samsung Galaxy j7 Date - 26/08/2020 Place- Digha





Stalacties

Camera Specification-12MP+5MP/20MP+2MP Dual front camera, Redmi Note 6 Pro. Date-28/08/2019 Location-Bora cave(Andhrapradesh)





Beauty of Wilderness

Shreya Maiti Geology Hons., 3rd Semester, Camera Specification-F1.8,1/329s, 5.23mm ISO50, Samsung SM-E625F Location-Narikelda



Trinayani

Urmila Hazra Geography Hons., 5th Semester Camera specification-12mp+8mp+2mp+2mp Realme5 Date-7/12/2021





পড়ন্ত বিকেল

Paramita Khatua Geography Hons



Inversion

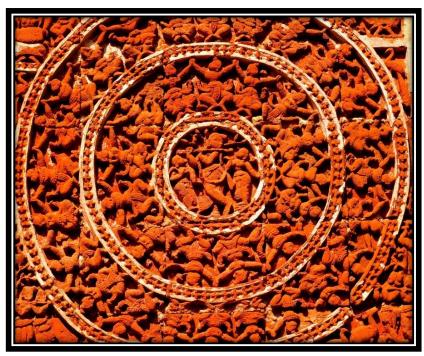
Supratik Guha

This photo has been clicked to capture the reflection of adjoining trees and landscape on a lake at Sundarbans. The unique characteristic which defines this photo is that if you rotate it clockwise/anticlockwise at 180 degree, you can see the reflection changing to a landscape.



Nabendu Sekhar Kar Resolution:300DPI(4326x3456) Size:14.3mb Taken at:Shyamrai Temple, Bishnupur NIKONB500Point&Shoot





বাঁশুরিয়া (Bansuria)



Milky Cascade: Where life begins

Sayani Dinda English Hons 5th Semester

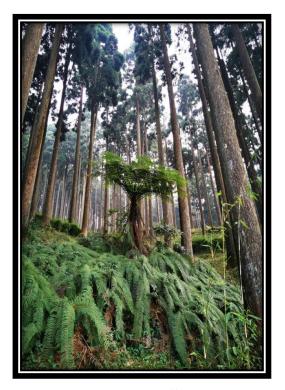




As high as sky!

Enakshi Das Location: Shey Palace, Leh, Ladakh. Captured by me in 2017





Dare to be different

Shyamashree Roy Assistant Prrofessor Department of Political Sc. Darjeeling, 2021



Surjaster Rong



Modhurima Chowdhury Department of Philosophy



Sayanwita Panja Assistant Professor Department of Chemistry Location-Sundarban Redmi Note 9 Pro Max, 64 MP Date: 18.4.2021



অশ্রুনদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে



Bondhu chol...roddure

Sayantika Sen Assistant Professor Department of English







JOURNEY JOURNALS

যাত্রাপথের আনন্দগান











অতীতের সরণি বেয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ ভ্রমণ

ড . রঞ্জনা গাঙ্গুলী বিভাগীয় প্রধানা, সংস্কৃত বিভাগ

কথায় বলে বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে। সেই বাঙালির উৎকৃষ্ট উদাহরণ বোধ হয় আমি। বছরে অন্ততঃ একবার বেড়াতে যেতে না পারলে প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। এই ভ্রমণের কাহিনী ২০১৩ সালের। পরিকল্পনা ছিল হিমাচলপ্রদেশের ধর্মশালা, খাজিয়ার, চামুন্ডা প্রভৃতি স্থানে যাব। তবে যাবার পথে অমৃতসর হয়ে যেতে হবে। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির সন্ধ্যাবেলা দর্শন যে কি স্বর্গীয় অনুভূতি তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তবে এখানে স্বর্ণমন্দিরের শোভা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হল জালিয়ানওয়ালাবাগের করুণ কাহিনীর বর্ণনা। আমরা সকলেই বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে জালিয়ানওয়ালাবাগের ভূমিকা কম বেশী জানি। কিন্তু সেই স্থানকে প্রত্যক্ষ করার অনুভূতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম নিরীহ জনসাধারণের উপর নৃশংস গুলিবর্ষণ। জালিয়ানওয়ালাবাগ ছিল চারদিক ঘেরা একটি সাধারণ মাঠ। সেখানে ছিল একটি পানীয় জলের কুপ। কিন্তু এই সর্বময় শান্ত স্থানটি হয়ে উঠেছিল রক্তস্নাত শ্মশানভূমি। এই মাঠিটর ছিল একিটই প্রবেশপথ এবং তা যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ। ফলে নিরীহ মানুষগুলো বৃটিশ শাসকের অতর্কিত গুলিবর্ষণে নিজেদের বাঁচানোর কোনো চেষ্টাই করে উঠতে

পারে নি। কৃষকদের এক সাধারণ সভা ছিল সেখানে। কোনোরকম বৃটিশবিরোধী আলোচনার পরিকল্পনাই ছিল না তাদের মনে। অথচ বৃটিশ সরকার কোনরকম ভরসা রাখতে না পেরে অসহায় মানুষগুলোর উপর নির্বিচারে গুলি চালায়। ভীত সন্ত্রস্ত মানুষগুলি কোনোরকম ভাবনা চিন্তা করার সুযোগই পেল না। তাদের কেউ কেউ মাঠের পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পালাতে চেষ্টা করে আবার কেউ কেউ কোনো দিশা না পেয়ে পানীয় জলের কুপেই ঝাঁপ দেয়। অচিরেই পানীয় জলের কূপ হয়ে ওঠে মৃত্যুকুপ। যারা পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে পালাতে চেষ্টা করছিল তারাও গুলির আঘাতে প্রাণ হারায়। সাধারণ একটি আলচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী কৃষকরা হঠাৎ করে পরিণত হল মৃতদেহে। যত দেখছিলাম, যত শুনছিলাম ততই শিহরণ হচ্ছিল শরীরের মধ্যে। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ভারতের ইতিহাসে একটি কালো দিন। এই তারিখেই ঘটেছিল এই বর্বরোচিত ঘটনা। এখনও জালিয়ানওয়ালাবাগের পাঁচিলের গায়ে রয়েছে গুলির চিহ্ন। সেই দিনের সেই মর্মান্তিক ঘটনার অনূভূতি মানুষের মনে জাগিয়ে তোলার জন্য খুব বেশী পরিবর্তন করা হয়নি এই পর্যটনস্থলে। আমরা এও জানি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মর্মন্তুদ ঘটনার প্রতিবাদে বৃটিশ সরকার প্রদত্ত নাইটহুড



পদবী ত্যাগ করেন। বর্তমানে জালিয়ানওয়ালাবাগে রয়েছে একটি মিউজিয়ম। সেখানে রাখা আছে এই ঘটনায় নিহত শহীদদের ছবি। এ ছাড়াও আছে নানা নথিপত্র। এখানেই রাখা আছে শহীদ সর্দার উধম সিং এর চিতাভস্ম। এই উধম সিং হত্যা করেন জেনারেল ডায়ারকে। জেনারেল ডায়ারের আদেশেই তো ঘটেছিল নৃশংস গুলিবর্ষণ। ডায়ারকে হত্যা করে নিজেও শহীদ হন উধম সিং। প্রবেশ দ্বারের পাশেই ইন্ডিয়াল অয়েল শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তৈরী করেছে 'অমরজ্যোতি'।

সবমিলিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ দর্শন একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এখানে আসলে বোঝা যায় আজকের স্বাধীনতা আমরা কত কষ্ট করে পেয়েছি। কত মানুষের আত্মবলিদানের ফল আমরা ভোগ করছি। অথচ এত কষ্টে, এত অত্যাচারে পাওয়া স্বাধীনতার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও সম্মান কি আমরা জ্ঞাপন করতে পারছি? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। মতান্তরে রাওলাট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ডঃ সত্যপাল ও আইনজ্ঞ সৈফুদ্দিন কিচলু সহ অন্যান্য বিপ্লবীদের গ্রেফতারীর প্রতিবাদে জনসাধারণ জালিয়ানওয়ালাবাগে জমায়েত হয়। *(Desai Jallianwala Bagh. 1919: The Real Story 2018).











The Science Capsule

বিজ্ঞানকোশ







Indian Scientific Women Who Shaped History



Dr. Mitali Dewan, Assistant Professor, Department of Chemistry

Once upon a time Indian women had to face such type of situation where some specific rights were selected for women and they had no right to take education. Although in the Vedic period women had access to education in India, but they had gradually lost this right. However, in the British period there was revival of interest in women's education in India. During this period, various socio religious movements led by Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Ram Mohan Roy emphasized on women's education in India. From that period Indian woman started journey in education sector and gradually prove their talent in all branches of education, not only in language and social science but also in the field of science and technology. There are several women scientists who have contributed significantly to various disciplines of science. Their lives are role models for all girls who aspire to make a mark in the field of science and technology. So let's take a look at some of the greatest Indian women scientists of all time.

Kadambini Ganguli (1861 – 1923)

Kadambini Ganguly was an extraordinary woman who broke the glass ceiling on women's freedom. She was one of the first



women graduates in the entire British Empire (along with

Chandramukhi Bose). She was

also one among the first Indian female practitioners of western medicine not just in India, but in the whole of South Asia. Also, she was the first woman to gain admission to Calcutta Medical College. The road to becoming a doctor was not an easy one for her as a woman. Despite her merit, the Calcutta Medical College refused to give her admission since there was no history of Indian women studying there. Finally in 1884, after Dwarakanath Ganguli's fight with the authorities, they admitted Kadambini to the college. 1886 marked her record as one the first Indian women physician eligible to practice western medicine alongside Anandi Gopal Joshi. After graduation, she worked for only a very short period at the Lady Dufferin Women's Hospital India (where



her salary was Rs. 200 per month which comes to around 4.5 lakhs per month on today's scale - a huge sum indeed!) Breaking all conventions, the Bengali woman left her children to the care of her elder sister and travelled to England in 1893 for further studies. She was the first Indian woman to achieve three diplomas in LRCP, LRCS and LFPS and specialized in pediatrics and gynecology. After returning to India, she worked for a short period in Lady Dufferin Hospital and started her private practice later and continued till her death. Apart from being a doctor, Kadambini was at the forefront of several social movements.

Anandibai Gopalrao Joshi (1865 – 1887) Anandibai Gopalrao Joshi was one of the

first Indian female doctors of western medicine alongside Kadambini Ganguly,



and the first
woman to have
graduated with a
two-year degree in
Western Medicine
in the United

States. Her personal life led her to take up medicine. She got married at the age of nine to a widower Gopalrao Joshi who was 20 years older to her. At the age of fourteen, Anandibai gave birth to a boy, but the child lived only for a total of ten days due to lack of medical care. The death of her new-born inspired her to

become a physician. Her husband encouraged her to study medicine abroad. She studied at the Women's Medical College of Pennsylvania in 1886; this was the first women's medical programme worldwide. In March 1886, at the age of 19, Joshi graduated with an MD. Before turning 23, she died of tuberculosis.

Janaki Ammal (1897 – 1984)

Ammal was the first Indian scientist to have received the Padma Shri Award in 1977, who went on to occupy the reputed



post of the directorgeneral of the Botanical Survey of India. She obtained an honours degree in botany from the

Presidency College in 1921. It was rare for women to choose this route in that time. scientific She pursued research in cytogenetics, plant breeding phytogeography. In 1931, she received her doctorate, becoming the first Indian woman to receive that degree in botany in the U.S. Ammal's most renowned work is on sugarcane and brinjal. Ammal leaves her mark in the pages of history as a talented plant scientist who developed several hybrid crop species still grown including varieties today, of sweet sugarcane that India could grow on its own lands instead of importing from abroad. Her memory is preserved in the delicate



£0 ≥# € 9 ≥



Jeera

white magnolias named after her, and a newly developed, yellow-petaled rose hybrid that now blooms in her name.

Kamala Sohonie (1912 – 1998)

Sohonie was the first Indian woman to whom the PhD degree was conferred in the scientific discipline. She applied to the



IISc for a research fellowship and met with rejection merely because she was a woman. The illustrious director

of the institute, Sir C.V. Raman, Nobel Laureate, did not think a woman scientist. to be research material! Kamala refused to accept this refusal based on gender bias. A firm believer in Mahatma Gandhi, she decided to do Satyagraha in Raman's office, till she was admitted. She was the first female student of Prof. C.V. Raman. Due to her excellent performance, Raman gave her permission to pursue further research. He was impressed enough to admit lady students to the institute from then on. During the time of her PhD work in Cambridge University she discovered that every cell of a plant tissue contained the enzyme 'cytochrome C' which was involved in the oxidation of all plant cells. She completed her research work and thesis writing in just less than 14 months. During her tenure at the Royal Institute of Science, Bombay, she worked with her students on nutritional aspects of Neera (palm nectar), pulse and legume proteins as well as Dhan (paddy), atta. All the subjects of her research were very much of relevance to Indian Societal needs. She and her research team proved that introduction of Neera in the diet of tribal malnourished adolescent children and pregnant women, caused significant improvement in their overall health. Kamala Sohonie received the Rashtrapati Award for this work.

Asima Chatterjee (1917-2006)

Asima Chatterjee was a prominent Indian organic chemist noted for her remarkable work in the field of medicinal chemistry with special reference to alkaloids,



coumarins and terpenoids. She was the first woman to be awarded the D.Sc. of any Indian university. In 1954,

Chatterjee was appointed Reader in the Department of Pure Chemistry, Calcutta University, which became her permanent address almost till her death. Chatterjee successfully developed the anti-epileptic drug and the anti-malarial drug. The patented drugs have been marketed by several companies. She received the Shanti Swarup Bhatnagar Award (1961) and was conferred Padma Bhushan (1975) amongst other awards. She was elected as the



20 字端 (9)



Flight

General President of the Indian Science Congress Association (1975), the first woman scientist to be so elected.

Rajeshwari Chatterjee (1922 – 2010)

Rajeshwari Chatterjee was the First



woman engineer from the state of Karnataka. In 1946 she was selected as a "bright student" by the Government

of Delhi and received a government scholarship to go to abroad to pursue higher studies. She chooses to study in the University of Michigan where she obtained her Master's degree from the Department of Electrical Engineering. After achieving her doctorate degree, she returned to India and became a faculty member at the IISc, Department of Electrical Communication Engineering where she along with her husband set up a microwave research laboratory where they did pioneering work on microwave engineering.

Kalpana Chawla (1962 – 2003)

Chawla was the first astronaut of Indian



origin to go to the space. She first flew on a Space Shuttle Columbia in 1997 as a mission specialist and

primary robotic arm operator. Her second

flight was on STS-107, the final flight Columbia in 2003. of Space Shuttle Chawla was one of the crew members who died in the space shuttle Columbia disaster on February 1, 2003. The tragedy occurred when the space shuttle disintegrated while returning into the Earth's atmosphere, just 16 minutes prior to schedule landing. Kalpana Chawla was born on March 17, 1962, in Karnal of present-day Haryana, India. As a child, she was fascinated by aeroplanes and flying. She was the first girl ever to enroll in the aeronautical engineering course, and one of the first four girls to undertake any engineering course at the Punjab Engineering College. After getting a Bachelor of Engineering degree in Aeronautical Engineering from Punjab_Engineering College, India, She then moved to the United States in 1982 and obtained a Master of Science degree in Aerospace Engineering from the University of Texas at Arlington in 1984 and earned a second Masters in 1986 and a PhD in aerospace engineering in 1988 from the University of Colorado Boulder. With Kalpana's death several opportunities have been opened for other aspiring to follow in her footstep.

Reference:

All information is collected from different sites of internet.





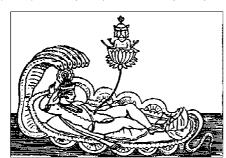


মহাবিশ্বের উৎস সন্ধানে



নবেন্দু শেখর কর, সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

পদ্মনাভ বিষ্ণু অনন্তশয্যায় মগ্ন। তাঁর নাভিপদ্ম থেকে উদ্ভূত হলেন মহাবিশ্বের স্রষ্টা স্বয়স্তু ভগবান ব্রহ্মা। সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মান্ড ও তার সকল জীব, জড়, তেজ (শক্তি) ও চেতনা (আত্মা)।





সৃষ্টিকর্তা

দয়াময় প্রভু ৬ দিন ধরে মহাবিশ্বের সকল গ্রহ,
নক্ষত্র ও স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সৃষ্টি করার শেষে আদম
ও ইভ কে সৃষ্টি করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সৃষ্টি শেষে সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রামে গেলেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ ৬ দিনে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পর তার প্রিয় মানবজাতিকে সৃষ্টি করলেন।

শাস্ত্রে একটি পৃথিবীর সকল দর্শন প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে তর্ক রয়েছে। প্রশ্নটি হল 'আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি?' বা সৃষ্টির মূল রহস্য-ই বা কি! তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া হয় যে সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন – তাহলে এটিও স্বীকার করতে হয় যে তিনি জীব ও মহাবিশ্বের সকল জড়বস্তু-কে এক-ই সাথে এক-ই সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরবাদী না থেকে হলেও ক্ষতি নেই: বিজ্ঞান-এর কারণ পাঠ্যে সকলেই পড়েছি যে জীবদেহ জল ও নানা জড় পুষ্টিমৌল দিয়ে গঠিত। সুতরাং মহাবিশ্বের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে এই আদি প্রশ্নে ইতি টানা যাবে। কারণ বর্তমান ভৌতজগতে যা উপস্থিত তা সকল-ই সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সঙ্গে। বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্স বলেছেন

"If we find [a unified theory], it would be the ultimate triumph — for then we would know the mind of god" অর্থাৎ মহাবিশ্ব সৃষ্টি-র ব্যাখ্যা সৃষ্টিকর্তা কে জানার সহজতম



বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্স

উপায়। বিজ্ঞানী
স্টিফেন হকিন্স তার
বিভিন্ন
গবেষণাপত্র ও বই
যেমন 'A Brief
History of
Time', 'The
Grand Design',

'The Theory of Everything' ইত্যাদির মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা



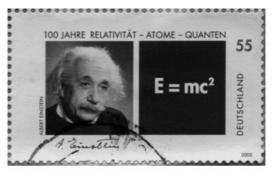
並 多端全 9達

করেছেন। বিজ্ঞানমতে মহাবিশ্বের সকল বিষয় পদার্থবিদ্যার সূত্র পরিচালিত দ্বারা হয়। জ্যোতিবিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব, সূত্ৰ গাণিতিক পরিমাপ ও নানা পর্যবেক্ষণ প্রয়োগ করে তৈরী করেন সাহায্যে মহাবিশ্বের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান-এ ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির রহস্য সংক্রান্ত তত্ত্ব হিসাবে 'বিগ ব্যাং থিওরি' বা 'বিগ বাং মডেল' সর্বাধিক চর্চিত। বিগ ব্যাং হল এমন এক ঘটনা যার ফলে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি হয়েছে। এই তত্ব অনুসারে ব্রহ্মান্ডের প্রসারণ শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ১৩৭০ কোটি বছর আগে। বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড শুরুতে ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ঘন অবস্থায়, যা দ্রুত প্রসারিত ও শীতল বৰ্তমানে মিশ্ৰ গাঠনিক অবস্থায় পৌঁছেছে এবং এখনো এই প্রসারণ চলছে।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব আগে লামিত্রে-র তত্ত্ব (Lemaître's theory) বা মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু বহুল প্রচলিত 'বিগ ব্যাং' কথাটির আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় মহাবিক্ষোরণ। এ কারণে জনমানসে প্রাথমিক ভাবে এক ভুল ধারণা জন্মায় যে বিগ ব্যাং বা কোনো মহাবিস্ফোরণের ফলে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ঘটেছে। এই নামকরণের পিছনে একটি মজার ঘটনা রয়েছে। বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল ১৯৪৯ সালে বিবিসি-এর (BBC) এক অনুষ্ঠানে এই সম্প্রসারণ তত্ত্বের বিপক্ষে ও তার নিজের স্টেডি স্টেট তত্ত্বের পক্ষে বলতে গিয়ে কথায় কথায় বলে বসেন "this big bang idea..."। পরবর্তী সময় তার এই মুখ ফক্ষে বেরিয়ে যাওয়া নামটি-তেই তত্ব-টি পরিচিতি লাভ করে।

বিগ ব্যাং তত্ত্বটি ভৌতবিজ্ঞানের প্রাথমিক কয়েকটি সূত্র, তত্ত্ব বা পর্যবেক্ষণ-এর ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। ফলে বিগ ব্যাং তত্ত্বের সাহায্যে মহাবিশ্বের উৎপত্তি বুঝতে হলে এগুলির প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

1. $E = mc^2$



বিজ্ঞানী আইনস্টাইন

পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক সূত্র গুলির মধ্যে ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র অন্যতম। এই সূত্রগুলি অনুসারে মহাবিশ্বে ভর ও শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন সর্বপ্রথম তার বিখ্যাত E = mc² সূত্রের মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে পদার্থ শক্তিতে ও শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সময় তেজন্ধ্রিয় পদার্থের ভর থেকে শক্তি আহরণ করা হয়। সুতরাং একই ভাবে শক্তি থেকে ভর বা পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব।

2. ডপলার শিফট (রেড-শিফট ও ব্ল -শিফট)

অস্ট্রিয়ান পদার্থবিদ ক্রিশ্চিয়ান ডপলার প্রথম শব্দ তরঙ্গের একটি বিশেষ ধর্মের সন্ধান দেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে কোনো গতিশীল বস্তু শব্দ করতে করতে ধাবমান হলে যদি তা শ্রোতার দিকে এগিয়ে আসে তাহলে শব্দটি অত্যন্ত কর্কশ শোনায় আর শ্রোতাকে উপকে দূরে চলে যেতে থাকলে কম কর্কশ শোনায়। রেল প্লাটফর্ম এ দাঁড়িয়ে থাকা



\$0 三端三 9½

অবস্থায় প্লাটফর্ম এ ঢুকতে থাকা ট্রেনের হুইসেল যতটা কানে লাগে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেলে ততটা লাগেনা। এই ঘটনাটি-কে ডপলার

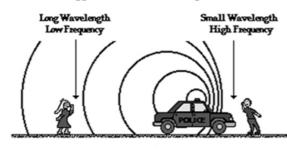


ক্রিশ্চিয়ান ডপলার

এফেক্ট বলে। এর
কারণ যখন কোনো
বস্তু কারো দিকে
এগিয়ে আসছে
তখন সেই শব্দের
তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হয়
ও কম্পাঙ্ক বেড়ে
যায় এবং দূরে চলে

গেলে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় হয় ও কম্পাঙ্ক কমে। এই প্রভাব টি আলোকবিকিরণ এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য -যাকে ডপলার শিফট বলে।

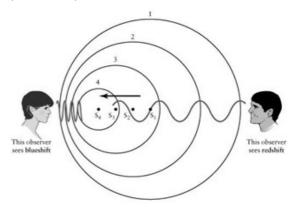
The Doppler Effect for a Moving Sound Source



ডপলার এফেক্ট

আমরা চোখের সাহায্যে যে আলোকবিকিরণ প্রত্যক্ষ্য করি তাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুযায়ী তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় নীল রশ্মি, সবুজ রশ্মি ও লোহিত বা লাল রশ্মি। এদের মধ্যে লাল রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবথেকে বড় ও নীল রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সব থেকে ছোট। যদি কোনো বস্তু আলোক বিকিরণরত অবস্থায় আমাদের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে ক্ষুদ্রতরঙ্গ বিশিষ্ট নীলরশ্মি বেশি করে আমাদের চোখে ধরা পড়ে, একে ব্লু শিফট (Blue Shift) বলে। অপরদিকে আলোক বিকিরণরত অবস্থায় কোনো বস্তু আমাদের থেকে ক্রমশ দূরে

সরে যেতে থাকে তাহলে বৃহৎতরঙ্গ বিশিষ্ট লাল রশ্মি বেশি করে ধরা দেয়, একে রেড শিফট (Red Shift) বলে।



রেড-শিকট ও ব্লু –শিকট

3. হাবল এর সূত্র

আমেরিকা যুক্তরাষ্টের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA: National Aeronautics and Space Administration)-র মহাকাশ বিজ্ঞানী এডউইন হাবল (Edwin Hubble) মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে প্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে



ব্রহ্মান্ডের প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জ একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং যে যত দূরে আছে তার সরে দূরে গতি যাওয়ার

মহাকাশ বিজ্ঞানী এডউইন হাবল

সেই দূরত্ত্বের

আনুপাতিক (Galaxies appear to be moving away from us at speeds proportional to their distance) - এটি হাবল-এর সূত্র নামে পরিচিত।

অর্থাৎ যে নক্ষত্রপুঞ্জ অন্য কোনো নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে একগুণ দূরে রয়েছে সে একগুণ গতিতে, যে



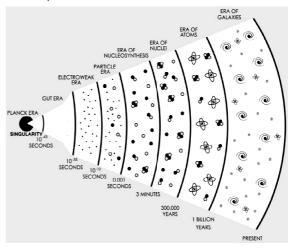
ভিত্তিতে

দিগুণ দূরে সে দিগুণ গতিতে দূরে সরে যাচছে।
ফলে আপাত দৃষ্টিতে আপেক্ষিক ভাবে মনে হয়
তারা স্থির, যদিও তারা হাবল-এর নীতি অনুযায়ী
ধাবমান। হাবল-এর এই পর্যবেক্ষণ
জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন
করে। তাঁর স্মরণে মহাকাশে অবস্থিত নাসার
স্পেস টেলিস্কোপ-টির নাম রাখা হয় 'হাবল স্পেস
টেলিস্কোপ'।

মহাবিশ্বের উৎস সন্ধানে

বিগ ব্যাং তত্ত্ব অনুসারে মনে করা হয় অসীম অসীম উষ্ণতা যুক্ত এককে মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ ও শক্তি কেন্দ্রীভূত ছিল। একে সিঙ্গুলারিটি (Singularity) বলা হয়।এটি সম্পূর্ণরূপে গাণিতিক তাত্তিক ধারণা। এই তাত্বিক অনুমানের পিছনে হাবলের সূত্র ও রেড শিফট এর ধারণা অতি গুরুত্বপূর্ণ। হাবলের সূত্র অনুসারে ব্রহ্মান্ডের প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জ একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং যে যত দূরে আছে তার দূরে সরে যাওয়ার গতি সেই দুরত্ত্বের আনুপাতিক-এই বক্তব্য শিফট এর মাধ্যমে প্রমান করা সম্ভব হয়েছে। কারণ জোতির্বিজ্ঞানী-রা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে নক্ষত্রমণ্ডলী থেকে আগত বিকিরণের ক্রমশ রেড শিফট ঘটছে এবং এই শিফট এর হার হাবল এর নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই থেকে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ -রা অনুমান করেছেন মহাজগতের সকল বিষয় (পদার্থ ও শক্তি) নির্দিষ্ট গতিতে একে অপরের থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে তবে কোনো না কোনো এক কালে তারা একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই উৎসই হল সিঙ্গুলারিট। বিজ্ঞানীরা

মহাজাগতিক বস্তুর সম্প্রসারণের হারের ভিত্তিতে হিসেব কষে দেখেছেন এই ব্রহ্মমুহূর্ত টি (পড়ুন বিগ ব্যাং) ঘটে আজ থেকে ১৩৭০ কোটি বছর আগে। সুতরাং সিঙ্গুলারিটির ধারণাটিকে বস্তুত জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুমান নির্ভর ধারণা বলা চলে যা ভৌতবিজ্ঞানের নানা সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। শক্তি (Energy), পদার্থ (Matter), পরিসর (Space) ও সময় (Time) সকল-ই সৃষ্টি হয়েছে বিগ ব্যাং ঘটনার সঙ্গে। বিগ ব্যাং এর আগে কি ছিল তা সম্পূর্ণরূপে অজানা।



বিগ ব্যাং মডেল অনুসারে ব্রহ্মান্ডের প্রসারণ

এবার স্বভাবতই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে এতো বড় মহাবিশ্বর সকল বিষয় কিভাবে ও কি-রূপে এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উৎসে কেন্দ্রীভূত ছিল। এই প্রশ্নের উত্তর পাব E = mc² সূত্রের সাহায্যে। অনুমেয় যে একক উৎসে সকল মহাজাগতিক বিষয় পদার্থ রূপে থাকা সম্ভব নয়, নিশ্চই তা ছিল বিশুদ্ধ শক্তি (raw energy) রূপে। ফলে সিঙ্গুলারিটির তাপমাত্রা ও ঘনত্ব যে অসীম হবে তা নিশ্চিত।

বিগ ব্যাং ঘটনার পর ব্রহ্মান্ড দ্রুত সম্প্রসারিত ও শীতল হতে থাকে। ফলে প্রাথমিক অবস্থায় যে উচ্চ তাপমাত্রার (কয়েক হাজার ট্রিলিয়ন



106

সেন্টিগ্রেড) উদ্ভব হয় তা থেকে শক্তি এবং শক্তি থেকে পরবর্তীকালে পদার্থের সৃষ্টি হয়। আইনস্টাইন প্রদত্ত্ব $E = mc^2$ সূত্রে বলা হয়েছে যে পদার্থ শক্তিতে ও শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। অর্থাৎ বিগ বাং ঘটনার পরবর্তীকালে শক্তি রূপান্তরিত হয়ে পদার্থে পরিণত হয়েছে - এটি ভৌত নিয়মের সর্বজনীনতাকেই নির্দেশ করে।

ব্রহ্মান্ড বিগ ব্যাং ঘটনার সময় এতটাই উত্তপ্ত ছিল যে পদার্থের আদি কনা বা কোয়ার্ক এবং লেপটন (বিগ ব্যাং ঘটনার 0.00000000000001 থেকে 0.000001 সেকেন্ড পর সৃষ্ট) ছাড়া কিছুর ই অস্তিত্ব সম্ভব ছিলনা। বিগ ব্যাং ঘটনার 0.000001 থেকে 1 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রন তৈরী হয়। এবং প্রায় ৩ মিনিটের মধ্যেই এই কনা গুলি একত্রিত হয়ে প্রথমে হাইড্রোজেন ও তারপর হিলিয়াম গঠন করে। কয়েক লক্ষ বছর পর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াসে ইলেকক্ত্রন-সমূহ আবদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ পরমাণু গঠন করে।

বিশ্ববন্ধাণ্ডে পদার্থ ও শক্তির বন্টন ও বিগ ব্যাং এর পক্ষে জোরালো পর্যবেক্ষণ, তথ্যাদি নির্দেশ করে যে ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি (Galaxy) তৈরী হয়েছিল বিগ ব্যাং ঘটনার প্রায় ১০০ কোটি বছর পর এবং তখন থেকে বৃহৎ গঠন সমূহ যেমন গ্যালাক্সি ক্লাস্টার ও সুপার ক্লাস্টার (Galaxy Cluster and Super Cluster) তৈরী হতে থাকে। নক্ষত্র সমূহের বয়স বাডতে থাকে এবং এদের বিবর্তন ঘটতে থাকে। পেনজিউস ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে অর্ণ (Arno এবং রবার্ট উইলসন Penzios) (Robert Wilson) মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশে কসমিক রেডিয়েশন ব্যাকগ্রাউন্ড (CMB: Cosmic Background Radiation) পর্যবেক্ষণ করেন, যা শক্তি থেকে পদার্থের সৃষ্টি কে প্রমান করে। এ জন্য তাঁরা ১৯৭৮ সালে নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৮৯ সালে নাসা (NASA) কোবে (COBE: Cosmic Background Explorer) উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। এর থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বিগ বাং এর স্বপক্ষে জোরালো প্রমান পাওয়া যায়। ২০০৩ সালে উইলকিনসন মাইক্রোওয়েভ এরিস্ট্রোফি প্রোব (WMAP) থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে এই ধারণা আরো পরিষ্কার হয়।

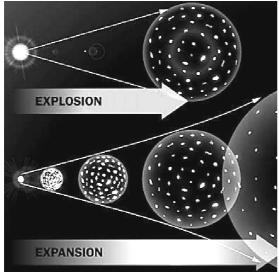
এই মহাসম্প্রসারণ ঘটেছিল অতি দ্রুত হারে ফলে ঘটনাটিকে মহাবিস্ফোরণ বলে ভ্রম হয়; ধারণার জন্য বলা যেতে পারে যে এক সেকেন্ডের এক অতি-অতি-ক্ষুদ্র-ভগ্নাংশে মহাবিশ্ব-এর আয়তন একটির বিন্দুর মতো হলে পরের ভগ্নাংশে তা একটি টেনিস বলের

আয়তনের ও তার পরের ভগ্নাংশে তার আয়তন পৃথিবীর সমান; এভাবে মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে দুটি বলের এক অসামান্য ভারসাম্যের ফলে। এই দুই বলের প্রথম টি হল মহাকর্ষ যা সকল মহাজাগতিক বিষয় কে কেন্দ্রীভূত করতে চায়। যে বলের চরম প্রদর্শন হল সিঙ্গুলারিটি।

দ্বিতীয়-টি এক অজানা বল যার ফলস্বরূপ সিঙ্গুলারিটির বেড়া টপকে সকল শক্তি (ও পদার্থ) মুক্তি পায় ও মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। এই বলের উৎপত্তি বা স্বরূপ বিজ্ঞানীদের অজানা তাই একে ডার্ক এনার্জি (Dark energy) বলে অভিহিত করা হয়। এই দুই বলের এক নির্দিষ্ট ভারসাম্যে বর্তমান সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে।





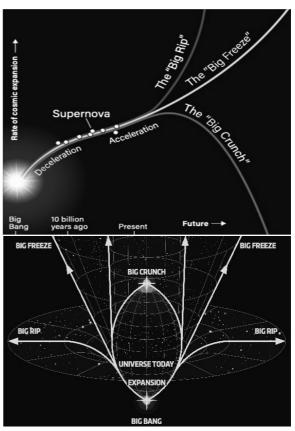


বিস্ফোরণ ও সম্প্রসারণের ধারণা

এই দুটির মধ্যে একটি অন্যের তুলনায় সবল বা দুর্বল হয়ে পড়লে এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে ও মহাবিশ্বের গাঠনিক পরিবর্তন ঘটবে। বিগ ব্যাং এর অন্তর্নিহিত ধারণাসমূহ - প্রসারণ, প্রাথমিক, উত্তপ্ত অবস্থা, হিলিয়াম গঠন ইত্যাদি বহুবিধ পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া গেছে। এই জন্য বিশেষ মহাজাগতিক তত্ত্বের প্রয়োজন হয়নি। পর্যবেক্ষণ গুলির মধ্যে রয়েছে আলোক উপকরণ সমূহ, বৃহৎ বস্তুগঠন এবং হাবল এর সূত্র। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে বিগ ব্যাং থিওরি ব্রহ্মান্ড সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা সার্বিক এবং বৈজ্ঞানিক প্রমান ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ একটি তত্ত্ব|

ভবিতব্য

বিগ ব্যাং ঘটনার সাথে ডার্ক এনার্জি মহাকর্ষ বলকে অতিক্রম করে ও মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হয়। এই সম্প্রসারণের ফলে বর্তমানে মহাবিশ্ব তার যৌবনকালে উপনীত হয়েছে এবং পদার্থ ও শক্তির সংমিশ্রনে এক মিশ্র গাঠনিক অবস্থায় রয়েছে। মহাবিশ্বের ভবিতব্য কি? – সে প্রসঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানী-দের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।



মহাবিশ্বের ভবিতব্য

বিভিন্ন গবেষণা ও আলোচনায় প্রধানত তিনটি সম্ভাবনার প্রসঙ্গ উঠে আসে।

প্রথম সম্ভাবনা হল বর্তমানে মহাকর্ষ বল ও ডার্ক এনার্জি যে ভারসাম্যে রয়েছে তাই যদি চলতে থাকে তাহলে ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে নক্ষত্রপুঞ্জ গুলির বয়েস বাড়তে থাকবে ও তারা ক্রমশ শীতল হতে থাকবে। একসময় তাদের দেহ থেকে নির্গত বিকিরণের মাত্রা হ্রাস পাবে ও সংলগ্ন গ্রহ ও অন্যান্য

মহাজাগতিক বস্তুগুলি ক্রমশ অতিশীতল হয়ে পড়বে। এই সম্ভাবনা কে বিজ্ঞানীরা 'বিগ ফ্রিজ' (Big Freeze) নামে অভিহিত করেন।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল ডার্ক এনার্জি-র বর্তমান মাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়া। সেক্ষেত্রে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ত্বরানিত হবে এবং ত্বরণ-এর হার যদি বেশ বেশি হয় তাহলে মহাজাগতিক সকল বিষয়



10 pm = 92



थन **य**

অতি দ্রুত হারে একে অপরের থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। তা এতই দ্রুত ঘটতে পারে যে একসময় মহাজাগতিক সকল বিষয়, তাদের অনুপরমাণু ইত্যাদি ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এই সম্ভাবনা কে 'বিগ রিপ' (Big rip) বলা হয়।

তৃতীয় সম্ভাবনা যে কোনো অজ্ঞাত কারণে যদি
মহাকর্ষ বল ডার্ক এনার্জি-র তুলনায় বৃদ্ধি পায়
তাহলে আবার সমস্ত পদার্থ ও শক্তি নির্দিষ্ট এককে কেন্দ্রীভূত হবে ও বর্তমান মহাবিশ্বের ইতি ঘটবে। এই সম্ভবনা কে 'বিগ ক্রাঞ্চ' (Big crunch) বলা হয়ে থাকে।

প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক রচনায় ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি বা ধ্বংসের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সাথে 'বিগ ক্রাঞ্চ' ধারণার বেশ মিল রয়েছে। মহাকবি কালিদাস তার কুমারসম্ভব কাব্যের ১০ম সর্গে বিষয়টিকে অত্যন্ত সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন – দক্ষযজ্ঞের অনতিবিলম্ব পর মহাদেব প্রলয় নাচন শুরু করেন। দেবতারা দল বেঁধে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে মহাদেব কে শান্ত করার অনুরোধ করতে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মার স্তুতি করতে থাকেন। সেই

স্তুতির একটি পঙ্তির বাংলা করলে দাঁড়ায়– "আপনার নিজের স্বরূপ একমাত্র আপনি-ই

"আপনার নিজের স্বরূপ একমাত্র আপনি-ই জানেন। আপনি নিজেকে নিজেই সৃষ্টি করেন। আবার প্রলয়কালে নিজের সৃষ্টি নিজেই আত্মসাৎ করে লীন হয়ে যান।"

তবে শুধু শক্তি বা পদার্থ নয়, সময় ও পরিসরের-ও সূচনা ঘটে বিগ ব্যাং এর সাথেই। সেকারণে বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিন্স বলেছেন 'বিগ ব্যাং এর আগে যদি সময় ও পরিসর না থাকে তাহলে ভাবশূন্যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব সম্পর্কেও যথেষ্ট সংশয়-এর অবকাশ রয়েছে।'







প্লাস্টিক



ড. শচীনাথ বেরা সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

'প্লাস্টিক' শব্দটির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। 'পলিমার' নামক একপ্রকার জৈবযৌগ দ্বারা 'প্লাস্টিক' গঠিত হয়। 'পলিমার' কথাটি একটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ অনেকগুলি একক। প্রতিটি একককে 'মনোমার' বলে। অসংখ্য 'মনোমার' পরস্পর সমযোজী রাসায়নিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত হয়ে 'পলিমার' যৌগ গঠন করে। এই ধরনের যৌগের আকার বড় হওয়ায় এদের ম্যাক্রোমলিকিউলও বলে। একথা মনে রাখতে হবে. 'মনোমার' থেকে 'পলিমার' তৈরির সময় নানা ধরনের অ্যাডিটিভস যোগ করা হয়। যেমন, নমনীয় করার জন্য প্লাস্টিসাইজার হিসাবে থ্যালেট, সাইট্রেট, অ্যাডিপেটস, অরগানো ফসফেট জাতীয় এস্টার যৌগ, রং-এর জন্য রঞ্জক পদার্থ, তাপজনিত ক্ষয়রোধ করতে থার্মাল স্ট্যাবিলাইজার বেরিয়াম-ক্যাডমিয়াম-জিঙ্ক স্টিয়ারেট. ডাইবেসিক কার্বনেট, ডাই-(নর্ম্যাল-লেড বিউটাইল)টিন ম্যালিয়েট জাতীয় যৌগ. অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে বড় অ্যালকিল গ্রুপ যুক্ত ফেনল এবং সেকেন্ডারি অ্যারোমেটিক অ্যামিনস, ফসফাইটস এবং সালফাইডস যৌগ, অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল হিসাবে ট্রাইক্লোসান, পলিসিলোক্সেন্স, বিভিন্ন সিলভার যৌগ যোগ করা হয়। 'পলিমার' গুলির ধর্ম সাধারনত কোন্ মনোমার দিয়ে তৈরি ও 'পলিমার শৃঙ্খল' গুলির বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। যেমন, তাপ প্রয়োগের ফলে কোনো পলিমার নমনীয় হয় আবার ঠাণ্ডা করলে শক্ত ও অনমনীয় হয়। এই ধরনের পলিমারকে 'থার্মোপ্লাস্টিক' বলে। পলিথিন(PE), পলিপ্রপিলিন(PP), পলিভিনাইল ক্লোরাইড(PVC), পলিস্টাইরিন(PS) ইত্যাদি। আর একধরনের 'পলিমার' আছে যেগুলি তাপ প্রয়োগের ফলে স্থায়ীভাবে অনমনীয় এবং অগলনীয় পদার্থে পরিনত হয়। এইগুলিকে থার্মোসেটিং পলিমার বলে। যেমন, ফেনল-ফরম্যালডিহাইড রেজিন, ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইড রেজিন, অ্যারালডাইট, ম্যালামাইন, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এই দুই ধরনের পলিমার গুলি সাধারনত বিনষ্ট হয় না। পরিবেশে বছরের পর বছর থেকে যায়, যা পরিবেশ তথা আমাদের নানানভাবে ক্ষতি করে। এইকারনে বর্তমানে নানান প্লাস্টিক দ্রব্য 'বায়োডিগ্রেডেবল দিয়ে তৈরি করা হয়। যেমন. পলিগ্লাইকোলিক অ্যাসিড (PGA), পলি-বিটা-পলিহাইডুক্সিবিউটাইরেট(PHB), বিউটাইরেট-কো-বিটা-হাইড্রক্সিভ্যালিরেট (PHBV), পলিল্যাকটিক অ্যাসিড (PLA), পলিক্যাপ্রোল্যাকটোন (PCL), পলিহাইডুক্সি অ্যালকানোয়েটস্ (PHA), ইত্যাদি। এগুলি পরিবেশজাত বিভিন্ন অনুজীব দ্বারা বিয়োজিত হয় এবং বিনষ্ট হয়ে যায়। প্লাস্টিক আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে আমরা 'প্লাস্টিকযুগ'-এ বসবাস করছি বললে অত্যুক্তি হবে না, কারণ জীবনের সকলক্ষেত্র,



কৃষি, থেকে ইলেকট্রিক থেকে ইলেকট্রনিকস্, বাড়িঘরের নানান অটোমোবাইলস, প্যাকেজিং থেকে বস্ত্রশিল্প, আসবাবপত্র থেকে স্পেসএয়ারক্র্যাফট, পরিবহন ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিক দ্রব্য বিভিন্ন ধর্মের পলিমার থেকে তৈরি হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই তা না জেনে. দৈনন্দিন প্রয়োজনে বিভিন্ন প্লাস্টিক দ্রব্য ব্যবহার করে থাকি যা আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্লাস্টিক দ্রব্যগুলিতে ত্রিকোনাকৃতি চিহ্নের মধ্যে 'এক' থেকে 'সাত' পর্যন্ত সংখ্যা লেখা থাকে যা ঐ প্লাস্টিক দ্রব্যটি কোন্ পলিমার থেকে তৈরি তা নির্দেশ করে। একে 'রেজিনআইডেণ্টিফিকেশন কোড' (RIC) বলে। এর ফলে প্লাস্টিক দ্রব্যটি কোনু কাজের জন্য, বিশেষ করে, পানীয় বা খাবার রাখার উপযুক্ত কিনা অথবা দ্রব্যটি বারবার ব্যবহারযোগ্য কিনা তা জানতে পারি। '1' এর অর্থ প্লাস্টিক দ্রব্যটি পলিইথিলিন টেরিথ্যালিট (PET) দিয়ে তৈরি। সাধারনত, এই প্লাস্টিক গুলি নিরাপদ ও রিসাইকেলেবল কিন্তু একবারই ব্যবহার করার যোগ্য। এগুলিতে কখনও গরম পানীয় বা খাবার রাখা উচিত নয়। সফট ড্রিঙ্ক, জুস, জলের বোতল, খাবারের প্যাকেট, টোটে ব্যাগ, বাড়িরঘরের নানান জিনিসপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। '2' এর অর্থ দ্রব্যটি হাই ডেনসিটি পলিথিলিন (HDPE) দিয়ে তৈরি যা নিরাপদ, পুনঃব্যবহার যোগ্য রিসাইকেলেবল। দ্রব্যগুলি তুলনামূলক ভাবে শক্তপোক্ত হয়।এগুলি সূর্যালোক বা বেশি তাপমাত্রায় খুব একটা ক্ষয় হয় না। দুধ ও খাবার

রাখার পাত্র, ক্রীম, প্রসাধনী দ্রব্যের বোতল, খেলনা, নানান ব্যাগ, পাইপস, রাসায়য়িক রাখার পাত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।'3'এর অর্থ দ্রব্যটি পলিভিনাইল ক্লোরাইড(PVC) দ্বারা তৈরি। এগুলি অনেক বছর টেকসই থাকে কারণ সহজে এরা অক্সিডাইজড বা জারিত হয় না। এইজাতীয় প্লাস্টিক ক্ষতিকারক এবং বিষাক্ত, তাই এগুলিতে খাবার বা পানীয় রাখা উচিৎ নয়। এই প্লাস্টিক সাধারনত রিসাইকেল করা হয় না। জলের পাইপ, খেলনা, মেঝেনির্মাণের উপাদান, জানালার কাঠামো, কেবল তারের আবরনী, চিকিৎসার সরঞ্জাম ইত্যাদি দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। '4' এর অর্থ দ্রব্যটি লো ডেনসিটি পলিথিলিন (LDPE) দ্বারা তৈরি। এই ধরনের প্লাস্টিক তুলনামূলকভাবে ভালো। এগুলি বারবার ব্যবহার করা গেলেও সব ধরনের দ্রব্য রিসাইকেল বিভিন্ন না। যায় জিনিসপত্র প্যাকেজিং, ক্যারি ব্যাগ, কার্পেট, ল্যাবরেটরি উপকরন, এমনকি খাবার রাখার পাত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। '5' এর অর্থ প্লাস্টিক দ্রব্যটি। পলিপ্রোপিলন (PP) দ্বারা তৈরি যা রিসাইকেল এবং পুনঃব্যবহার যোগ্য। এই প্লাস্টিকটি সবচেয়ে সুরক্ষিত বলে পানীয় ও খাবারের পাত্র, ঔষধ রাখার পাত্র, স্যানিটারি প্যাড, দুধের বোতল, গবেষণার সরঞ্জাম ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। '6' এর অর্থ প্লাস্টিকটি পলিস্টাইরিন (PP) থেকে তৈরি। এগুলি রিসাইকেলেবল হলেও পুনঃব্যবহার যোগ্য নয়। বিশেষকরে এই জাতীয় দ্রব্যে গরম পানীয় বা খাবার খাওয়া নিরাপদ নয় বরং অত্যন্ত ক্ষতিকর। সাধারনত রেষ্টুরেন্ট ও হোটেলে খাবারের প্যাকেট, ডিসপোজিবল দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। '7' এর অর্থ হল দ্রব্যটি উপরোক্ত



পলিমার ছাড়া অন্যান্য পলিমার দিয়ে তৈরি যার মধ্যে পলিকার্বোনেট (PC), পলিঅ্যামাইড (PA), পলিমিথাইল মিথাক্রাইলেট (PMMA), পলিদ্যাকটিক অ্যাসিড(PLA) প্রভৃতি হতে পারে। কম্পিউটার, ল্যাপটপের তৈরির উপকরন, সিডি ও ডিভিডি, সানগ্লাস, টেলিফোন, বুলেটপ্রুফ দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। সর্বোপরি একথা মনে রাখতে হবে, যথেচ্ছভাবে প্লাস্টিক দ্রব্যের ব্যবহার

পরিবেশ তথা শরীরের ক্ষতি করে। মানবজাতি

আজ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা, যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস, শৈশব বিকাশ জনিত সমস্যা, জন্মগত ক্রটি, চর্মরোগ, দৃষ্টিশক্তি, হজম ক্ষমতা, শ্বাসজনিত সমস্যা, মাথা ঘোরা এবং অচেতনতা, ডায়াবেটিস, মেদবৃদ্ধি, নার্ভ, লিভার ও কিডনি জনিত সমস্যা, ক্যান্সার, আল্সার প্রভৃতির সম্মুখীন হচ্ছে আর এর অন্যতম কারণ হিসেবে প্লাস্টিকের যথেচ্ছে ব্যবহার অনেকাংশে দায়ী। সুতরাং, প্লাস্টিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেকবেশি দায়িত্বশীল এবং সচেতন হতে হবে।









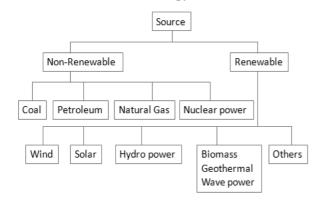
Save Electricity



Anwesa Manna Physics Honours, 1st Semester

Electricity is one of the most important inventions of science for mankind. The progress of civilization is impossible without electricity in the present day. But we misuse the electricity in a continual manner. If it continues, our future generation will enter into a dark world which will stop the wheel of the progress of civilization in a few years. So, it will be prime concern to save electricity for our future generations as well for sustainable society.

Sources of electric energy:



Importance of electricity:

Electricity is used to illuminate different places like roads, houses, hospitals etc. Electricity also provides security secluded rural areas. Electricity is integral part of our life. It used in every corner of life from household to medical purpose, agriculture to industry, from transportation to communication. Electricity is necessary for home appliance TV, washing machine, e.g. refrigerator, air condition, heater, iron, computer, mobile etc. Various equipments are used in the medical field such as X-ray, CT scan, MRI etc. requires electricity. At present, electricity is also used for irrigation in agriculture and for different electrical equipment in industry. High speed trains use electricity to facilitate communication.

Reason of saving electricity:

We should save electricity for various reasons like-

- ➤ It will help us to reduce the use of fossil fuel.
- > It will help us to save money.
- ➤ It will help to reduce pollution.
- > It will help to reduce carbon emission.











Tips of saving electricity:

- ➤ Using LED bulbs that consume less power.
- ➤ Do not use light during the day time unnecessarily
- ➤ Turn off the electric appliance when leaving the room.
- ➤ Turn off all these entertainment devices e.g. TV, computer when not watch.
- Do not leave mobile phone plugged in overnight.
- Do not use refrigerator, AC etc. unnecessarily.
- Also, do not use electrical appliances without must need.

Conclusion:

Like education, electricity has become a backbone of society. At present most of the electricity produces from non-renewable source e.g. coal, crude oil, natural gas. So, to fulfill the demand for electricity, the use of renewable power sources needs to be increased. It is required to make people aware about the saving of electricity unless we have to face unwanted crisis.









জানেন কী?



পায়েল দোলাই পদার্থবিদ্যা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

১. জানেন কী?_Sunscreen ও অন্যান্য প্রসাধনী সামগ্রী তে ZnO বা TiO2 ও বিভিন্ন রাসয়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় যাদের কাজ হল আলোকরশ্মি শোষণ করা এবং ত্বকের ওপর ফুটিয়ে তোলা। যার ফলে ত্বককে অনেক উজ্জ্বল, মসৃণ ও প্রাণবন্ত দেখায়। Sunscreen এর অন্যতম রাসয়নিক উপাদান হল বেঞ্জফেনন, এটি UV-A,UV-B রশ্মিকে নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত শোষণ করে ত্বককে রক্ষা করে। Sunscreen এর কার্যকারিতা SPF (sun Protection Factor) দ্বারা নির্ণয় করা হয়। উদাহরন হিসাবে বলা যায়, যদি একজন 12 min রৌদ্রে থাকার পর ত্বক পুড়ে যায় তাহলে SPF 30 Sunscreen ব্যবহার করলে 30*12min = 360 min রৌদ্রে থাকতে পারবেন। (তথ্য সূত্ৰ: সাপ্তাহিক বৰ্তমান 19/1/2019)

২. জানেন কী?_লভন বিশ্বিদ্যালয়ের গবেষণায় জানা গেছে যে হলুদের মধ্যে কারকিউমিন (Curcumin) নামক যৌগ থাকায় তা মস্তিষ্ক ও চোখের স্নায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা যেমন, গ্লুকোমা ও আলজিমার্স রোগ সারাতে ওষুধ রূপে কাজ করে। হলুদের নির্যাস চোখের জন্য খুব উপকারী।

(তথ্য সূত্র: The Telegraph, 26/7/18)

৩. জানেন কী?_চীনের গবেষক লুহো চেন এর নেতৃত্বে বিজ্ঞানীদের একটি দল Rewritable Paper তৈরি করেছেন, যেটিতে লিখিত তথ্য 6 মাসের বেশি সময় পর্যন্ত -10°C থেকে 65°C উষ্ণতার মধ্যে সংরক্ষণ করা যায়। কাগজটির বিশেষত্ব হল, উত্বপ্তকরণ ও শীতলীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে এতে লিখিত কোনো তথ্য সহজে মুছে দেওয়া সম্ভব। এই ভাবে কাগজটিকে 100 বার পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। এই বিশেষ কাগজ তৈরির জন্য বিজ্ঞানীরা স্যান্ডউইচ এর মতো কয়েকটি স্তর ব্যবহার করেছেন। একপৃষ্টে নীল রঙের ডাইযৌগ ব্যবহার করা হয়েছে, যার ওপর আলো পড়লে তা বর্ণহীন হয়ে যায় এবং অপরপৃষ্ঠে ব্যবহৃত কালো টোনার আলো থেকে তাপ শোষণ করে নেয়। তবে এই কাগজে লেখার জন্য কোনো সাধারণ কলম ব্যবহৃত হয় না। Electrothermal pen, Thermal printer বা ইনফ্রারেড রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

(তথ্য সূত্র: সাপ্তাহিক বর্তমান, 23/02/2019

8. জানেন কী?_ফলমূল এবং শাকসবজিতে Red 40 (Allure Red), Red No. 3 (Erythrosine) প্রয়োগ করা হয়। এর থেকে শিশুদের উত্তেজনা ও থাইরয়েড গ্রন্থিতে টিউমার হতে পারে। এছাড়াও গুঁড়ো হলুদ এ ব্যবহৃত লেড, আর্সেনিক যৌগ থেকে অ্যানিমিয়া, কিডনির রোগ এবং এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে। শাকসবজি ও ফলমূল কে সতেজ দেখানোর জন্য তুতের জলীয় দ্রবণ ব্যবহৃত হয়।



20多数を32

বৃদ্ধি পায়।

প্রভাব

(তথ্য সূত্র: সাপ্তাহিক বর্তমান, 19/01/2019)
৫. জানেন কী? মুড়ি ভাজার সময় চালের মধ্যে
ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়। নাইট্রোজেন ঘটিত এই
সার টি মানুষের শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করে।
(তথ্য সূত্র: সাপ্তাহিক বর্তমান, 19/01/2019)
৬. জানেন কী? খাদ্যের মোড়কের অন্যতম
রাসায়নিক উপাদান হল PFAs(Perfluoroalkyl
Substances)। সম্প্রতি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের
এক গবেষণায় জানা গেছে, এই রাসায়নিক
উপাদানটি কোলেস্টরলের মাত্রা বৃদ্ধি, স্থুলত্ব
হরমোন ঘটিত বিভিন্ন সমস্যা এমনকি ক্যান্সার
অবধি ঘটাতে সক্ষম। যাদের রক্তে PFAs এর
মাত্রা খুব বেশি তাদের বিপাকীয় হার খুব কম
এবং দেহে মাত্রাতিরিক্ত ফ্যাট জমে গিয়ে ওজন

(তথ্য সূত্ৰ: The Times of India, 20/02/18) ৭. জানেন কী?_2030 সালের পর থেকে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে কমপক্ষে এক জনের শরীরে ক্যান্সার থাকার প্রবণতা প্রবল। আমার মতে_" আমরা অতিরিক্ত কৃত্রিম প্রযুক্তি নির্ভর"। যেমন দৈনন্দিন জীবনে প্রচুর পরিমাণ কীটনাশক, সংরক্ষক, মিষ্টতাবর্ধক, প্রসাধনী সামগ্রী ইত্যাদি সমস্ত কিছুতেই রাসায়নিক পদার্থের অতিরিক্ত ব্যবহারের জন্যে এবং এই সমস্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে বর্তমান দিনে রোগের প্রকোপ, ও শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি অতিরিক্ত পাচ্ছে। এছাড়া রেফ্রিজারেটর, শীততাপ নিয়ন্ত্রন কারি যন্ত্র প্রভৃতি থেকে নিৰ্গত CFC,CO ইত্যাদি বিষাক্ত গ্যাস পরিবেশ ছাড়াও ওজনস্তরের ক্ষতি করছে। যার ফলে সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনী রশ্মি ত্বকের ক্যানসার, চোখের ছানি পড়া ইত্যাদিতে প্রভাব ফেলে।

৮. জানেন কী?_আর কয়েক বছরের মধ্যেই জলের তলায় চলে যাবে বহু বড় বড় শহর। কেননা, মানুষের অপকর্মের দ্বারা পৃথিবীর স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্ম ব্যাহত হচ্ছে এবং যার ফল স্বরূপ বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং এর ফলেই মেরুঅঞ্চলের বরফ ও হিমবাহ গলে গিয়ে সমুদ্রের জলতল এর উচ্চতা বৃদ্ধির দ্বারা জলের তলায় চলে যাবে বহু শহর।

৯. জানেন কী?_আলো যখন তরল হয়ে যায়, পাত্রে ঢালা যায়! পরম শূন্য তাপমাত্রায় আলোও তরল হয়ে যায়। জার্মানির ব্রেমেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা পত্রটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা 'ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স' এ প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা কাজটি করেছেন রুবিডিয়াম পরমাণুর সাহায্যে। রুবিডিয়াম গ্যাসের এক লক্ষ পরমাণুকে একটি ভ্যাকুয়াম চেম্বারের মধ্যে রাখা হয়েছিল শক্তিশালি চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে। তারপর সেই চেম্বারটিকে ঠান্ডা করা হয় পরম শূন্যের এক ডিগ্রী সেলসিয়াস ওপরের তাপমাত্রার ২০০ কোটি ভাগের এক ভাগে। এরপর সেই রুবিডিয়াম এর অণু গুলিকে একটি টাওয়ারের উপর থেকে ৩৯৩ ফুট নিচে ফেলে দেন এবং তাতেই মাত্র দু'সেকেন্ডের জন্য পরম শূন্য তাপমাত্রার কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এই পরম শূন্য উষ্ণতার মান - ২৭৩.১৫ °C বা -8৫৯.৬৭ °F |

(তথ্য সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, 21/12/21)







১০. জানেন কী?_"সৃষ্টির উল্লাস থেকে সর্বনাশ "
পৃথিবীর মহাকাশ স্টেশন প্রদক্ষিণের পথে রয়েছে
কয়েক হাজার গুড়িয়ে যাওয়া উপগ্রহের টুকরো।
পৃথিবী থেকে এতো উচ্চতায় (পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ
শক্তি বাইরে) টুকরোগুলির গতিবেগ ঘন্টায় প্রায়
২৭ হাজার কিলোমিটার। মহাকাশ বিজ্ঞানীদের
ভাষায় এগুলিকে 'স্পেস জাক্ষ' বা 'স্পেস ডেব্রি'
বলে। যেগুলি মহাকাশচারিদের জীবন পঙ্গু করে
দিতে পারে।

(তথ্য সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, 19/11/21)
১১. জানেন কী?_পদার্থের চারটি অবস্থা। কঠিন,
তরল, গ্যাস, প্লাজমা। প্লাজমা হল এমন একটি
অবস্থা যেটি উচ্চ উষ্ণতা ও শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বক
এর প্রভাবে গ্যাসে আয়নিত হয়। অর্থাৎ, ধনাত্বক
ও ঋনাত্বক চার্জ সৃষ্টি করে।

১২. জানেন কী?_শূন্যের 88°C তাপমাত্রার নিচেও জল তরল থাকে। গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা 'নেচার কমিউনিকেশনা এ।

(তথ্য সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, 11/12/21)
১৩. যদি x ÷ y = z হয়, তবে y * z = x হয়।
কিন্তু 1 ÷ 0= অসীম হলে, অসীম × 0 = 1 হয় না
কেন? আবার, 0 ÷ যেকোনো সংখ্যা = 0 হয়।
কেন_জানেন কী?













Taste buds

রসনামঙ্গল











Yasmin Chaudhuri
Assistant Professor
HOD, English Department



Women's Bone and Eye Health

SCRAMBLED FISH

Ingredients:

Serving: 6, Fried fish - 4 to 5 Bhetki or Ruhi fish, Onion-2 large chopped, 6 cloves of garlic. Chopped, Green chilies 3/4 piece, Mustard oil, Turmeric powder - ½ Tsp, Kashmiri Red chilli powder - ½ tsp, Salt, Sugar, Raisins - 10-12, Garam Masala, Chopped coriander leaves 2 tbs, Chopped Ginger ½ tbs, Lemon juice 1 tsp.

Instructions:

Remove all bones from fried fish pieces. Heat mustard oil in a pan. Add onion, ginger, garlic and green chilli. When it Is lightly fried, add turmeric powder and Kashmiri red chilli powder. Stir for a few minutes. Now add the deboned fish. Add salt and sugar to taste and fry for 5 minutes over medium flame. When fish turns brownish in colour, add raisins and garam masala powder. Cook for another 2 minutes and remove pan from flame. Serve garnished with coriander leaves, tomato slices and cucumber slices.

Calories in Indian Fish scramble (142 g):

Calories 240 Kcal, Protein - 29 gm, Total Fat - 9 g, Cholesterol - 100 mg., Sodium - 380 mg, Carbohydrates - 11 g.

Benefits of consuming fish:

- With loads of omega-3 fatty acids, fish is known to reduce cardiovascular disease risk.
- 2. Other ingredients in fish like EPA, and DHA also reduce triglyceride levels, which is key for heart health.
- 3. Fish is also a great source of vitamin D that protects one against insulin resistance.
- 4. Apart from these, fish is considered to be good for the brain, vision, and improving sleep. However, the bottom line is in the amount you consume.
- 5. It is advised that on an average, one should include 350 gms of fish per week.







Sayanwita Panja Assistant Professor Department of Chemistry



DHOKLA

Dhokla is a Gujarati vegetarian culinary dish. It can be eaten in breakfast or as main course or as side dish or as snack. This food has spongy bread like texture which is visually similar to cake and made from a batter of channa flour or besan. Dhokla is very alluring and healthy dish for both the children and adults.

Ingredients:

Serving-4

serving 1		
For Batter	For Tempering	
1. Besan-1 cup	1. Oil-2 tsp	
2. Green chili paste-	2. Mustard seeds-1 tsp	
½ tsp	3. Curry leaves-15-20	
3. Ginger paste- ½	pcs	
tsp	4. Water-½ cup	
4. Turmeric-½ tsp	5. Green chili-4-5 pcs	
5. Lemon juice- 2 tsp	6. Sugar-1 tsp	
6. Curd- 1/4 cup	7. Chopped coriander	
7. Water-¾ cup	leaves-2 tsp	
8. Salt-½ tsp	8. Grated coconut-3 tsp	
9. Baking soda-1 tsp		
10. Oil- 1 tsp		

Process:

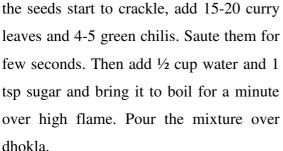
- 1. Take 1 cup besan, ¾ cup water, 2 tsp lemon juice, 1 tsp green chili- ginger paste, ¼ cup curd, ½ tsp turmeric and salt in a mixing bowl and mix them properly into smooth batter and make sure that there is no lump.
- 2. Add 1 tsp baking soda and stir in one direction for 2 minutes (size will increase to almost double).
- 3. Pour the batter into oil greased container and fill upto ½ inch thickness. Then place the container into steam bath for 30 mins in medium flame.
- 4. After 30 mins, insert a toothpick into dhokla to check whether it has been fully baked or not.
- 5. Take out the container from steam bath and allow to cool and cut the fluffy dhokla into small squares by using knife.
- 6. In the meantime, take 2 tsp oil in a small pan. Add 2 tsp mustard seeds into it. When











7. Garnish with chopped coriander leaves and grated coconut.

Calories in Dhokla (1 pc):

Energy	81 cal
Protein	3.6 g
Carbohydrate	12.1 g
Fiber	2.6 g
Fat	2 g
Cholesterol	0 mg
Calcium	11.2 mg
Magnesium	22.8 mg
Sodium	12.3 mg
Potassium	121.5 mg

Health Benefits:

1. All the ingredients of dhokla are highly protein rich. This dish is also full of fiber, healthy fats and all necessary nutrients.

- 2. The fermented besan increase the bioavailability of nutrients like riboflavin, folic acid, niacin, thiamin, biotin and vitamin K.
- 3. Dhokla as a fermented food, is very smooth on stomach and easy to digest.
- 4. The microorganisms in dhokla break down complex carbohydrates, proteins and fats into more easily assimilated molecules and increase energy levels. It fills the stomach without increasing the calorie count. Thus, this steamed dish is excellent for weight loss diet.
- 5. It is low calorie food. In every 50 grams or 2 pcs of dhokla, one can get around 80 calories.
- 6. The magnesium content of besan helps to maintain vascular health and normalize blood pressure level.
- 7. It provides good bacteria for healthy gut.
- 8. This is a diabetic friendly dish.
- 9. Being a light and healthy snack, dhokla keeps full even without eating a lot of it.





10 2 m 2 9 1









ড: এণাক্ষী দাস, সহকারী অধ্যাপিকা, ভূতত্ত্ব বিভাগ



স্বাস্থ্য সম্মত রান্নার রেসিপি পাহাড়ি চিকেন

উপকরণ:

- ১) চিকেন ৭০০-৮০০ গ্রাম
- ২) গাজর ২ টি মাঝারি সাইজের চাকা করে মোটা করে কাটা
- ৩) আলু ৩-৪টি মাঝারি মাপের দু টুকরো করে কাটা
- ৪) ফুলকপি ছোটো সাইজের একটি ডুমো ডুমো করে কাটা।
- ৫) পালং শাক ২৫০ গ্রাম ভাল করে পরিষ্কারকরে বাছাই করা ডগা সমেত পাতা।
- ৬) সবুজ ক্যাপসিকাম ১ টি মাঝারি সাইজের ভুমো করে কাটা।
- ৭) পেঁয়াজ ৩-৪ টি মাঝারি সাইজের ঝিরি করে কাটা।
- ৮) আদা ১৫ গ্রাম বাটা
- ৯) রসুন ৮-১০ কোয়া বাটা
- ১০) টমাটো ১টি বড় সাইজের পাতলা করে কাটা
- ১১) কাঁচা লঙ্কা ৩-৪ টি (স্বাদমতো)
- ১২) নুন স্বাদমতো
- ১৩) হলুদ ১ চা চামচ

- ১৪) জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
- ১৫) ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ
- ১৬) কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়া ১ চা চামচ (অপশনাল)
- ১৭) সরষের তেল/ সাদা তেল ২-৩ চা চামচ পদ্ধতি:

প্রথমে চিকেন ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার জলে সামান্য নুন দিয়ে সেদ্ধ করতে শুরু করতে হবে। মিনিট ১০ পরে ঐ জলে চিকেন এর সাথে আগে থেকে ধুয়ে কেটে রাখা সবজি অর্থাৎ গাজর, আলু, পালংশাক, ফুলকপি দিয়ে আরও ৫-৭ মিনিট হাই ফ্রেমে ফোটাতে হবে। এবার জল থেকে চিকেন ও সবজি ছেঁকে আলাদা করে রাখতে হবে। ঐ সেদ্ধ করা জলটা পুনরায় ছেঁকে আলাদা করে সটক হিসেবে রেখে দিতে হবে। কড়াইতে তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম ভাজতে হবে। এরপর রসুন বাটা, ধনে জিরা, কাশ্মীরি লক্ষা , হলুদ গুঁড়া দিয়ে সামান্য জল দিয়ে মশলাটা একটু কষিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে ৭-১০ মিনিট। এই সময়



章 2 章 2 章 2 章

श्राव

স্বাদমতো আরও একটু নুন দিতে হবে তবে বেশি নয়। কারণ সিদ্ধ করার সময় কিছুটা নুন ব্যবহার করা হয়েছে। এর পর সিদ্ধ করে রাখা সমস্ত সবজি দিয়ে দিতে হবে কড়াইতে। নাড়াচাড়া বেশি করা যাবে না তাইলে সবজি গুলো গোটা থাকবে না, ভেঙে যাবে। এবার এ সেদ্ধ জল বা স্টক টা যোগ করে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। স্টক টা দিলে এতে সবজি ও চিকেন এর

ফ্রেভার টা খুব সুন্দর আসবে। পাঁচ মিনিট পরে ঢাকা খুলে এতে আদা বাটা, চেরাই করা কাঁচা লঙ্কা ও কেটে রাখা টমাটো এর টুকরো দিয়ে নেড়ে আরও ৩-৪ মিনিট পরে নামিয়ে নিতে হবে। রেডি হয়ে যাবে অল্প তেল মশলা দিয়ে তৈরি সবজি সমৃদ্ধ সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর পাহাড়ি চিকেন। শীতকালে এই রারা খুব ভাল লাগে। গরম গরম এই পাহাড়ি চিকেন ভাত ও রুটি উভয় এর সাথেই খেতে ভাল লাগে।













লাল বসাকের গোলাপি পানীয়

আমাদের অনেকেরই বোধহয় মনে আছে যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন সর্দি-কাশি হলে বাড়ির গুরুজনেরা এক ধরনের পাতা বেটে তার রস খাওয়াতেন। বড় তেঁতো! আজ সেই তেতো পাতারই এক ভিন্ন প্রজাতির সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার গল্প সকলের সাথে ভাগ করে নেবো। সর্দি-কাশি ও তেঁতো শুনে খুব সহজে অনুমিত যে আমি বাসক পাতার কথা বলছি। না, বাসক পাতা নয়, তবে তারই কুটুম্ব লাল বাসক আমার এই পানীয় প্রস্তুতির মুখ্য চরিত্র, অর্থাৎ প্রধান উপকরণ। লাল বাসক পাতার বিজ্ঞানসম্মত নাম Phlogacanthus thyrsiflorus Nees।



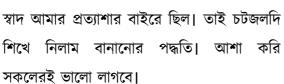
আমি এই পাতা সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি পূর্ব মেদিনীপুরের রঘুনাথবাড়ি অঞ্চলে। একটু



পড়াশোনা করে বুঝতে পারি যে বিভিন্ন ভেষজ পথ্য প্রস্তুতিতে এই পাতা দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গবেষণাপত্রে লাল বাসক পাতার antifungal, pro-diabetic, pro-cancer, extremely pro-inflammatory, hypolipidaemic and hepatoprotective কাজগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে। করোনা সক্রমণের প্রথম ও দ্বিতীয় ডেউ মোকাবিলা করতে নাকি বেজায় সহয়তা করেছে এই পাতা। ভাইরাসের বিরুদ্ধে দেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে লাল বাসক কতটা সক্ষম সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, তবু এ কথা না মেনে উপায় নেয় যে, দুঃসময়ে মানসিক প্রশান্তি দিয়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছে সে। মাসির চা এর পেয়ালায় আমার প্রথম দেখা লাল বাসকের সাথে। আমার স্মৃতিতে বাসক ও তেঁতো শব্দগুলি সমার্থক। তেঁতো ছাড়া অন্য কোন স্বাদ আমি বাসকের কল্পনা করতে পারি না। মাসি অনেক ভাবে বুঝিয়ে ব্যর্থ হয়ে আমাকে পানীয়ের রঙ দেখিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করেন। এতে কিন্তু সত্যি কাজ হয়, আমি একবার পেয়ালায় চুমুকদিতে রাজী হয়ে যায়। হাল্কা গোলাপি বর্ণে মায়াময় উষ্ণ পানীয়ে এক অপূর্ব বন্য







উপকরণ:

জল - ২কাপ গোলমরিচ গুঁড়ো - ১ চা চামচ আদা - ছোট টুকরো লাল বাসক পাতা - ৪টে দারুচিনি গুঁড়ো - ১/২ চা চামচ চিনি - স্বাদমতো

পদ্ধতি:

২ কাপ জল উষ্ণ গরম হয়ে গেলে তাতে ৪ টি লাল বাসকের পাতা ফেলে দিতে হবে। আদা কুরে জলে মেশাতে হবে। জল একটু ফুটতে শুরু করলে আস্তে আস্তে জলের রঙ ক্রমশ গলাপি হয়ে যাবে। এরপর গ্যাস বন্ধ করে গোলমরিচ ও দারুচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে ঢাকা বন্ধ করে দিতে হবে। ১-২ মিনিট ঢাকা বন্ধ অবস্থায় রেখে কাপে স্বাদমতো চিনি দিয়ে ছেঁকে পরিবেশন করা যেতে পারে লাল বসাকের গোলাপি পানীয়।







Hands on Craft হস্তশিল্প



Mandala Art





Art: A road to integrity

Keya Mondal Geography Hons, 3rd Semester



Simran Pramanik Bengali Hons 2nd Year





শিল্পই শক্তি

Painting & Glass Painting





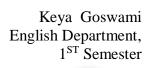








Art washes away from the soul, the dust of everyday life





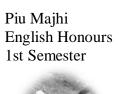


Glass Painting











Artistic illumination





Websites and

E-resources: 2021-22

ওয়েবসাইট ব্যাঙ্ক: ২০২১-২২









ইংরেজি বিভাগ / ENGLISH DEPARTMENT

1. Dime Novel and Popular Literature

https://digital.library.villanova.edu/Collection/vudl:24093

This collection brings together pre-Pulp era tales initially depicting scenes early America, the Frontier, and the West. Ranging roughly from 1860 to 1930 these often serial publications record the attitudes prevailing of 19th and early 20th Century society: including racist, sexist, and ethnic stereotypes. The original works are often highly fragile and digitization is a slow and careful endeavor. This collection includes the precursors to "Dime Novels", known as the "Story Papers", which were often of larger format, as well as the United Kingdom versions, "Penny Dreadfuls". Also included in this collection are Mass Market Literature - containing non-fiction texts, some of which are manifested as textual series - in a variety of subjects - including "self-help" and "how-to" titles, and medical cures. Also included are international Dime Novels - both translations of English originals as well as native creations.

2. Discovering Literature: Romantics and Victorians:

http://webapp1.dlib.indiana.edu/vwwp/welcome.do

Organized by authors, works, themes, articles, videos, collection items, and teaching resources, this resource offers an enormous amount of information on 19th Century British authors.

3. Emily Dickinson Archive: https://www.edickinson.org/

Emily Dickinson Archive makes high-resolution images of Dickinson's surviving manuscripts available in open access, and provides readers with a website through which they can view images of manuscripts held in multiple libraries and archives.

Favorite Poem Project

Video recordings of Americans reading poems they love. The poems are both canonical and non-English, read in original language and translation.

4. PennSound: http://www.writing.upenn.edu/pennsound/

"PennSound is an ongoing project, committed to producing new audio recordings and preserving existing audio archives."

5. The Shelley-Godwin Archive: http://shelleygodwinarchive.org/

"The Shelley-Godwin Archive will provide the digitized manuscripts of Percy Bysshe Shelley, Mary Wollstonecraft Shelley, William Godwin, and Mary Wollstonecraft, bringing together online for the first time ever the widely dispersed handwritten legacy of this uniquely gifted family of writers."









6. The Victorian Web: https://victorianweb.org/

Victorian Women Writers' Project: "The Victorian Women Writers Project (VWWP) is primarily concerned with the exposure of lesser-known British women writers of the 19th century. The collection represents an array of genres - poetry, novels, children's books, political pamphlets, religious tracts, histories, and more. VWWP contains scores of authors, both prolific and rare."

বাংলা বিভাগ/ BENGALI DEPARTMENT

1.সমগ্র রবীন্দ্র রচনা (চিঠিপত্র, বক্তৃতা ইত্যাদি ব্যাতীত), পাণ্ডুলিপি-চিত্র।

http://bichitra.jdvu.ac.in/index.php

2.রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক বিশ্বকোষপ্রতীম ওয়েবসাইট

http://www.gitabitan.net/

3.ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর বৈদ্যুতিন সংস্করণ

https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1

4.ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত বঙ্কিম রচনাবলীর ইউনিকোড সম্মত বৈদ্যুতিন সংস্করণ

https://bankim-rachanabali.nltr.org/

5.ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত নজরুল রচনাবলীর বৈদ্যুতিন সংস্করণ

https://nazrul-rachanabali.nltr.org/

6.ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ পরিবেশিত শরৎ রচনাবলীর বৈদ্যুতিন সংস্করণ

https://sarat-rachanabali.nltr.org/

7. National Digital Library of India.

https://ndl.iitkgp.ac.in/

৪.এডুকেশন ও কালচারাল স্টেশন : বাংলা পড়াশুনা ও অন্যান্য মোটিভেশনাল ভিডিও

https://www.youtube.com/channel/UCobWm02iqa6-UkNs8vSBqJA

9.বই, ভিডিও, ওয়েবসাইট,অডিও, সফটওইয়্যার, ইমেজ –এর আন্তর্জাতিক ডিজিট্যাল লাইব্রেরি

https://archive.org/

10.বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ (National Encyclopaedia of Bangladesh)

http://en.banglapedia.org/index.php?title=Main_Page

11.বাংলা ওয়েবজিন : পরবাস

https://www.parabaas.com/









দর্শণ বিভাগ / PHILOSOPHY DEPARTMENT

Theory of Ideas, John Locke:

https://www.sparknotes.com/philosophy/johnlocke/themes/#:~:text=For%20Locke%2C%20a ll%20knowledge%20comes%20exclusively%20through%20experience.&text=Locke%20def ines%20knowledge%20as%20the,the%20scope%20of%20human%20ideas.

Theory of Ideas: https://plato.stanford.edu/entries/locke/

Some Basic Concepts of Propositional Logic:

https://www.youtube.com/watch?v=xlUFkMKSB3Y

Some basic concepts of western logic (In Bengali):

https://www.youtube.com/watch?v=8V4WhQb_vOY

Introduction to Ethical concepts: http://web.mit.edu/course/2/2.95j/readings/introethics.html

Principle of Goodness: http://web.mit.edu/course/2/2.95j/readings/introethics.html

Death penalty and Principal of Goodness:

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642980802533224

Meta Ethics: https://plato.stanford.edu/entries/metaethics/

Theories of punishment: https://blog.ipleaders.in/theories-of-punishment-a-thorough-study/

Some online Encyclopaedias of Philosophy:

https://newlearningonline.com/literacies/chapter-11/john-locke-on-empirical-knowledge

https://plato.stanford.edu/

https://www.britannica.com/

https://iep.utm.edu/

https://www.amphilsoc.org/

http://www.friesian.com/history.html

http://www.philosophypages.com

http://www.sophia-project.org/philosophy-resources.html

https://ndl.iitkgp.ac.in/











রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ / POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT

- 1. https://www.wikipedia.org/ (Students can access all kinds of academic information from this website)
- 2. https://plato.stanford.edu/ (The Stanford Encyclopedia of Philosophy organizes scholars from around the world in philosophy, Students can get all information regarding philosophers and their philosophies)
- 3. https://www.un.org/en/ (website on United Nations)
- 4. https://www.india.gov.in/topics/governance-administration (National portal of India where students can get all kinds of information regarding Indian government and politics)
- https://www.ohchr.org/en/issues/pages/whatarehumanrights.aspx (Website on Human rights)
- 6. https://www.e-ir.info/ (website of E- International Relations , where students can get articles , books, interviews and reviews on various international issues)
- 7. https://www.foreignaffairs.com/(website on various foreign affairs issues)
- https://www.mea.gov.in/ (website of the Ministry of External affairs in India .
 Students can access to all kinds of data, information regarding the external relations of India with other countries)
- 9. https://www.epw.in/ (website of Economic and political weekly magazine)
- 10. https://www.tandfonline.com/toc/fjss20/current (Journal of Strategic Studies)
- 11. https://www.jstor.org/(J- Stor is a global digital library of academic journals, articles, books and primary sources)
- 12. https://eci.gov.in/ (website of the Election Commission of India)
- 13. https://www.icwa.in/ (website of Indian Council of World Affairs)
- 14. https://academic.oup.com/ia/pages/blog_posts (Blog on International affairs)
- 15. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/politics/(Times of India blog dealing with various national issues of Indian government and politics).











ভূগোল বিভাগ/ GEOGRAPHY DEPARTMENT

- 1. https://www.epw.in/
- 2. https://www.downtoearth.org.in/
- 3. https://www.publicationsdivision.nic.in/journals/
- 4. https://www.eliteias.in/kurukshetra-magazine/
- 5. https://www.currentscience.ac.in/
- 6. https://ndl.iitkgp.ac.in/
- 7. https://indianculture.gov.in/MoCorganization/national-library
- 8. https://www.mdpi.com/journal/geosciences
- 9. https://www.mdpi.com/journal/earth
- 10. https://www.mdpi.com/journal/urbansci
- 11. https://www.mdpi.com/journal/world
- 12. https://www.mdpi.com/journal/water
- 13. https://www.mdpi.com/journal/remotesensing
- 14. https://www.mdpi.com/journal/geographies
- 15. https://www.mdpi.com/journal/geohazards
- 16. https://www.mdpi.com/journal/diversity
- 17. https://www.mdpi.com/journal/climate
- 18. https://www.nationalgeographic.com/magazine
- 19. https://www.discovermagazine.com/planet-earth
- 20. http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/7415
- 21.https://www.nature.com/srep/research-

articles?searchType=journalSearch&sort=PubDate&page=2

22. https://epgp.inflibnet.ac.in/Home/ViewSubject?catid=KwH6LnSyFhsLI6M9Z0+tvw==











ভূতত্ত্ব বিভাগ /Department of Geology

- 1. The United Kingdom Virtual Microscope (UKVM) to identify rocks and minerals: https://www.virtualmicroscope.org/content/uk-virtual-microscope
- 2. US Geological Survey: Provides information on real time data on current conditions of Earth systems: https://www.usgs.gov/
- 3. Teach the Earth-Carlton University: https://serc.carleton.edu/teachearth/index.html
- 4. Basics of Mineralogy & Petrology: https://whitman.edu/geology/winter/
- 5. Dave Waters- Metamorphic Petrology Research Oxford: https://www.earth.ox.ac.uk/-davewa/research/index.html
- 6. E Pathsala: https://epgp.inflibnet.ac.in/Home/
- 7. Mindat.org Mines, Minerals and More: https://www.mindat.org/

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ / PHYSICS DEPARTMENT

- 1. Nuclear configuration and nuclear spin calculator- https://calistry.org
- 2. low energy nuclear knowledge base- http://nrv.jinr.ru/nrv/
- 3. Inorganic material database- https://crystdb.nims.go.jp/en/
- 4. Crystallography Open database http://www.crystallography.net/
- 5. Lectures by Walter Lewis- Wolfram.com
- 6. Science news https://phys.org/
- 7. An educational website about Physics topics- http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/











রসায়ন বিভাগ / CHEMISTRY DEPARTMENT

- 8. https://en.wikipedia.org/wiki/SN2_reaction
- 9. http://www.chem.ucalgary.ca/courses/351/Carey5th/Ch08/ch8-4.html
- 10. https://web.iit.edu/sites/web/files/departments/academic-affairs/academic-resource-
- 11. http://www.ochempal.org/index.php/alphabetical/a-b/benzyne-mechanism/
- 12. https://www.youtube.com/watch?v=ppvk2hSYcG4
- 13. https://www.youtube.com/watch?v=6peO8Foz5Oo
- 14. https://hobart.k12.in.us/ksms/PeriodicTable/history.htm
- 15. https://books.google.co.in/books?id=hpWzxTnQH14C&pg=PA388&
- 16. http://chem.ch.huji.ac.il/nmr/whatisnmr/whatisnmr.html
- 17. https://teaching.shu.ac.uk/hwb/chemistry/tutorials/molspec/nmr1.htm
- 18. https://www.ch.ic.ac.uk/local/organic/nmr.html
- 19. http://chem.ch.huji.ac.il/nmr/techniques/1d/row2/c.html
- 20. https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/13c-nmr-spectrum
- 21. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-97689-6_23
- 22. https://www.lamar.edu/arts-sciences/ files/documents/chemistry-
- 23. biochemistry/dorris/chapter8.pdf
- 24. https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-111sc-principles-of-chemical-
- 25. science-fall-2014/unit-ii-chemical-bonding-structure/lecture-9/
- 26. https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-111sc-principles-of-chemical-
- 27. science-fall-2014/unit-ii-chemical-bonding-structure/lecture-13/
- 28. https://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-111sc-principles-of-chemical-
- 29. science-fall-2014/unit-ii-chemical-bonding-structure/lecture-14/











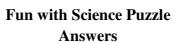
অর্থনীতি বিভাগ / ECONOMICS DEPARTMENT

- https://www.wsj.com/ (Students can access all types of global news including several important economic events, policies and information about world market which will create awareness among the students of economics and help them to enrich their knowledge base)
- 2. https://www.marketwatch.com/ (This website will help the students of economics to get crucial insights about the world share market and help them to analyze several big global companies)
- 3. https://www.worldbank.org/en/home (This is the official website of World Bank. This must be followed and a very useful website for academics and students of economics who wish to pursue full time research in the subject. This website also provides a very vast and reliable data base for research scholars)
- 4. https://www.imf.org/en/home (This is the official website of the International Monetary Fund which is very beneficial for students of economics. This website has a very good data base and several annual reports which can help the students to widen their knowledge horizon)
- 5. https://www.aeaweb.org/rfe/ (This website provides useful links for several resources which can be very helpful for academic purpose for the students of economics)
- 6. https://ideas.repec.org/ (IDEAS is the largest bibliographic database dedicated to Economics and available freely on the Internet. RePEc is a large volunteer effort to enhance the free dissemination of research in Economics. In this website, the students can explore several important literatures on economics in any area which can be very helpful for research purpose)
- 7. https://www.oecd.org/ (This website also contains very useful resources including a rich and reliable database)
- 8. https://www.sparknotes.com/economics/ (This website contains several resources on undergraduate topics of economics which has been written in very lucid language and it will be very beneficial for the beginners who are trying to understand the subject)
- 9. https://www.economicshelp.org/ (It comprises of many topics of economics which can be very helpful for the undergraduate students of economics)
- 10. https://www.investopedia.com/ (It has short notes on innumerable economics topics written in a very simple way which are self-explanatory for the students)



C = # 9 5







ACROSS	DOWN
2. FREEZING	1. SECOND
5.NUCLEUS	3. FILTRATION
7.MATTER	4. ALKALI
9.ATOM	6. CHEMISTRY
11. CATIONS	8. AMMONIA
13. DENSITY	10. MERCURY
	12. RED











SMHGGDCW College Magazine Editorial Policy and Guidelines

Shahid Matangini Hazra Government General Degree College for Women is humbled to bring out its Annual College Magazine, 2021. Through excellent writing, design and photography, the annual Magazine is dedicated to presenting readers, the creativity of the students, teachers and other members of the college.

Operating Principles/ Publication Ethics- Previously unpublished and original works are accepted for publication in the college magazine. Selection of submissions made by contributors solely rests on the editorial board. Special consideration will be taken not to reject any submission made by college students. The magazine editors shall make every attempt to ensure that all facts and statements in the magazine content are true, that content is free of plagiarism and that the material does not infringe upon any copyright or proprietary right. The magazine will promptly acknowledge and correct factual errors. However, the magazine does not employ a fact-checker. Therefore, writers must carefully verify all facts and spellings of names.

<u>Submissions</u>-Submissions to the college magazine will be primarily made by the Principal of the college, current students of the college, faculty members of the college and office staff of the college. However, a certain quota of contributions will be made by invited contributors on the recommendation of the Principal. A certain quota of contributions will be kept reserved for the alumni of the college.

<u>Content</u>-In keeping with the college being a Woman's Government College located at Nimtouri, Purba Medinipur, the magazine will strive to reflect significant diversity in its content, including the following:

- 1. Magazine content in each issue should include a variety of issues specifically women's varied concerns in society.
- 2. Notwithstanding the creativity of the content, the aim of the college magazine is also to highlight subjects, specific to female adolescent health (both mental and physical)
- 3. Creative categories like puzzles, crosswords, travelogues, interview transcripts and others will always be encouraged
- 4. A website bank will be maintained featuring important online websites, blogs and other *OER* contents that will be of academic use to students of the college.

Format and Visual Elements-Generally, pages are laid out using 400 words a page Specific word counts are available for specific sections-Short Stories- within 1000 words, Academic Essays/Articles/Interview Transcripts- within 1500 words, Poems- maximum 50 lines. Photographs and sketches are a vital portion of the magazine. Intriguing photos and sketches are critical and are restricted to ones that are highly engaging and look candid. Captions of the photographs/sketches/articles should work to pull readers into a story or image. We expect captions to be more than labels and prefer for them to offer information and insight into the photograph/sketch/article. Special attention will always be paid to high-quality paper and printing.









SHAHID MATANGINI HAZRA GOVERNMENT GENERAL DEGREE COLLEGE FOR WOMEN
Government of West Bengal, Affiliated to Vidyasagar University
Chakshrikrishnapur, Kulberia, P.O: Kulberia, Dist: Purba Medinipur, PIN: 721649.